সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.38Thursday 26 November 2026 Weekly Janmobhumi New York Free in USA

২৬তম বর্ষ. ৩৮তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ২৬ নবেম্বর ২০২৬ / ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

www.jonmobhumi.com



১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত শুল্ক ঃ ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ডেস্ক,রয়টার্সের প্রতিবেদনঃ ভারত, চিন-সহ ১৬ দেশের পণ্যে নতুন করে শুল্ক চাপাতে পারে আমেরিকা, কী কারণে এমন ভাবনা ট্রাম্প প্রশাসনের? ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র কয়েক মাস ধরে একটি অন্তর্বর্তিকালিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে, যার প্রাথমিক কাঠামো ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত করা হয়েছিল।ফের কয়েকটি দেশের উপর নতুন শুল্ক চাপানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশের উপর নতুন করে শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স-**বাকী অংশ ১৪ পাতায়**

‘স্বেচ্ছায় ফিরতে চান হাসিনা, বাংলাদেশের তরফে প্রত্যর্পণ করার অনুরোধ!





ঢাকা ডেস্কঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদদের দাবি, একমাত্র নয়াদিল্লি-ঢাকা প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী হাসিনা দেশে ফিরতে পারেন। তিনি বলেন, ‘‘ভারতকে কূটনৈতিক চ্যানেলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা আইন অনুযায়ী পরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে।’’ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত। এর সঙ্গে তাঁকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়ে ঢাকার তরফে পাঠানো কূটনৈতিক বার্তার কোনও সম্পর্ক নেই। বুধবার এ কথা জানিয়ে নয়াদিল্লির দাবি, দু’টি বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনাটি ঢাকার প্রত্যর্পণের অনুরোধের সঙ্গে সম্পর্কহীন।’’ অন্য দিকে, হাসিনার আগামী ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফিরে আসার ঘোষণায় বাংলাদেশ-**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**



ক্রিকেটের বিস্ময় ‘অলৌকিক’ ক্ষমতা বৈভব সূর্যবংশীর

দিল্লি ডেস্কঃ ফোনে বা পিসিতে ক্রিকেট গেম খেলেছেন কখনো? যদি খেলে থাকেন, তাহলে একটা বিষয় অনেকটাই নিশ্চিত, লফটেড শটের জন্য শিফট চেপে বসে থাকতেন, বলটা কখন আসবে সেই অপেক্ষায়। সফলতার পারসেন্টেজটা কত? ডিফিকাল্টি একটু বাড়লেই ৩০-৪০ শতাংশে নেমে আসত, তাই না? এসব করতে গিয়ে কতশতবার ৭০-৭৫ রানে -**বাকী অংশ ৩১ পাতায়**

সৌদি আরবের একাধিক স্থানে হুথির ব্যাপক হামলা

রিয়াদঃ সৌদি আরবের লোহিত সাগর উপকূলের জিজান বন্দরে হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। একই সঙ্গে দেশটির রাজধানী রিয়াদ লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে গোষ্ঠীটি। পালটা হামলা ও সংঘাতের ঘটনায় সৌদি আরব ও ইয়েমেনের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। খবর আল জাজিরারবুধবার (২৫ নভেম্বর) সৌদি -**বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

নেতানিয়াহুর ২ চেষ্টা ব্যর্থ, সুগম হচ্ছে আইজেনকোটের পথ

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ দখলদার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে যোগাযোগ এড়িয়ে গেছে ইউনাইটেড তোরাহ জুডাইজম (ইউটিজে)। টাইমস অব ইসরাইল জানিয়েছে, বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে সরকার গঠন নিয়ে আলোচনায় এগোচ্ছে তারা।

ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১২-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউটিজের সংসদ সদস্য মেইর পোরুশ ও এলিয়াকিম স্টার্ককে নেতানিয়াহুর ডানপন্থি জোটের ঘনিষ্ঠ বলে -**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ দখলের হুমকি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীর

দিল্লি ডেস্ক ঃ ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ দখলের হুমকি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী অর্জুন সিং। একই সঙ্গে বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি। তাঁর এমন বক্তব্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে নতুন করে আলোচনা তৈরি হয়েছে।-**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

মিশরে জ্বালানিবাহী লরি উলটে ভয়াবহ আগুন, নিহত ৩১

কায়রোঃ মিশরে জ্বালানিবাহী লরি উলটে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটেছে। এই ঘটনায় অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ২১ জন আহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত গাড়ি, মিনিবাস ও ট্যাঙ্গিসহ অন্তত ২০টি যানবাহনে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।-**বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

মালিতে ৩৪৯ রুশ সেনার মৃত্যু, নেপথ্যে যে কারণ

লন্ডন ডেস্কঃ মালির সামরিক জান্তা সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে গিয়ে গত তিন বছরে অন্তত ৩৪৯ রুশ যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার ফাঁস হওয়া নথি বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।-**বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

সাড়ে চার হাজার টাকা মজুরি বৃদ্ধিতে খুশি নন পোশাকশ্রমিকেরা, বিক্ষোভ

ঢাকা ডেস্কঃ ঢাকা-টাঙ্গাইল জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন পোশাকশ্রমিকেরা। তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। গাড়িতে আটকে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।

বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকদের দাবি ছিল, মাসে ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার-**বাকী অংশ ১৪ পাতায়**









অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন






আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচি : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at 718-647-5555, 646-591-6782

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



মাকে ছাড়া প্রথম জন্মদিন তারেক রহমানের

ঢাকা,জীবনের ৬১টি বসন্ত পেরিয়ে ৬২-তে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার (২০ নভেম্বর) তার জন্মদিন। দীর্ঘ সংগ্রাম, কারাবাস ও দেড় যুগের নির্বাসিত জীবন পেরিয়ে দেশের সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তার প্রথম জন্মদিন। রাজনৈতিক সাফল্যের এই শীর্ষ মুহূর্তে এসেও দিনটি তার জন্য গভীর আবেগ ও অপূরণীয় শূন্যতার; কারণ, মমতাময়ী মা ও রাজনৈতিক অভিভাবক সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ছাড়া এটিই তার প্রথম জন্মদিন।



১৯৬৫ সালের ২০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তারেক রহমান। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। শৈশব থেকেই রাজনৈতিক আবহে বেড়ে উঠলেও তার পথচলা ছিল কণ্টকাকীর্ণ। কৈশোরেই হারিয়েছিলেন বাবাকে। আর দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে দেশে ফিরে যখন জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলেন, তখন পাশে নেই জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়–তার মা। প্রাপ্তি আর হারানোর এই অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এবারের জন্মদিনটি তার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

তারেক রহমানের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ঢাকার শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজে। পরে রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং আদমজী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি হন। বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর মা খালেদা জিয়ার সংগ্রামী জীবন ও রাজনৈতিক উত্থান খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি।

১৯৮৮ সালে বাবার জন্মস্থান বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে। তৃণমূল থেকে দল গোছানোর সেই দিনগুলোতে মায়ের স্নেহ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল তার প্রধান পাথেয়। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে জনমত গঠন ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তিনি। সে সময় দলের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে মা খালেদা জিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পাঁচটি আসনের নির্বাচনী প্রচার কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৯৩ সালে বগুড়া জেলা বিএনপির সদস্য হওয়ার পর থেকে দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্ততা বাড়তে থাকে।

বিচ্ছেদ, কারাবাস ও নির্বাসনের দীর্ঘ প্রহর

মা ও ছেলের সম্পর্কের মাঝে সবচেয়ে বড় দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় ২০০৭ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গ্রেপ্তার হন তারেক রহমান। দলীয় সূত্র ও বিভিন্ন অভিযোগ অনুযায়ী, সে সময় কারাগারে তিনি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। একাধিক মামলার মুখোমুখি হওয়ার পর ২০০৮ সালে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে যান তিনি। শুরু হয় তার দীর্ঘ প্রবাসজীবন–আর মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের যন্ত্রণা।

লন্ডনে অবস্থান করেই তিনি দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ২০১৮ সালে খালেদা জিয়া কারাবন্দী হলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তারেক রহমান। সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে বসে মায়ের অসুস্থতা আর কারাবাসের খবরে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন তিনি। প্রতিটি জন্মদিনে দূর প্রবাস থেকে মায়ের দোয়া ও কণ্ঠস্বরই ছিল তার বেঁচে থাকার ও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

ফেরা হলো, তবু রয়ে গেল শূন্যতা

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বড় পরিবর্তন আসে। দীর্ঘ ১৭ বছরের বেশি সময় পর ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর সপরিবার দেশে ফেরেন তারেক রহমান। দেশে ফিরে দলকে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করার পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে সক্রিয় হন তিনি।

চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বিএনপি। নির্বাচনে বগুড়া-৬ ও ঢাকা-১৭ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উভয় আসনেই জয়ী হন তারেক রহমান। এরপর ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি।

রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় এই অর্জনের দিনে দলীয় নেতা-কর্মীদের উচ্ছ্বাস থাকলেও তারেক রহমানের হৃদয়ে আজ নীরব হাহাকার। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে আসীন হয়েও আজ তিনি মায়ের স্নেহস্পর্শ থেকে বঞ্চিত। দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের মতে, যে মায়ের হাত ধরে রাজনীতির অলিগলি চিনেছিলেন, যার অনুপ্রেরণায় দীর্ঘ নির্বাসনের আঁধার পেরিয়ে আলোর পথে ফিরেছেন, সেই মাকে ছাড়া জন্মদিনের এই দিনটি তারেক রহমানের জন্য নিঃসন্দেহে এক গভীর শূন্যতার।

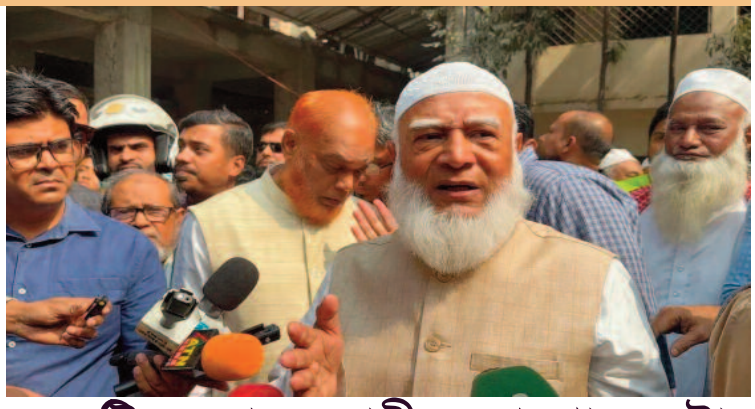

একটি জেলাকে স্বাধীন ঘোষণার চেষ্টা দেশদ্রোহিতা: জামায়াত আমির

ঢাকা, গোপালগঞ্জে একটি জেলাকে স্বাধীন ঘোষণার চেষ্টার অভিযোগ তুলে জড়িতদের দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, স্বাধীন দেশের কোনো অংশকে আলাদা করে স্বাধীন ঘোষণা করার অধিকার কারও নেই।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) সকালে অস্ট্রেলিয়া সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফেরার পর ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। সাম্প্রতিক গোপালগঞ্জের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জামায়াত আমির বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান না। তবে সেখানে যা ঘটেছে, তা অবিশ্বাস্য। একটি স্বাধীন দেশের ভেতরে একটি জেলাকে আলাদা করে স্বাধীন ঘোষণার চেষ্টা–এরা কারা? আইন ও সংবিধানের দৃষ্টিতে এরা দেশদ্রোহী। দেশের কোনো অংশকে আলাদা স্বাধীন ঘোষণা করার আইনি বা নাগরিক অধিকার কারও নেই।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাকে আইনের আওতায় আসতে হবে। তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরও তিনি আপিল করেননি। বিচারিক প্রক্রিয়া চলার সময় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে তার দেশে ফেরা উচিত ছিল।

জামায়াত আমির বলেন, 'তিনি আসেননি– এর মানে হচ্ছে, তিনি দেশকে ধারণ করেন না এবং আইনকেও ভয় পান।' এখন তার কোনো বক্তব্য বিশ্বাস করার সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গোপালগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, থানা হামলা ও লুটপাটের ঘটনা উল্লেখ করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, খুনের নেশা এখনো কাটেনি, ফ্যাসিবাদী চরিত্রেও পরিবর্তন আসেনি। তবে যুবসমাজ ও সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণই তাদের বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল।

হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীদের আইনের মুখোমুখি হতে হবে এবং আদালতের রায় মেনে নিতে হবে।

জাতীয় ঐক্যের বিষয়ে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রীর চায়ের আমন্ত্রণে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং মানুষের জানমাল রক্ষায় প্রয়োজন হলে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তিনি মত দেন।



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

আ.লীগ নেতাকে আটক করে ডিম-কফি খাওয়ালেন যুবদল নেতা নয়ন, অতঃপর...

ঢাকা, রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করে সেদ্ধ ডিম, পানি ও কফি খাইয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়ন ও তার অনুসারীরা।

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) রাতে পল্টন এলাকায় ওই নেতাকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করা হয়।

ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, আটকের পর যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়ন ওই ব্যক্তির পরিচয় ও সেখানে অবস্থানের কারণ জানতে চান। কথোপকথনের একপর্যায়ে ওই ব্যক্তি জানান, তিনি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের লালবাগ থানার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক।



ভিডিওতে রবিউল ইসলাম নয়ন অভিযোগ করেন, শেখ হাসিনার আগমন বা দলীয় কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এলাকায় নাশকতার পরিকল্পনা করতেই ওই ব্যক্তি সেখানে অবস্থান করছিলেন। ঢাকা মহানগর দক্ষিণের বিভিন্ন এলাকায় নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত পদ-পদবিধারী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথাও জানান তিনি।

একপর্যায়ে আটক ওই ব্যক্তিকে ভয় না পাওয়ার আশ্বাস দিয়ে দুটি সেদ্ধ ডিম, পানি ও কফি খেতে দেন নয়ন। এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মীদের তার মানিব্যাগ ও মোবাইল ফোন যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। কোনো জিনিস যেন খোয়া না যায়, সে বিষয়েও সতর্ক করেন।

পরে ওই আওয়ামী লীগ নেতাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আসিব-আসিব বলে কতদিন পার হবে জানি না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফিরে আসার ঘোষণায় সরকার কোনো চাপে নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।

শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ঘোষণা এবং এ উপলক্ষে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এখন আসিব-আসিব বলিয়া কতদিন পার হবে, কোন দিন, একবার বলে নভেম্বর, একবার বলে ডিসেম্বর, আরেকবার বলে ১৬ তারিখ এগুলোতে আমাদের মনোযোগ নেই। আমরা সব সময় সতর্ক আছি।

তিনি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় বিজিবি মোতায়েনও নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। কোথাও অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবিসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের নিয়োজিত করা হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী তিনি দেশে ফিরতে পারেন। ভারতকে কূটনৈতিক চ্যানেলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা আইন অনুযায়ী পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পুলিশ বা অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু কিছু কর্মকর্তা ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে যুক্ত আছে। তারা ষড়যন্ত্র করছে। তারা সরকারের কঠোর নজরদারিতে আছে। কিছু কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আওয়ামী লীগকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিষয়টি বিচারিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের মাধ্যমে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং তা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

তিনি বলেন, তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দাখিল এবং বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আদালত আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন। সে ক্ষেত্রে দল স্থায়ীভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করা এবং সংগঠনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মতো বিধান রয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনও দলটির নিবন্ধন স্থগিত করেছে।

তৈরি পোশাক খাতের চ্যালেঞ্জ

রোববার বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের তৈরি পোশাক খাত নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তা উদ্বেগজনক। এতে বলা হয়েছে, তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি চারটি বড় কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কারণগুলো হলো-বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে, এ দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি দুটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণেও চ্যালেঞ্জের মাত্রা বেড়ে গেছে। এ দুটি অঞ্চল হলো যথাক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকা। ইতোমধ্যে এ দুই অঞ্চলে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ কমে গেছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক আশা প্রকাশ করেছে, পোশাক খাতে চ্যালেঞ্জ থাকলেও স্বল্প মেয়াদে পোশাক রপ্তানির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংক তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তা প্রকৃতপক্ষে সব মহলের।

জার্মানিতে ক্যাথলিক গির্জায় যৌন নির্যাতনের শিকার ৮০০ শিশু-কিশোর

ঢাকা, জার্মানির ক্যাথলিক গির্জায় কয়েক দশক ধরে শিশু-কিশোরদের ওপর যৌন নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে নতুন এক গবেষণায়। ১৯৪৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দেশটির ট্রিয়ার ক্যাথলিক ডায়োসিসে (ধর্মীয় প্রশাসনিক এলাকা) প্রায় ৮০০ শিশু ও কিশোর যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এ ঘটনায় ২৫০ জনের বেশি ধর্মযাজক ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছেন।

গবেষকদের মতে, এটি কেবল প্রকাশ্যে আসা ও নথিভুক্ত ঘটনার হিসাব। ভয়, লজ্জা ও সামাজিক চাপের কারণে যারা নির্যাতনের কথা প্রকাশ করেননি, তাদের সংখ্যা এখনো অজানা।

গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে যাজকদের আবাসিক ভবন, গির্জা, প্রার্থনাকক্ষ, গির্জা পরিচালিত ছাত্রাবাস ও আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। কয়েকজন ধর্মযাজক শিশুদের কাছে যাওয়ার জন্য স্বীকারোক্তি গ্রহণের ধর্মীয় রীতিকেও ব্যবহার করেছেন। অন্তত ২০টি ঘটনায় ভুক্তভোগীদের নিজ বাড়িতে যৌন নির্যাতন চালানো হয়।

গবেষণায় বলা হয়েছে, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধর্মযাজকদের প্রতি অগাধ আস্থা এবং পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে শিশুরা নির্যাতনের কথা মুখ খুলে বলতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের নিজেদের পরিবারও চুপ থাকার জন্য চাপ দিয়েছে। ফলে বছরের পর বছর আড়ালে থেকে গেছে এসব অপরাধ।

এতে আরও উঠে এসেছে, গির্জার কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা নির্যাতনের দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং অভিযুক্ত অপরাধীদের সুরক্ষা দিয়েছেন।

ভুক্তভোগীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন মিসবিট বলেছে, চূড়ান্ত প্রতিবেদনে নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে গির্জার কর্মকর্তাদের ভূমিকা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

সংগঠনটি আরও জানিয়েছে, ২০২১ সালের পরও নির্যাতনের ঘটনা বন্ধ হয়নি। তাই ভুক্তভোগীদের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রকৃত জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

গাজায় ইসরাইলি ড্রোন হামলায় নিহত ৬

ঢাকা, ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আবারও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। এতে অন্তত ছয় ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।

এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা আনাদোলু বলছে, বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) ভোরে গাজা সিটির পশ্চিমাঞ্চলের আল-শাতি শরণার্থী শিবিরে একদল মানুষের ওপর ড্রোন হামলা চালায় ইসরাইলি বাহিনী। এতে তিন ফিলিস্তিনি নিহত হন। এর আগে বুধবার (২৫ নভেম্বর) গভীর রাতে গাজা সিটির পূর্বাঞ্চলের তুফাহ এলাকায় পৃথক হামলায় প্রাণ হারান আরও তিনজন।

আল-শিফা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এসব হতাহতের তথ্য জানিয়েছে।

এদিকে বুধবার ইসরাইলি বাহিনীর আগের হামলাগুলোতে আরও সাত ফিলিস্তিনি নিহত হন বলে হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে। নিহতদের মধ্যে উত্তর গাজা গভর্নরেটের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ মাজেদ আবু আল-ওউফ, তার স্ত্রী এবং দুই কিশোরী মেয়ে রয়েছেন। বুধবার ভোরে আল-শাতি শরণার্থী শিবিরে তাদের বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়।



প্রিন্স উইলিয়াম ও কেটের বাড়িতে চুরি, গ্রেফতার ২

লন্ডন ডেস্ক ঃ ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স উইলিয়াম ও তার স্ত্রী কেট মিডলটনের অবকাশযাপনের বাড়িতে অনুপ্রবেশের ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চুরি ও অবৈধভাবে প্রবেশের সন্দেহে মঙ্গলবার তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইংল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় নরফোক কাউন্টিতে রাজপরিবারের স্যান্ড্রিংহাম এস্টেটে সোমবার রাতে সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ওই সম্পত্তিতে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে ঘটনার সময় বাড়িটিতে কেউ ছিলেন না।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান প্রথম জানায়, উইলিয়াম ও কেটের আনমার হল নামের বাড়িতে চুরির ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ। ১০ শয়নকক্ষের এই বাড়িটি ২০১১ সালে বিয়ের উপহার হিসেবে প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাদের দিয়েছিলেন।

বাড়িটি মূলত ছুটি কাটানো ও স্বল্প সময়ের অবকাশযাপনের জন্য ব্যবহার করেন উইলিয়াম ও কেট। তবে তাদের স্থায়ী বাসস্থান লন্ডনের পশ্চিমে উইন্ডসর ক্যাসেল এস্টেটে।

এ ঘটনায় প্রিন্স উইলিয়ামের এক মুখপাত্র নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে, ঘটনাটি এমন সময়ে সামনে এল, যখন প্রিন্স উইলিয়াম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলেন।

ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক আয়োজনে রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে তাদের যাতায়াত তুলনামূলকভাবে কম।

উল্লেখ্য, ১৭৩৫ সাল থেকে ১০ ডাউনিং স্ট্রিট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৫৫ সালে প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সেখানে উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেন। ২০১২ সালে নিজের সিংহাসনে আরোহণের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে তিনি সেখানে মন্ত্রিসভার বৈঠকেও যোগ দেন।

শূকরের কিডনি নিয়ে এক বছর বেঁচে থাকার রেকর্ড গড়লেন মার্কিন নারী

লন্ডন ডেস্ক ঃ জিনগতভাবে পরিবর্তিত শূকরের কিডনি প্রতিস্থাপনের পর এক বছর ধরে সুস্থ আছেন যুক্তরাষ্ট্রের ৫৮ বছর বয়সী মলি ফ্যালকো। এর মধ্য দিয়ে শূকরের কিডনি প্রতিস্থাপনের পর সবচেয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকার রেকর্ড গড়েছেন দুই সন্তানের এ মা।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন সম্ভাবনার পাশাপাশি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সংকট মোকাবেলায় এই ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২০২৫ সালের ২২ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালটির তথ্য অনুযায়ী, শৈশবে শনাক্ত হওয়া একটি রোগের কারণে ফ্যালকোর কিডনি বিকল হয়ে যায়। ২০২৪ সাল থেকে কিডনি রোগের শেষ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর তাকে প্রায় ১১ মাস ডায়ালাইসিস নিতে হয়েছিল।

ফ্যালকো জানান, ডায়ালাইসিস থেকে মুক্তি পেতে তিনি প্রতিস্থাপনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। অস্ত্রোপচারের প্রস্তাব পাওয়ার পরপরই তিনি রাজি হয়ে যান। চিকিৎসা নিয়ে তার কোনো ভয় বা উদ্বেগ ছিল না বলেও জানান তিনি।

অস্ত্রোপচারের এক বছর পর নিজের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট ফ্যালকো।

তিনি বলেন, এখন বেশ ভালো আছেন এবং অসুস্থ বোধ করছেন না। তবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ওষুধ সেবন করতে হচ্ছে তাকে। এ কারণে বাইরে গেলে মাস্ক পরাসহ বিভিন্ন সতর্কতা মেনে চলেন। তার আশা, শীতকালে সন্তানদের সঙ্গে স্কি করতে পারবেন এবং আগের চেয়ে বেশি সক্রিয় জীবনযাপন করতে পারবেন।

ফ্যালকোর শরীরে প্রতিস্থাপিত কিডনিটি তৈরি করেছে জৈবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইজেনেসিস।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন



নামাজের সময়সূচী

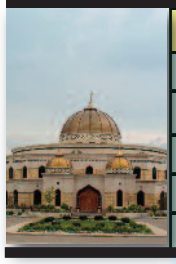

নবেম্বর	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	০১	০২
ফজর	০৩:৪৭	০৩:৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৪:৫৯	০৪:৫৯	০৫:০০	০৫:০১	০৫:০১	০৫:০২	০৫:০২
মাগরিব	০৮:৩১	০৮:৩১	০৮:৩২	০৮:৩২	০৮:৩৩	০৮:৩৩	০৮:৩৪
এশা	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১

পূজার সময়সূচী



কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পৃণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী



মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায়
দুপুরের পূজা ১২ টায়
সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পৃণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী



নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পৃণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



গোপালগঞ্জে ৭৪ এর দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে: রাশেদ খাঁন

ঢাকা,আওয়ামী সন্ত্রাসীদের জ্বালাও-পোড়াও এবং ভাঙচুরের কারণে গোপালগঞ্জে এখন ৭৪-এর মতো দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান।
বুধবার (২৫ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
পোস্টে রাশেদ খান সম্প্রতি গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও দলটির অঙ্গসংগঠনের তা"বে ওই এলাকার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বলেন।
তিনি বলেন, গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সাম্প্রতিক সহিংসতা, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় এক ভয়াবহ অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। রেল যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে, সড়কপথে যানবাহন চলাচলে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ট্রেনে হামলা ও অগ্নিসংযোগের আশঙ্কায় যাত্রীরা গোপালগঞ্জের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতেও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।
রাশেদ খান বলেন, গোপালগঞ্জে পেট্রোল পাম্প, বিদ্যুৎ সরবরাহ, থানা, হাসপাতাল, ব্যাংক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও স্থবির হয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক যে বিশাল সাপ্লাই চেইন, সেটাও নিয়মিত চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।
পোস্টে তিনি সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী বলেন, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও নিজেদেরকে এখন গোপালগঞ্জে নিরাপদ মনে করছে না এবং স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া থানা পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু করতে পারছে না। এমনকি পুনরায় হামলা ও অগ্নিসন্ত্রাসের আশঙ্কায় পুড়িয়ে দেওয়া থানাগুলোর সংস্কার কার্যক্রমও শুরু করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এতে করে পুলিশের অনুপস্থিতিতে গোপালগঞ্জ এখন নানা অপরাধ-অপকর্মের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বলা যায় যে, আওয়ামী সন্ত্রাসীদের জ্বালাও-পোড়াও এবং ভাঙচুরের ফলে গোপালগঞ্জে এখন ৭৪ এর ন্যায় দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে।
সবশেষে তিনি বলেন, এমতাবস্থায় গোপালগঞ্জের এহেন অচলাবস্থা দূর করে সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে গোপালগঞ্জের সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জের সাধারণ মানুষকে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
গোপালগঞ্জের জনগণ যতদ্রুত এসব অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারবে ততদ্রুত সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

এস আলমের মতো দুর্নীতিবাজদের প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনে ক্ষমতাসীন দল জড়িত

ঢাকা, ২৫ নভেম্বর : হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করলেও বিচার না করে এস আলমের মতো দুর্নীতিবাজ প্রতিষ্ঠানকে সরকার পুনর্বাসন করছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। এর সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের কিছু লোক জড়িত বলেও দাবি তার।
বুধবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে 'অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। অবসরপ্রাপ্ত এম-পিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বিত ফোরাম এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'উচ্চপদস্থ আমলা আর মন্ত্রীরা বড় বড় কথা বললেও শিক্ষকদের জীবন-মান উন্নয়নে রাষ্ট্র যথেষ্ট আন্তরিক নয়।'
তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষকতা পেশাকে প্রায়োরিটি লিস্টের একদম নিম্ন পর্যায়ে রেখে জাতিগঠন কখনোই সম্ভব না।'হাসনাত অভিযোগ করেন, বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শিক্ষকদের নিয়ে ভাবনা নেই। শিক্ষকরা চান তাদের সংকট যেন সংসদে তুলে ধরা হয়।
এনসিপির পক্ষ থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজনৈতিক পর্ষদ সদস্য আলী আহসান জুনায়েদ এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ শান্ত।

কলকাতা ও শিলিগুড়িতে চালু হচ্ছে বাংলাদেশের নতুন ভিসা কেন্দ্র

ঢাকা, আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ভারতের কলকাতা ও শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের নতুন ভিসা আবেদন কেন্দ্র কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভিসা আবেদনপ্রক্রিয়া আরো সহজ করার লক্ষ্যে এই দুটি কেন্দ্র চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খ", ওড়িশা ও ছত্তিশগড়–এই পাঁচ রাজ্যের ভারতীয় নাগরিকদের পাশাপাশি সেখানে দীর্ঘ মেয়াদে থাকা বিদেশি নাগরিকরাও নতুন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভিসার আবেদন করতে পারবেন।
নতুন কেন্দ্র দুটির ভিসা আবেদনসংক্রান্ত সেবা পরিচালনার দায়িত্ব আউটসোর্সড সার্ভিস প্রোভাই-ডার হিসেবে 'সুইফট গ্লোবাল গেটওয়ে সার্ভিসেস'কে (এসজিজিএস) দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পাঁচ রাজ্যের আবেদনকারীদের নতুন কেন্দ্র থেকেই আবেদন জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে উপ-হাইকমিশন।নতুন ঠিকানা অনুযায়ী, কলকাতা কেন্দ্রটি হবে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের সিমসিস টাওয়ার্সে (প্লট নম্বর ওয়াই-১৩, ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি, কলকাতা-৭০০০৯১)। আর শিলিগুড়ি কেন্দ্রটি চালু হবে সেবক রোডের সিটি মলের প্রথম তলায় (শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-৭৩৪০০১)।এর আগে কলকাতার সল্টলেক ও শিলিগুড়িতে ভিসা আবেদন কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'ডিইউ ডিজিটাল'। ওই কেন্দ্রগুলো থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে পাঠানো হতো এবং প্রক্রিয়াকরণ শেষে আবেদনকারীরা সেখান থেকেই ভিসাসহ পাসপোর্ট বুঝে নিতেন।
আগামী ৩০ নভেম্বর ওই প্রতিষ্ঠানের সেবার মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, নতুন সংস্থার ওপর দায়িত্ব তুলে দেওয়ার এই উদ্যোগ করায় ভিসা প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

১ ডিসেম্বর দিল্লি মিশনের দায়িত্ব নিচ্ছেন আসাদ আলম সিয়াম

ঢাকা, ভারতে বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার হিসেবে আগামী ১ ডিসেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আসাদ আলম সিয়াম। মিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে সিয়াম শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।
গত ৩১ অক্টোবর আসাদ আলম সিয়ামের বাবা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের সাবেক ডিন মো. নূরুল আলম মৃত্যুবরণ করেন। এই কারণে তার ভারতে নতুন হাইকমিশনার হিসেবে যোগদানে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রীতি রহমান।
এর আগে, নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার হিসেবে গত ১৩ জুলাই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসাদ আলম সিয়ামের নাম প্রস্তাব করেছিল বাংলাদেশ। পরে গত ২২ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে আসাদ আলম সিয়ামের নিয়োগ প্রস্তাবে সম্মতি দেয় ভারত।
আসাদ আলম সিয়াম একজন পেশাদার কূটনীতিক। তিনি ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে নেদারল্যান্ডসের মাস্ট্রিচট স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট থেকে এমবিএ করেন।
আসাদ আলম সিয়াম কাঠমান্ডুর সার্ক সি-চবালয়, হাওয়াইয়ের এপিসিএসএস, সিউলের আইএফএএনএস, ঢাকার জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বেশ কয়েকটি পেশাদার কোর্স সম্পন্ন করেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন আসাদ আলম সিয়াম।
তিনি ইতালির মিলানে বাংলাদেশের প্রথম কনসাল জেনারেল ছিলেন। এ ছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন, পালাউ, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, স্লোভেনিয়া ও স্লোভাকিয়ায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
আসাদ আলম সিয়াম অসংখ্য দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় আলোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনি-ধিত্ব করেছেন। তিনি ভিয়েনায় জাতিসংঘের কার্যালয় এবং ওপেক তহবিলে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। ব্যাংককে ইউএন এসকাপে বিকল্প স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন তিনি।
এ ছাড়া আসাদ আলম সিয়াম ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিবের দপ্তরের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২৫ সালের জুনে পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে আসাদ আলম সিয়াম নিয়োগ পান। এ পদে তাকে নিয়োগ দিয়েছিল তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকা

আইপিএলকে না বললেন মোস্তাফিজ

ঢাকা, ২৫ নভেম্বর : গেল আইপিএলে রেকর্ড দামে দল পেয়েছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। তবে রাজনৈতিক কারণে শেষমেশ কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলা হয়নি তার। এবার মোস্তাফিজ আইপিএলকেই না বললেন।
আজ ক্রিকইনফো একটি তালিকা ঘোষণা করেছে আইপিএলের মিনি নিলামে নাম লেখানো ক্রিকেটারদের। সেখান থেকে জানা গেল, মোস্তাফিজ এবারের আসরের নিলামে নাম লেখাননি।
এ বছরের শুরুতে আইপিএলে মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে বড় আলোচনা হয়েছিল। নিলাম থেকে তাকে দলে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। কিন্তু বিসিসিআইয়ের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত এই বাংলাদেশি পেসারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।



এই ঘটনার রেশ আরও দূর গড়ায়। নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে ভারত থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সরিয়ে নেওয়ার দাবি তোলে বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অংশই নেয়নি দলটি।
এবারের আইপিএলের নিলামে নাম লেখানো বাংলাদেশিদের তালিকায় আরও একজনের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। তিনি হলেন নাহিদ রানা। সবশেষ ভারত সফরে তাকে নিয়ে মাতামাতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে তিনিও এবার এই নিলামে নাম লেখাননি, হেঁটেছেন পূর্বসূরির দেখানো পথে।
নিলামের জন্য নাম নিবন্ধন করেছেন বাংলাদেশের ১২ জন ক্রিকেটার। তারা হলেন হাসান মাহমুদ, পারভেজ হোসেন, রিপন ম"ল, রিশাদ হোসেন, সাইফ হাসান, মেহেদী হাসান, শামীম হোসেন, শরীফুল ইসলাম, তানজিম হাসান, তাওহিদ হৃদয়, মো. রুবেল ও তাসকিন আহমেদ।
এবারের নিলামের প্রাথমিক তালিকায় আছেন মোট ১ হাজার ২২০ জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে ৯৩৯ জন ভারতীয় এবং ২৮১ জন বিদেশি। নিলাম থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো সর্বোচ্চ ৬৬ জন ক্রিকেটারকে দলে নিতে পারবে। এর মধ্যে বিদেশি খেলোয়াড়ের জন্য রাখা হয়েছে ২৫টি জায়গা।

৫০ বছর আগের যুদ্ধাপরাধের দায়ে যদি ফাঁসি হয়, শেখ হাসিনারও ফাঁসি হবে: দুলু

ঢাকা, ২৫ নভেম্বর : আওয়ামী লীগের নেতাদের ব্যবসা-বাণিজ্য থেমে নেই, সেই অর্থ নাশকতায় ব্যয় হচ্ছে– এমন দাবি করেছেন জাতীয় সংসদের হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু।
বুধবার (২৫ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অগ্নি-সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ-সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
দুলু বলেন, ৫০ বছর আগের যুদ্ধাপরাধের দায়ে যদি ফাঁসি হয়; শেখ হাসিনারও ফাঁসি হবে।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
33 YEARS Experienced Year Round Service
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant



We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.

IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC

167-09 [redacted] Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
২৬ নবেম্বর ২০২৬, বাংলা ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

সম্পাদক রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক শিকদার হুমায়ন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

সংখ্যালঘু ইস্যুতে জবাব হোক আইনের শাসনে

দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে দেশি-বিদেশি একটি মহল ও প্রতিবেশী দেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেভাবে অতিরঞ্জিত ও ভিত্তিহীন তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে, তা দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সোমবারের যুগান্তরে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই স্পর্শকাতর ইস্যুতে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়ার বিষয়ে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রণিধানযোগ্য।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে 'হিন্দু নিধন' বা সংখ্যালঘু নির্যাতনের চেষ্টা চলছে। এমনকি বিগত দিনের দুঃশাসন বা ব্যক্তিগত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পদক্ষেপকে সাম্প্রদায়িক হামলা হিসাবে চালিয়ে দেওয়ারও আমরা দেখেছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দেশের সংবিধান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ-উভয়ই সব ধর্মের নাগরিকের সমান অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলে। সম্প্রতি দুর্গাপূজার শান্তিপূর্ণ উদযাপনও প্রমাণ করে যে, এ দেশের সাধারণ মানুষ ধর্মীয় সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী।

নড়াইলের মতো বিচ্ছিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রশাসন ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিশিষ্টজনদের ক্ষোভ অত্যন্ত যৌক্তিক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকে কিংবা অপরাধীদের তাৎক্ষণিক আইনের আওতায় আনতে ব্যর্থ হয়, তাহলে গুজব রটনাকারীরাই উৎসাহিত হয়। মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্র কোনোভাবেই নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তার প্রশ্নে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। একইসঙ্গে কেউ যেন আইন নিজের হাতে তুলে নিতে না পারে এবং প্রতিটি ঘটনার বিচার যেন স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করাও সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলমান এই তথ্য-সন্ত্রাস মোকাবিলায় সরকারকে এখনই কৌশলী ও আক্রমণাত্মক কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করতে হবে। বিশিষ্টজনদের পরামর্শ অনুযায়ী, প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করে অবিলম্বে একটি তথ্যবহুল শ্বেতপত্র প্রকাশ করা জরুরি, যা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হবে। একইসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কেবল দায়সারা বিবৃতি না দিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে হবে। প্রয়োজনে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। অভিযোগকারীদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দাবি করার মাধ্যমেও মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচন করা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার একটি অসাম্প্রদায়িক ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ার যে অঙ্গীকার করেছে, তার প্রতিফলন মাঠপর্যায়ে দেখাতে হবে। সেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তথ্যভিত্তিক জোরালো কূটনীতিই পারে সব ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দিতে। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ বসবাস নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সরকার বিশিষ্টজনদের পরামর্শ আমলে নিয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা।

জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই

পতিত স্বৈরাচার আজও নিষ্ক্রিয় হয়নি। নানা ষড়যন্ত্রে দেশকে অস্থিতিশীল করতে অশান্তির আগুন লাগিয়েই চলেছে। চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে পতনের পর থেকেই তাদের দোসররা দেশকে অস্থিতিশীল করতে জল ঘোলা করছে। অন্তর্বর্তী সরকারকে স্থিরভাবে কাজই করতে দেয়নি। পরে নির্বাচিত সরকার চেষ্টা করছে ভেঙে পড়া সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে। ৯ মাস পর্যাপ্ত নয়। এর মধ্যেই ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পরাজিত অপশক্তি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়া নেত্রীর উসকানি, নির্দেশ এবং সে দেশের পরোক্ষ মদতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কর্মীরা নাশকতা শুরু করেছে। হামলা-ভাঙচুর, বোমাবাজি, জ্বালাও-পোড়াও চরমে পৌঁছেছে। একটা ক্ষুদ্র অংশে তারা রামরাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছে। সরকার ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি, থানা-হাসপাতালে আগুন দেওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্ত দমনে শক্তি প্রয়োগ করেনি। বিষয়টা ভাবিয়ে তুলেছে জাতিকে। প্রয়োজন প্রকট হয়েছে অপশক্তির অপচেষ্টা প্রতিরোধের। তার জন্য চাই একাত্তর, নব্বই ও চব্বিশের মতো সর্বব্যাপী ঐক্য। এর কোনো বিকল্প নেই। তারই ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmabhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

দেশের মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিন

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন

রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে দেশে আবারও জ্বালাও-পোড়াও, বোমাবাজি শুরু করে হানাহানি, অস্থিরতা এবং ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে! আর এই পরিস্থিতিতে মানুষের যাপিত জীবনে কেউই স্বস্তি অনুভব করতে পারছেন না। এসব ঘটনা দেশের মানুষের ভাগ্যাকাশে নতুনভাবে কালো মেঘের ঘনঘটা কিনা অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করছেন! কারণ এসব কর্মসূচির সময় রাস্তাঘাটে বের হলে কার ভাগ্যে কখন কী ঘটে বলা যায় না।

দেশের মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিনউল্লেখ্য মাঝেমধ্যে বিরতি দিয়ে বছরের পর বছর ধরে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো রাস্তাঘাটে জনগণের চলাচলের স্বাধীনতা হরণ করে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে রাস্তা দখল করে মিটিং-মিছিল করার পাশাপাশি হিংসাত্মক কর্মকান্ড চালিয়ে থাকে! তা ছাড়া ছাত্র, শ্রমিকসহ বিভিন্ন সংগঠনের লোকেরাও দাবি আদায়ের নামে সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ অবরোধ করে যানবাহন ভাঙচুরসহ নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষকে জিম্মি করে রাখে! আর যুগ যুগ ধরে এ অবস্থা চালিয়ে যাওয়ার কারণে দেশের মানুষকে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়! সাধারণ মানুষ তাদের অফিস, বাসস্থান, ব্যবসাস্থল যাতায়াত করতে বোমাবাজি, জ্বালাও-পোড়াওয়ের মতো অগ্নিসন্ত্রাস, মারামারি, হানাহানি ইত্যাদির মুখে পড়ে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়! আর সেই একই কারণে গত ১০ নভেম্বর ফরিদপুরের একজন বাসচালককেও প্রাণ দিতে হয়েছে। নিহত বাসচালক কালাচাঁদ শেখ বাস চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রশ্ন হলো, আমাদের দেশে এই অবস্থা আর কতদিন চলবে? আর কতকাল সাধারণ মানুষকে অগ্নিসন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ দিতে হবে? ক্ষমতার লড়াইয়ের যূপকাষ্ঠে দেশের নিরীহ মানুষ নিহত হবে, পঙ্গুত্ববরণ করবে এ অবস্থাই বা দেশে কতদিন, কতকাল বহাল থাকবে? একটি স্বাধীন দেশের মানুষ কবে, কখন স্বাধীনভাবে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারবে?



লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশটি আজ এখনো এ ধরনের সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য হয়ে থাকবে কেন সে প্রশ্নেরই বা উত্তর কোথায়? এ ক্ষেত্রে আইনের শাসনের ব্যত্যয় হবে কেন? অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পছন্দ হলো না, অমনি তারা রাস্তায় নেমে রাস্তাঘাট বন্ধ করে আন্দোলন শুরু করে দিলেন! আবার নিজেরাই নিজেদের কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করে তা বাস্তবায়নের জন্য রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করে দিলেন! পোশাকশ্রমিকদের বেতনভাতার সঙ্গে রাস্তায় চলাচলকারী আমজনতার কোনো সম্পৃক্ততা না থাকলেও রাস্তায় নেমে তারা জনগণের যানবাহন ভাঙচুর করেন! ফলে রাস্তায় যারা চলাচল করেন তাদের হয়েছে মরণদশা! মুমূর্ষু রোগী নিয়ে অবরোধের কারণে হাসপাতালে যেতে না পারায় পথিমধ্যেই রোগী মারা যাচ্ছে, গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালে যেতে পথিমধ্যে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন! কিন্তু তাতে কী, আন্দোলন চলছেই, চলবে! আর এসব আন্দোলন কখনো ক্ষমতা দখলের জন্য, কখনো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, আবার কখনো বা বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিক সংগঠনের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য, যেসব দাবিদাওয়ার বেশির ভাগই আবার অযৌক্তিক! অথচ যৌক্তিক দাবিদাওয়া বা বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেও কোনো সংগঠন সড়ক-মহাসড়ক আটকে জনসাধারণকে জিম্মি করতে পারে না! কারণ সেসব দাবিদাওয়ার সঙ্গে জনসাধারণ জড়িত নন। সুতরাং এসব কাজ সম্পূর্ণভাবে বেআইনি তথা আইনের শাসনের পরিপন্থি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ইত্যাদি মিলে তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আন্দোলনের নামে দেশের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলাসহ জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংস করে চলেছে! এভাবে এসব সংগঠনের আন্দোলনের কারণে সাধারণ মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠলেও আন্দোলনকারীরা যুগ যুগ ধরে একই কায়দায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে দেশের রাজনীতিতে গুণগত কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতারা একই আবর্তে, একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এ অবস্থায় দেশের মানুষের যাপিত জীবনে বারবার অশান্তি, দুর্ভোগ, ভোগান্তি চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি কবে শেষ হবে সে প্রশ্নেরও আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আর এখনো যদি সেসব প্রশ্নের সমাধান না করা হয়, এখনো যদি পুরোনো -বাকী অংশ ২৯ পাতায়

নড়াইলে সহিংসতা, প্রোপাগান্ডার রাজনীতি ও সংখ্যালঘুর বিপদ

রাফসান গালিব

টানা কয়েক দিন ধরে গোপালগঞ্জে সহিংসতা নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা এক রাতেই ঘুরে গেল নড়াইলের সহিংসতার দিকে।

গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সহিংসতা দমনে বল প্রয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠে থাকার আওয়াজ দেয়। বল প্রয়োগ না করার সিদ্ধান্তে সরকার সফল। নাগরিক সমাজের অনেকের কাছ থেকেও সরকার সে কারণে প্রশংসা পাচ্ছিল।

কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে সেই প্রশংসার রেশ বেশিক্ষণ থাকল না। রাজনৈতিক কর্মসূচি মানে সাংগঠনিক রাজনৈতিক তৎপরতা, সেটার বদলে প্রতিশোধপরায়ণ বা প্রতিহিংসামূলক প্রতিক্রিয়া প্রধান হয়ে ওঠে তখন পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেওয়াটাই স্বাভাবিক। নড়াইলের ঘটনায় আদতে সেটিই ঘটেছে।

তবে সেই সহিংসতার চেয়েও তা নিয়ে প্রোপাগান্ডার রাজনীতি এখানে ভিন্ন এক বাস্তবতা তৈরি করে। হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে সেই প্রোপাগান্ডা চালানোয় তৈরি হয় নতুন ঝুঁকিও।

গোপালগঞ্জের সহিংসতা থেকে নড়াইলের সহিংসতার ঘটনায় একটা পার্থক্য আছে। গোপালগঞ্জে সহিংসতায় যুক্ত ছিল আওয়ামী লীগ আর নড়াইলে সহিংসতার জন্য অভিযুক্ত বিএনপি।

আবার এ দুই সহিংসতার কারণও ভিন্ন। নড়াইলের সহিংসতার পেছনে পাওয়া যাচ্ছে আওয়ামী লীগ কর্তৃক বিএনপির দুই নেতাকে হত্যার প্রতিক্রিয়া। আর গোপালগঞ্জে সহিংসতার কারণ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, আওয়ামী লীগের ভাষ্য অনুসারে ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা ফিরবে, তার ফেরার পথ প্রস্তুত করার কর্মসূচি। যদিও নাগরিক সমাজে এই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, শেখ হাসিনাকে ফেরাতে কেন আওয়ামী লীগ সহিংস কর্মসূচি বেছে নিল? যাহোক, সেটি অন্য আলাপ।



বিবিসি বাংলা এবং প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, সমকালসহ দেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে, গোপালগঞ্জসহ সারা দেশে আওয়ামী লীগের সহিংস কর্মসূচির প্রতিবাদে দেশের অন্যান্য জায়গার মতো নড়াইলেও বিএনপি নেতা-কর্মীরা শোডাউন করেন। ১৮ নভেম্বরের সেই শোডাউন যায় কালিয়া পৌরসভার আওয়ামী লীগ-অধ্যুষিত গ্রাম বেন্দারচরেও। সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এতে আওয়ামী লীগের হামলায় নিহত হন বিএনপির দুই নেতা। সে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শুক্রবার বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ওই গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলার ঘটনা ঘটে।

উল্লেখিত সংবাদমাধ্যমগুলো সরেজমিনে জানাচ্ছে, সে হামলায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ৬০-৭০টি বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে নড়াইল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি এবং কালিয়া পৌরসভার সাবেক মেয়র ফকির মুশফিকুর রহমান লিটনের বাড়িও। বেন্দারচর গ্রামটিতে মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের বসবাস, সেখানে কোনো হিন্দু পরিবার বসবাসও করে না। সে গ্রাম থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে বড় কালিয়া গ্রামের হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকা ঘোষপাড়া। হামলাকারীরা কেবল উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা কৃষ্ণপদ ঘোষের বাড়িটিকেই লক্ষ্যবস্তু করেছিল। পাড়াটির অন্য কোনো বাড়িতে হামলা হয়নি। প্রতিবেদনগুলোতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরাই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আওয়ামী লীগের অফিশিয়াল পেজে নড়াইলের এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানেও সংখ্যালঘুর ওপর হামলার বিষয়টি কোনোভাবেই দাবি করা হয়নি। কিন্তু আওয়ামী লীগ-সমর্থিত বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, পেজ ও অ্যাকটিভিস্টরা একের পর এক অপপ্রচার চালান যে নড়াইলের সহিংসতায় সংখ্যালঘুরা হামলার শিকার হয়েছেন।

অনেকে তো এক কাঠি সরেস! সেখানে সংখ্যালঘু নিধন, সংখ্যালঘু গণহত্যা ঘটেছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে দেন। এমনকি দুই হিন্দু কিশোরীকে অপহরণের ভয়া দাবিও করা হয়। আগুনের পাশে বসে আহাজারি করছেন সংখ্যালঘু নারী—এআই-বাকী অংশ ২৯ পাতায়

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

অস্থিরতা পোশাকশিল্পকে হুমকির মুখে ফেলছে

আশিকুর রহমান তুহিন

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এখন শুধু বৈশ্বিক বাজারের প্রতিযোগিতা, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি কিংবা নতুন বাণিজ্যিক চ্যালেঞ্জ নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা।

একের পর এক আন্দোলন ও অনিশ্চয়তা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশের একটি নেতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। আর সেই বার্তার প্রভাব আজই হয়তো পুরোপুরি দৃশ্যমান নয়। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এর খেসারত দিতে হতে পারে দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাতকে।

অস্থিরতা পোশাকশিল্পকে হুমকির মুখে ফেলছেপোশাকশিল্পকে শুধু ৩৯ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করলে এর প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

প্রায় ৪০ লাখ মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান, প্রায় ৪০ লাখ পরিবারের জীবিকা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে এ শিল্পের সম্পর্ক। এর হাত ধরেই



দেশের বিপুলসংখ্যক নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন। বেড়েছে তাঁদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ। গত চার দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরে পোশাকশিল্প যে ভূমিকা রেখেছে, তা এককথায় অনন্য।

তাই এ শিল্পকে শুধু একটি রপ্তানি খাত নয়, বরং দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে দেখতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে শিল্প দেশের অর্থনীতিকে এত দূর এগিয়ে নিয়েছে, সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ কি আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি?

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। সেই পরিবর্তন দেশের মানুষের প্রত্যাশার জায়গা তৈরি করলেও সে সময় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে শিল্পের উৎপাদন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পোশাক খাতে একের পর এক শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলন দেখা দেয়। নতুন সরকার গঠনের পর অর্থনীতির বিভিন্ন খাত, বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতের ভঙ্গুর অবস্থার বিষয়টি সামনে আসে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি সঞ্চারিত হবে–এমন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী মহলে। সরকারও সেই প্রত্যাশা সামনে রেখে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ধরে রাখা এবং শিল্পে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের প্রচেষ্টা নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ঠিক এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পোশাকশিল্পে নতুন করে অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়া শুধু সরকারের চলমান প্রচেষ্টাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে না, বরং দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলার আশঙ্কা তৈরি করছে।

শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি অবশ্যই যৌক্তিভাবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু দাবি আদায়ের পদ্ধতি যদি এমন হয়, যা উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যাবসায়িক কার্যক্রমকে দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে, তাহলে শেষ পর্যন্ত তার ক্ষতি শ্রমিক, মালিক কিংবা কোনো একটি পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর প্রভাব পড়বে পুরো অর্থনীতিতে

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে এসব ঘটনার সম্মিলিত প্রভাব। একটি দেশের পোশাকশিল্পের সক্ষমতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ক্রেতারা শুধু পণ্যের মান, দাম কিংবা কমপ্লায়েন্স বিবেচনা করেন না। সময়মতো পণ্য সরবরাহের সক্ষমতাও তাঁদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ফাস্ট ফ্যাশনের বাজারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য উৎপাদন করে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া ব্যাবসায়িক সাফল্যের অন্যতম শর্ত। কোনো দেশে উৎপাদন কার্যক্রম বারবার ব্যাহত হলে অর্থাৎ সরবরাহের সময়সূচি অনিশ্চিত হয়ে পড়লে কিংবা ।

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

ম্যান্ডেলা নায়ক, আর ইমরান খান ‘ধর্মদ্রোহী’!

জুনায়েদ এস আহমদ

পাকিস্তানের সাবেক প্রধনমন্ত্রী ইমরান খানের কারাবন্দী থাকার ঘটনা নিয়ে ব্রিটিশ সাংবাদিক ইভন রিডলির একটি নিবন্ধ ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

গত ১৯ নভেম্বর মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটরে প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধের শিরোনাম ছিল, ‘কেন আমি আদিয়ালা কারাগারে ইমরান খানের জায়গায় নিজে বন্দী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম’।

নিবন্ধটি প্রকাশের পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে এসেছে।

প্রথমত, ইমরান খান নিজের মুক্তির জন্য আপস করতে রাজি নন বলেই তাঁর কারাবাসের জন্য তাঁকেই দায়ী করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তাঁর এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কথা বলতে অনীহা দেখাচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সালামমিডিয়া রেডিওতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইভন রিডলি প্রস্তাব করেছিলেন, ইমরান খানের জায়গায় তিনি নিজে কারাগারে যেতে রাজি আছেন। কারণ, ইমরানের জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন। তাঁর এই প্রস্তাব ছিল অসাধারণ সংহতির প্রকাশ।



কিন্তু ঘটনাটি একটি বড় প্রশ্ন সামনে এনেছে। স্বৈরাচারের কাছে মাথা নত না করাকে কখন থেকে রাজনৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হচ্ছে? আর আপস করে আত্মসমর্পণ করাকেই বা কখন থেকে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা মনে করা হচ্ছে?

পাকিস্তানের কিছু স্বঘোষিত বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ ও বিশ্লেষক ইমরান খানকে পরামর্শ দিচ্ছেন, একগুঁয়েমি বাদ দিন। মুক্তির জন্য সমঝোতা করুন। প্রয়োজনে দেশ ছেড়ে নির্বাসনে চলে যান।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কোনো বিলাসবহুল বাড়িতে অবসরজীবন কাটান। ফিল্ড মার্শাল এবং শরিফ ও জারদারি-ভুট্টো পরিবারের রাজনৈতিক অংশীদারদের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দিন।

বেশ চমৎকার একটি সমঝোতা! বন্দী মুক্তি পাবেন, আর কারারক্ষীরা পুরো দেশটিই পেয়ে যাবেন।

ইমরান খানকে শুধু কয়েকটি বিষয় ছেড়ে দিতে হবে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনী ফল মেনে নেওয়ার দাবি, জনগণের রায়কে সম্মান করার দাবি এবং পাকিস্তানের সরকার কে পরিচালনা করবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার জনগণের হাতে রাখার দাবি ছেড়ে দিতে হবে।

পাকিস্তানের স্বার্থপর বুদ্ধিজীবীদের কাছে এসব দাবিই এখন অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হচ্ছে।

পাকিস্তানে যাঁরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হয়েও ক্ষমতা দখল করে রেখেছেন, তাঁদের দেখানো হচ্ছে বিচক্ষণ আলোচক হিসেবে। আর যাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের বলা হচ্ছে একগুঁয়ে। ইমরানের কারাবাসের দায়ও দেওয়া হচ্ছে তাঁকেই। অর্থাৎ, কারাগারে রাখার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা নয়, বরং যিনি কারাগারে আছেন, তিনিই দায়ী!

এই যুক্তি মেনে নিলে যেকোনো রাজনৈতিক বন্দী তাঁর কারাবাসের জন্য নিজেই দায়ী। যারা নির্যাতনকারীদের শর্ত মানতে অস্বীকার করেন, তাঁদের দুর্ভোগের দায়ও তাঁদের নিজেদের।

কিন্তু ইতিহাস আমাদের অন্য শিক্ষা দেয়।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসক প্রেসিডেন্ট পি ডব্লিউ বোথা নেলসন ম্যান্ডেলাকে একটি শর্তে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

শর্ত ছিল, ম্যান্ডেলাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে সহিংসতা পরিত্যাগ করতে হবে। তত দিনে তিনি দুই দশকের বেশি সময় কারাগারে কাটিয়েছেন।

মুক্তির সুযোগ তাঁর সামনে ছিল। তিনি পরিবারে ফিরে যেতে পারতেন এবং কারাগারের বাইরে থেকে রাজনৈতিক কর্মকা চালাতে পারতেন। সেই সময়ের বাস্তববাদী পরামর্শকেরা নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে থাকতেন। তাঁদের যুক্তি হতো, একটি শর্তের জন্য আর কত দিন কারাগারে থাকতে হবে? কিছুটা কৌশলগত নমনীয়তা দেখিয়ে মুক্তি পাওয়া গেলে ক্ষতি কী? কিন্তু ম্যান্ডেলা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর মেয়ে জিনজি ম্যান্ডেলা বাবার বক্তব্য জনসমক্ষে তুলে ধরেন। সেখানে একটি কথা ছিল, যা ইমরান খানকে সমঝোতার পরামর্শ দেওয়া সবার পড়া উচিত। ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, ‘শুধু স্বাধীন মানুষেরাই আলোচনা করতে পারেন। বন্দীরা কোনো চুক্তিতে যেতে পারেন না।’



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



আত্মজীবনীঃ ১৯৭১ নিয়ে সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিচারণা

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি দিন বা দুটি তারিখ সোনিয়া গান্ধী ভুলতে পারেন না। একটি দিনে তিনি বায়না ধরেছিলেন 'হিরো'কে দেখবেন বলে। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবেন বলে। মনে অনেক দ্বিধা ছিল। অনেক দ্বন্দ্বও ছিল। কিন্তু সব কাটিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন নায়ক-দর্শনে। অন্য দিনটিতে তাঁর কোল আলো করে এসেছিল কন্যা প্রিয়াঙ্কা। সেই দুই দিনের ব্যবধানও ছিল মাত্র দুটি দিন।

আত্মকথা 'বিলংগিং: আ জার্নি অব লাভ'-এর বর্ণিত সেই 'হিরো', তাঁর দেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শাশুড়ি ইন্দিরা গান্ধীর সাহস ও শৌর্য এবং সেই সময়কার ঘটনাবলি সোনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর নিজের মতো করে। লিখেছেন, 'স্বস্তি ও আনন্দ যখন দেশজুড়ে বয়ে যাচ্ছে, শাশুড়িমা তখন জানালেন শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেয়েছেন। লন্ডন চলে গেছেন। কিন্তু তার চেয়েও আরও উত্তেজক ছিল যখন শুনলাম, তাঁর নতুন দেশে ফেরার আগে তিনি কিছু সময়ের জন্য দিল্লি আসবেন।'

সেই দিনটা ছিল ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। তার ঠিক দুদিন পরেই সোনিয়ার কোল আলো করে এসেছিল তাঁর কন্যা, প্রিয়াঙ্কা। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২।

অথচ বছরটা শুরু হয়েছিল দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগকে সঙ্গী করে। সেই বর্ণনায় সোনিয়া লিখেছেন, 'ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশে ঘন কালো মেঘ ছাইছিল। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে দুই কাশ্মীরি জঙ্গি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একটি ফকার এফ২৭ প্যাসেঞ্জার বিমান হাইজ্যাক করে লাহোরে নিয়ে যায়। যাত্রী ও ক্রুদের মুক্তি দিলেও জঙ্গিরা বিমানবন্দরেই উড়োজাহাজটি ধ্বংস করে দেয়। সেই জঙ্গিরা পাকিস্তানে সংবর্ধিত হয়েছিল। পাল্টা ব্যবস্থায় পাকিস্তানি উড়োজাহাজের জন্য ভারত তার আকাশপথ বন্ধ করে দেয়।'

বিমান ছিনতাইয়ের সেই ঘটনা গান্ধী পরিবারের জন্য একধরনের ঝুঁকি বয়ে এনেছিল। দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছিল। কারণটি ছিলেন ইন্দিরার বড় পুত্র ও সোনিয়ার স্বামী রাজীব। গোয়েন্দারা ইন্দিরাকে সাবধান করে বলেছিলেন, রাজীব ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের পাইলট। তাঁর ফ্লাইটও হাইজ্যাক করা হতে পারে। তাঁকে পণবন্দী করা হতে পারে। রাজীবের মুক্তির জন্য অস্বাভাবিক সব দাবি করতে পারে। উত্তেজনা ছড়াচ্ছিলই, ওই খবর গান্ধী পরিবারের আবহ আরও টান টান করে তুলল।

সোনিয়া সেই বর্ণনায় লিখেছেন, 'শাশুড়িমা যখন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করছিলেন, গোয়েন্দারা তাঁকে যা বলেছে তা শোনাচ্ছিলেন, তেমন কিছু হলে তার ফলাফল কী হতে পারে জানাচ্ছিলেন, আমার শরীর তখন শুনতে শুনতে হিম হয়ে যাচ্ছিল। বমি পাচ্ছিল। রাজীব অভয় দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আমার মন মানছিল না। মন শান্ত হয়েছিল যখন কর্তৃপক্ষ সাবধানতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাজীবকে ফ্লাইংয়ের দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।'

এর পরেই সোনিয়া শুনিয়েছেন পাকিস্তান-পর্বের কাহিনি। সেই কাহিনিতে রয়েছে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা, দেশভাগের পর যা প্রথমবার হতে চলেছে। দুই প্রান্তের দুই দেশের ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতির ভিন্নতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য–সব ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রাধান্য দুই প্রান্তের মধ্যে বিপুল দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। তার উল্লেখ করে সোনিয়া লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের ক্যারিশম্যাটিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ভোটের ফলে প্লাবন ঘটিয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই মুজিব প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার হয়ে ওঠেন। পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রতিরোধে নামে। আহত ও অপমানিত পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতার দাবি জানায়; অবহেলিত, অপমানিত, শোষিত হতে হতে যে বাসনা তাদের মনে বাসা বেঁধেছিল।'

পাকিস্তানের দুই প্রান্তের নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলাকালীন কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে কোনো আলোচনা ছাড়াই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তানে উড়িয়ে আনা হয়। মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী করা হয়। শুরু হয় বাঙালি নিধনযজ্ঞ। অবিরাম অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, অত্যাচার। ঘরবাড়ি ও চাষের খেত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। পাটের খেতে জ্বলতে থাকে আগুন, অথচ সেই পাট চাষই তখন সে দেশের অর্থনীতির মূল।

এই বর্ণনা দিয়ে সোনিয়া লিখেছেন, 'চার মাস ধরে চলে ওই অত্যাচার। পুরুষ, নারী ও শিশুদের তাড়া করে করে মারা হয়। প্রাণে বাঁচতে লাখে লাখে অসহায় মানুষ ভারতে পালিয়ে আসেন। উদ্বাস্তুদের অবিরাম স্রোত। দেখতে দেখতে এক কোটি নর-নারী পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে আশ্রয় নেন। সেই পাশবিক ঘটনাবলির খবর দিল্লিতে নিত্যদিন আসতে থাকে। ঢাকায় ছাত্র-ছাত্রী বুদ্ধিজীবীদের কী বীভৎসভাবে বেছে বেছে অত্যাচার করা হচ্ছিল, আমার উপস্থিতিতে রাজীব সেই ভয়ংকর হৃদয়বিদারক কাহিনি কাউকে শোনাত না।'

'পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচারের সেই মর্মান্তিক কাহিনির এক তথ্যচিত্র রাষ্ট্রপতি ভবনের ছোট্ট এক প্রেক্ষাগৃহে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে মাঝে মাঝে আমরা সেখানে গিয়ে সিনেমা দেখতাম। কিন্তু এবার যে তথ্যচিত্রটি দেখানো হবে সেটি এতটাই নৃশংসতায় ভরা ছিল যে রাজীব আমাকে তা দেখতে নিষেধ করে। বলে আমার শারীরিক অবস্থায় ওটা না দেখাই ভালো। সেটা শুনে আমার খারাপ লেগেছিল। আমি অসম্মানিত হয়েছিলাম। আমি তো আর কচি খুকি নই। যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার। তা ছাড়া আমি তো প্রতিদিন খবরের কাগজে সেসব পড়ছি। জানছি। কিন্তু রাজীব তা শুনল না। তার দৃঢ় যুক্তি, অত্যাচারের কাহিনি পড়া ও সিনেমায় তা দেখা দুটি অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে তা মেনে নিতে হয়।'

সেই সময় ইন্দিরা গান্ধীর মানসিকতার বর্ণনায় সোনিয়া লিখেছেন, 'শাশুড়িমায়ের মনে হচ্ছিল যেন তাঁর নিজের মানুষের ওপর অত্যাচার চলছে। তিনি নিজে যন্ত্রণাবিদ্ধ হচ্ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলো দেখে ফেরার পর তাঁকে বিচলিত ও বিপর্যস্ত লাগছিল। সেটা ছিল ভরা বর্ষার সময়। সাধারণ তাঁবুতে গাদাগাদি করে রয়েছেন মানুষজন। খাদ্য পানীয় যৎসামান্য। ওষুধ পথ্য নেই বললেই চলে। অসহায় সেই সব মানুষের দিনযাপনের বর্ণনা শোনানোর সময় তিনি কান্না ধরে রাখতে পারছিলেন না। সেটা ক্রমেই হয়ে ওঠে প্রবল চাপ। দায়িত্বের বোঝা। অথচ সাহায্য তাঁকে করতেই হবে। সক্রিয় তাঁকে হতেই হবে। যাঁরা আশ্রয়প্রার্থী, ভারত তাঁদের ফেরায় না। এটাই ভারতীয় ঐতিহ্য। পার্সি, ইহুদি বা তিব্বতি–শরণার্থীরা যে-ই হোন।

সোনিয়া লিখেছেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সেই সম্মানে যখন তাঁকে ভূষিত করা হচ্ছিল, জনাকীর্ণ অশোক হল তখন ফেটে পড়েছিল অবিরাম হাততালিতে। বাড়ি ফিরতেই রাজীব ক্যামেরা বের করে গলায় পরানো মেডেলসহ মায়ের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইস্পাতকঠিন স্নায়ু, নির্ভীক চিত্ত এবং লক্ষ্যের স্পষ্টতা ছিল তাঁর। নইলে যে পরিস্থিতির মোকাবিলা তাঁকে করতে হয়েছে, তাতে অন্য যে কেউ ভেঙে পড়ত। ওঁর জন্য আমরা গর্বিত। ভারতও।'

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে তৎকালীন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। ভারতকে সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। পশ্চিমা বিশ্বের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম। দেশে ফিরে যা তিনি দেখেছেন তা বর্ণনাও করেছিলেন। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তা ইন্দিরা গান্ধীর মন ছুঁয়ে গিয়েছিল।'

আগস্ট মাসে খবর আসে ইয়াহিয়া খান গোপনে মুজিবুর রহমানের বিচার করতে চলেছেন। তাঁর অপরাধ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। সেই বিচারের রায় যে মৃত্যুদণ্ড তা ইন্দিরা গান্ধীর জানা ছিল। সোনিয়া সে কথা জানিয়ে লিখেছেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে উনি সরাসরি কথা বললেন। কাউকে কাউকে চিঠি লিখলেন। তারপর ঠিক করলেন বিভিন্ন দেশে যাবেন। তাঁদের বোঝাবেন কী ভীষণ সমস্যায় ভারতকে পড়তে হয়েছে। কীভাবে লাখ লাখ মানুষ এই সংঘর্ষে পিষ্ট হচ্ছে।'

সেই সময় ইন্দিরার বিদেশ সফরের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন গান্ধী পরিবারের সবাই। কার সঙ্গে মিটিং করছেন, কী কথা হচ্ছে, কাগজে কী লিখছে, সব খবর রাখতেন তাঁরা। বিদেশ সফর শেষ করে ফিরে এসে পরিবারের সবাইকে ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছিলেন কীভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার খোলাখুলিভাবে ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। কীভাবে নস্যাৎ করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর দেওয়া পরিস্থিতির বর্ণনা এবং অবিলম্বে মানবিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

একদিকে ইন্দিরা গান্ধী বৈশ্বিক নেতাদের বোঝাচ্ছিলেন, পাকিস্তান কোন বিপর্যয়কর সর্বনাশের পথে এগোচ্ছে; অন্যদিকে তিনি সেনাবাহিনীকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রাখলেন, পাকিস্তান যুদ্ধে যেতে বাধ্য করতে পারে। তার পূর্ণ প্রস্তুতি রাখতে হবে। সৈন্য ও খাদ্য দুই সরবরাহ নিশ্চিত করতে চূড়ান্ত প্রস্তুত থাকতে হবে।

গোটা পরিবারই তখন টালমাটাল। সোনিয়া লিখেছেন, 'তৎপরতা বেড়ে গেছে। গভীর রাত পর্যন্ত মিটিং হতো। অবিশ্রান্ত ফোনালাপ হতো। যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দিন-রাত এক হয়ে গেছে। শাশুড়িমা ঘুম বা বিশ্রামের সময়টুকু পর্যন্ত পাচ্ছেন না। যেকোনো মুহূর্তে পাকিস্তান আক্রমণ করতে পারে। সবাই সে জন্য প্রস্তুত। আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাড়ির দরজা-জানালার কাচ ঢেকে দিতে হবে কালো কাগজে। বাড়ির বাইরের আলোগুলো নিভিয়ে দিতে হবে।

একদিন কোনো একটা কাজে তেজী আন্টির (তেজী বচ্চন) সঙ্গে কনট প্লেসে গেছি। দেখলাম রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলছে খুবই কম। শহরটা যেন অস্বাভাবিক শান্ত। লোকজন যেন শঙ্কিত। এই সময় একদিন শাশুড়িমা আমাকে ডেকে বললেন, পাকিস্তান যেকোনো সময় বোমা ফেলতে পারে। রাহুলকে নিয়ে আমি যেন রাষ্ট্রপতি ভবনে চলে যাই। ওটা অনেক নিরাপদ স্থান। শুনে আমি চিন্তিত হলাম। কিন্তু ঠিক করলাম, যতই বিপদ আসুক, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, পরিবারকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। যা হবে সবাই মিলে তার মোকাবিলা করব।'

'একদিন বাড়ির পেছনের বারান্দায় বসে রাজীবের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় সাইরেনের আওয়াজ। কোলে রাহুলকে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠেছি। রাহুল কান্না জুড়ে দিয়েছে। আমি তাকে নিয়ে অ্যামি আন্টির ঘরের দিকে ছুটে গেলাম। দেখি তাঁরাও আমার মতোই বিচলিত। ত্রস্ত। সেটা ছিল সাইরেনের পরীক্ষামূলক ব্যবহার। বোমারু বিমানের হামলা হলে যাতে আমরা সতর্ক হই তার মহড়া। অ্যামি আন্টি রাহুলের কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একসময় সাইরেনের ঘণ্টি থেমে গেল। সেদিন বুঝলাম, শাশুড়িমা কেন সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। রাজীব আমার সঙ্গে আছে। রাহুলও। আর এক শিশু আসার পথে।'

আক্রমণের শঙ্কা সত্য হয় ৩ ডিসেম্বর। পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতের বেশ কয়েকটি বিমান-ঘাঁটিতে হামলা চালাল। সেদিনকার বর্ণনা দিয়ে সোনিয়া লিখেছেন, 'শাশুড়িমা কলকাতায় ছিলেন। দিল্লি ফিরেই বিরোধী নেতাদের মিটিংয়ে ডাকলেন। পাকিস্তানি আক্রমণের কথা জানিয়ে তাঁদের বললেন, যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া গতি নেই। সেই রাতেই তিনি রেডিওতে জাতির প্রতি ভাষণ দিলেন। বিমান হানাই ছিল ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা। তিনি ভারতীয় ফৌজকে পূর্ব পাকিস্তানে ঢোকার হুকুম দিলেন। সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব সীমান্তে অপেক্ষারত ভারতীয় বাহিনী গ্রামাঞ্চল দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত ঢুকে গেল। ঘিরে ফেলল সেই শহরগুলো যেখানে পাকিস্তানি সেনারা মজুত ছিল। চারদিক দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলা হলো।'

সোনিয়া লিখেছেন, 'ভারতীয় বাহিনী যখন ঢাকার কাছাকাছি, খবর এল সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র ৩৬ ঘণ্টা। সেটা করা হয়েছিল ভারতকে মনস্তাত্ত্বিক চাপে ফেলতে, যাতে আমরা আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি হই। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভেবেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর স্নায়ু দুর্বল। তিনি ভুল বুঝেছিলেন। রামলীলা গ্রাউন্ডের জনসভায় শ্রোতাদের বিপুল উপস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছিলেন, আমরা পিছু হটব না। এক পাও আমরা পেছাব না। আমাদের সেনাদের লক্ষ্য, সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পৌঁছানোর আগেই পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করা।'

সেই দিনটা আসতে দেরি হয়নি। সোনিয়া লিখেছেন, '১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলেন। সপ্তম নৌবহর ধারেকাছে পৌঁছানোর আগেই যুদ্ধ শেষ। জয়লাভ নিশ্চিত। নতুন দেশের সরকার গঠনের পরপরই শ্রীমতী গান্ধী সেনা প্রত্যাহার করে নেন। প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি (যদিও প্রথম স্বীকৃতি দেয় ভুটান, একই দিনে তার পরেই ভারত) দেয়। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, চরম শত্রু পাকিস্তানকে পুরোপুরি কেন জয় করে নিলেন না? ইন্দিরা উত্তরে বলেছিলেন, মানুষকে জয় করায় আমরা বিশ্বাসী নই...আমাদের নীতি সব সময় একই, বন্ধুত্বের। যেখানে তা নেই সেখানে তা সৃষ্টি করা, যদি শত্রুতা হয় তা ভোঁতা করা। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে আমরা কখনো আমাদের সীমান্তের বাইরে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলিনি।'

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা, কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



ধর্মীয় পরিচয়ে নিরাপত্তাহীনতা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

সুধীর বরণ মাঝি

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। প্রিয় স্বদেশ, প্রিয় মাতৃভূমি, আমার বাংলাদেশ! যে দেশের জন্ম হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বপ্ন নিয়ে, সেই দেশেই আজ ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নাগরিকের নিরাপত্তা, অধিকার ও অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যে ভূখণ্ডে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, সেই ভূখণ্ডে আজ কোনো মানুষকে তার ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে দেশ ছাড়ার কথা ভাবতে হবে–এটি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য গভীর লজ্জা ও উদ্বেগের বিষয়।

দেশত্যাগের বিষয়টি কেবল সীমান্ত অতিক্রমের পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করা যায় না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের নিরাপত্তা, আত্মমর্যাদা, সামাজিক অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন। একজন নাগরিক যখন নিজের জন্মভূমিতে নিরাপদ বোধ করেন না, তখন তাঁর দেশত্যাগের সিদ্ধান্তের পেছনে ব্যক্তিগত অনিশ্চয়তার পাশাপাশি রাষ্ট্রের সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা কখনো শূন্য থেকে সৃষ্টি হয় না। এর পেছনে কাজ করে গুজব, রাজনৈতিক স্বার্থ, সামাজিক বিদ্বেষ, পরিকল্পিত উসকানি এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে ব্যর্থতা। কোনো গোষ্ঠী যদি মনে করে, ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে অন্যের সম্পত্তি দখল করা কিংবা প্রতিপক্ষকে হয়রানি করা সম্ভব, তাহলে সেই প্রবণতা আরও বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এ ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। একটি ভুয়া পোস্ট, সম্পাদিত ছবি কিংবা

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য মুহূর্তের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে পারে। অথচ অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করেই কাউকে অভিযুক্ত করা কিংবা তাঁর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালানো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অভিযোগের বিচার করবে আইন ও আদালত; কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে আইন তুলে নেওয়ার অধিকার নেই। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা মামলা করতে ভয় পান। তাঁদের আশঙ্কা, অভিযোগ করলে জীবন ও সম্পত্তি আরও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

ফলে অপরাধীরা উৎসাহিত হয় এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠন কিংবা সাময়িক নিরাপত্তা জোরদার করা নয়; বরং অপরাধের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় নির্বিশেষে আইনের আওতায় আনা। অপরাধীর পরিচয় যত প্রভাবশালীই হোক, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ থাকতে পারে না।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল শুধু একটি ভূখণ্ডের স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়; এটি ছিল মানুষের মর্যাদা, সাম্য, অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের হাতে হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি গভীরভাবে যুক্ত। বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিতে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অঙ্গীকার রয়েছে। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্মসহ বিভিন্ন কারণে বৈষম্য না করার নীতি এবং ৪১ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এসব অঙ্গীকার কেবল রাষ্ট্রীয় দলিলে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না; নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনেও এর বাস্তব প্রতিফলন থাকতে হবে। রাষ্ট্রধর্মের সাংবিধানিক বিধান নিয়ে রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সেই বিতর্কের কোনো অবস্থাতেই অন্য ধর্মাবলম্বীদের নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা খর্ব করা গ্রহণযোগ্য নয়। একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি তার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পরিচয়ে নয়, বরং সব নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার সক্ষমতায়।

স্বাধীনতা মানে শুধু একটি পতাকা, মানচিত্র কিংবা জাতীয় সংগীত নয়। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হলো–প্রত্যেক নাগরিক নিজের পরিচয় নিয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকতে পারবেন, স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও মতপ্রকাশ করতে পারবেন, সম্পত্তির অধিকার ভোগ করবেন এবং কোনো ভয় ছাড়াই নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে পারবেন। যে দেশে একজন মানুষ ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নিজের বাড়িতে নিরাপদ বোধ করেন না, যে দেশে কোনো পরিবার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত থাকে, যে দেশে সম্পত্তি রক্ষার জন্য নাগরিককে ক্ষমতাবান ব্যক্তির দ্বারস্থ হতে হয়, সেখানে স্বাধীনতার অর্থ ও তাৎপর্য নতুন করে ভাবতে হয়।

২০২১ সালের দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কুমিল্লায় সংঘটিত ঘটনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, তা বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য বড় আঘাত ছিল। একইভাবে নড়াইলের লোহাগড়ার সাহাপাড়ায় ২০২২ সালের জুলাই মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, মন্দির ও দোকানপাটে হামলার ঘটনাও আমাদের বিচারহীনতার সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।২০২৪ সালের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলার অভিযোগ সামনে আসে। পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৫ ও ২০২৬ সালেও এ ধরনের ঘটনার অভিযোগ ও প্রতিবেদন জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। কোনো ঘটনার প্রকৃত কারণ রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, সম্পত্তিসংক্রান্ত কিংবা সাম্প্রদায়িক–তা নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করা জরুরি। অপরাধের পরিচয় নয়, অপরাধের প্রমাণই হওয়া উচিত বিচারের ভিত্তি।

কোনো সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাত কমে যাওয়া একাই রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। তবে সেই পরিবর্তনের পেছনে যদি নির্যাতন, বৈষম্য, সম্পত্তি হারানো ও নিরাপত্তাহীনতার মতো কারণ কাজ করে, তাহলে তা অবশ্যই রাষ্ট্রের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। নাগরিকের দেশত্যাগের পেছনে যদি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার অভাব ভূমিকা রাখে, তবে সেটি শুধু ব্যক্তির ক্ষতি নয়; জাতীয় জীবন, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যেরও ক্ষতি।

এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, জমি দখল, অগ্নিসংযোগ, হামলা ও নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কোনো অপরাধী যেন দায়মুক্তি না পায়।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। অবৈধভাবে দখল করা সম্পত্তি উদ্ধার, ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা এবং ভূমিসংক্রান্ত বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে সম্পত্তি দখলের অভিযোগে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও নিরপেক্ষ তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমরা ধর্ম অবমাননার অজুহাতে সর্বশেষ দেখলাম ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। সংখ্যালঘু নির্যাতনের সর্বশেষ সংস্করণ ২৪-এর আগস্টের পর থেকে। যা এখনও চলমান। ধর্মীয় উসকানি ও গুজব প্রতিরোধে সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে জনতার বিচার নয়, বরং আইনসম্মত তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের আগেই কাউকে সামাজিকভাবে হেয় করা কিংবা কোনো সম্প্রদায়কে দায়ী করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।

শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা, বহুত্ববাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার চর্চা বাড়াতে হবে। নতুন প্রজন্মকে বোঝাতে হবে–ভিন্ন ধর্মের মানুষ শত্রু নয়; তাঁরা একই দেশের নাগরিক, একই সমাজের অংশ এবং একই রাষ্ট্রের সমান অধিকারসম্পন্ন মানুষ।

রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী স্বার্থে ধর্মীয় পরিচয়ের ব্যবহার এবং সাম্প্রদায়িক উসকানি থেকে বিরত থাকতে হবে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগ্রহ নয়; এটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে

সঙ্গে যেন কোনো জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও অধিকার অনিশ্চিত হয়ে না পড়ে, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

জাতীয় গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কোনো ঘটনা যেন রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে আড়াল না হয়, আবার যাচাইহীন তথ্যও যেন প্রচারিত না হয়। সত্য অনুসন্ধান, নিরপেক্ষ প্রতিবেদন এবং ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানোই হওয়া উচিত গণমাধ্যমের অঙ্গীকার। ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োগের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আমরা এমন বাংলাদেশ চাইনি, যেখানে মানুষ ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে আতঙ্কে থাকবে। আমরা এমন স্বাধীনতা চাইনি, যেখানে কোনো নাগরিককে নিজের জন্মভূমিতে **-বাকী অংশ ৩৪ পাতায়**

www.jonmobhumi.com



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সাহিত্য

সুফিয়া কামাল : বাংলা সাহিত্যে এক অবিনাশী আলোকশিখা

বিচিত্র কুমার

(গত সংখ্যার পর)

বর্তমান পৃথিবীতে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও রাজনৈতিক পরিচয়কে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক সময় ভিন্নমতের মানুষকে অপমান করা হয়, গুজব ছড়ানো হয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উসকে দেওয়া হয়। অথচ একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে হলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও মানবিক সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সুফিয়া কামালের অসাম্প্রদায়িক চেতনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার মানবিকতা। ধর্মীয় বা সামাজিক পরিচয়ের কারণে কাউকে ঘৃণা করা সভ্যতার পরিচয় হতে পারে না।

তাঁর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো প্রতিবাদের সাহস। প্রতিবাদ মানেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়; বরং যুক্তি, বিবেক ও নৈতিকতার ভিত্তিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। একজন শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীর প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ করেন, একজন সাংবাদিক যখন সত্য প্রকাশ করেন, একজন নাগরিক যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন তাঁরা সমাজের কল্যাণে দায়িত্ব পালন করেন। সুফিয়া কামালের জীবন আমাদের সেই দায়িত্বশীল প্রতিবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়।

সাহিত্য ও সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জীবনে বহু পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেন। ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৭৬ সালে একুশে পদক এবং ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকারের দেওয়া তমঘা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিও তিনি পেয়েছিলেন; কিন্তু ১৯৬৯ সালে বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে তা বর্জন করেন। এই ঘটনা তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিগত সম্মান বা পুরস্কারের চেয়ে তাঁর কাছে মানুষের অধিকার ও আত্মমর্যাদা ছিল বড়।আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ সামান্য স্বার্থের জন্য নিজের নীতি ও আদর্শ বিসর্জন দেয়। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের চেষ্টা করে। কেউ কেউ সম্মান বা পদমর্যাদা পাওয়ার জন্য নিজের বিবেকের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয়। সুফিয়া কামালের জীবন আমাদের এই প্রবণতার বিপরীতে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। প্রকৃত সম্মান পদক বা উপাধিতে নয়, মানুষের বিবেক, সততা ও কর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় এই মহীয়সী কবির জীবনাবসান ঘটে। তাঁর শারীরিক মৃত্যু ঘটলেও তাঁর সাহিত্য, চিন্তা, আদর্শ ও কর্মের মৃত্যু হয়নি। তিনি আজও বাংলা সাহিত্যের পাঠক, নারী অধিকারকর্মী, সাংস্কৃতিক সংগঠক এবং নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার নাম। তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা করা মানে শুধু অতীতের একজন বিখ্যাত মানুষকে স্মরণ করা নয়; বরং বর্তমান সমাজের সমস্যাগুলোকে নতুন করে উপলব্ধি করা।

আজকের দিনে আমরা যখন একজন মেয়েকে পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে দেখি, তখন সুফিয়া কামালের সংগ্রামী জীবনের কথা মনে পড়ে। যখন কোনো মানুষ ধর্ম বা পরিচয়ের কারণে অন্য মানুষের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ায়, তখন তাঁর অসাম্প্রদায়িক আদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যখন কোনো তরুণ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভয় পায়, তখন তাঁর সাহসী ভূমিকা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। যখন শিশুরা বই থেকে দূরে সরে যায়, তখন কচিকাঁচার মেলার সাংস্কৃতিক চেতনা নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

তাঁকে স্মরণ করার সবচেয়ে সুন্দর উপায় শুধু জন্মদিন বা মৃত্যুবার্ষিকীতে ফুল দেওয়া নয়। তাঁর লেখা পড়তে হবে, তাঁর চিন্তা জানতে হবে এবং তাঁর আদর্শকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। পরিবারে মেয়েশিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা, শিশুকে বই পড়তে উৎসাহিত করা, মানুষের মতামতকে সম্মান করা, অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তোলা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক অবস্থান নেওয়ার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রকাশ করা সম্ভব।

বাংলা সাহিত্যে সুফিয়া কামালের অবস্থান তাই কেবল একজন কবির অবস্থান নয়; তিনি একটি সময়ের বিবেক, একটি জাতির সাংস্কৃতিক চেতনা এবং মানবিক সমাজ গঠনের এক অনন্য প্রেরণা। তাঁর কলম যেমন মানুষের হৃদয়ে সৌন্দর্য ও ভালোবাসার অনুভূতি জাগিয়েছে, তেমনি তাঁর কর্ম মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথকে শক্তিশালী করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, একজন মানুষের জীবন শুধু নিজের জন্য নয়, অসংখ্য মানুষের কল্যাণেও উৎসর্গ করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, বেগম সুফিয়া কামাল বাংলা সাহিত্যের এক অবিনাশী আলোকশিখা। সময়ের পরিবর্তনে তাঁর জীবনকাল অতীতের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তাঁর আদর্শের প্রয়োজনীয়তা কখনো ফুরিয়ে যায়নি। যে সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, শিশুরা মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠবে, মানুষে মানুষে বিভেদ কমবে এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কণ্ঠ উচ্চারিত হবে, সেই সমাজেই তাঁর স্বপ্নের যথার্থ প্রতিফলন ঘটবে। নতুন প্রজন্ম যদি তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের চিন্তা, চরিত্র ও কর্মে মানবিকতার আলো ছড়িয়ে দিতে পারে, তাহলেই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সার্থক হবে। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি আছে; তাঁর কণ্ঠ থেমেছে, কিন্তু তাঁর আদর্শ এখনো কথা বলে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এবং বাঙালির মননে তাই সুফিয়া কামাল চিরকাল এক উজ্জ্বল, অবিনাশী আলোকশিখা হয়ে থাকবেন।

কেমন আছে অপু

সোমা মুৎসুদ্দী

কেমন আছে অপু হেমন্তের এই বিকেল বেলা
সে কী এখনো চেক শার্ট পরে?
কণ্ঠে তোলে রোমান্টিক কোনও কবিতা
আমি জানি অপু এখনো আমাকে ভালোবাসে।
এখনো আমাকে খোঁজে, অপুকে নিয়ে লেখা
প্রিয় কোনও কবিতায়।
আমি প্রজাপতি হতে পারিনি হলুদাভ কোনও বিকেলে
কিন্তু অপু আমার জন্য এখনো বিকেলের ঘাসফুল।
আমি চাই একদিন আবারো দেখা হোক অপুর সাথে
সেদিন সব অভিমান ভেঙে হারানো দিনের গানে
হাত রাখা হবে অপুর হাতে
শুধুই অপুর হাতে।

হেমন্তের মিষ্টি দিনে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

ঝুম ঝুম রুম ঝুম
পাকা ধান হাসে,
হেমন্তের গানে গানে
স্বপ্ন কত ভাসে।
ঝুম ঝাম ধুম ধাম
চাষি ধান কাটে,
ধান তুলে সুখে ঘরে
সারাদিন মাঠে।
হাসিখুশি মুখ জুড়ে
খেজুরের পিঠে,
খই ভাজা কত মজা
লাগে স্বাদ মিঠে।
হেমন্তের মিষ্টি দিনে
থাকে বেলা রাঙা,
পাকা ধানে ঘ্রাণ আহা!
সুখে মন চাঙা।
টুপটাপ ছন্দে ঝরে
শিশিরের ফোঁটা,
নাকফুল নাকে ঘাটে
হাসে রাঙা বৌটা।

হেমন্তের সকাল

স্বর্ণা তালুকদার

এলো হেমন্ত,
শিশির ভেজা ঘুমন্ত
ধানক্ষেতে সোনার ঢেউ,
মনে রং লাগালো কেউ নতুন ধানের গন্ধ,
কৃষকের মুখে হাসি, মাঠে মাঠে আনন্দ।

কুয়াশা জমে দূরে,
পিঠা-পুলির গন্ধ ভাসে গ্রামের ঘরে ঘরে।
শিউলি ঝরে ভোরবেলায়, নরম আলোয় ভেজা পথ,
হেমন্ত মানেই মায়া, হেমন্ত
নতুন চালের ভাতের গন্ধ, খেজুর রসের মিষ্টি লাগে না মন্দ
তোমার শীতল ছোঁয়ায় মনটা হারায় ।

শিশিরের কান্না

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

শিশির আমি ক্ষুদ্র অতি
ঘাসের'পরে হাসি,
প্রভাত দেখে স্বপ্ন শত
কেঁপে ওঠে ত্রাসি!

স্বপ্নভাঙার শব্দ কেহ
শোনতে পায় না কানে-
নিত্য ভেসে চলি আমি
নয়ন জলের বানে।

আকাশ কোণে সূর্যমামা
যখন উঠে হেসে-
তার-হাসিতে বিলিন বায়ে
যাই যে আমি ভেসে।

সূর্যি-মামার কোমল স্পর্শ
রোজ-ই গায়ে মাখি-
নিজেক নিজেই উদার সেজে
দিয়ে চলি ফাঁকি।

ক্ষণিক বেলার বসত আমার
বিলীন রৌদ্র মাঝে-
মরণ ব্যথা হয় না প্রকট
থাকে হৃদয়-ভাঁজে।



হেমন্তে

বিভাস গুহ

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শেষে
আসে যেই হেমন্ত
পাকা ধানের গন্ধে পাগল-
পারা হয় এ মন তো।

কৃষকের বুক যায় ভরে যায়
সোনার ফসল দেখে
রঙিন রঙিন স্বপ্ন হাজার
মনেতে যায় এঁকে।

ভোরেরবেলা শিশির ঝরে
সবুজ দুর্বাঘাসে
শিশির তো নয় মুক্তা যেন
মিটিমিটি হাসে।

নতুন চালের পিঠাপুলির
মৌ মৌ করা ঘ্রাণে
আনন্দ সুর বেজে ওঠে
সবার মনে প্রাণে।

একাকীত্বের দর্শন

রফিকুল ইসলাম

হেমন্ত এসে যেমন একাকী ঝরে যায় পাতা,
বাতাসে লুকানো থাকে তার না-বলা সব কথা।
বৃক্ষ তো কাঁদে না তার পাতা চ্যুত গৌরবে,
সে জানে, যা গেছে তা আর ফিরবে না ভবে।মেঘেরা আকাশে আসে, একলাই কেঁদে যায়,
তৃষ্ণার্ত চাতক শুধু চেয়ে থাকে শূন্যতায়।
নদী খোঁজে সাগরের বুক, বিরহের টানে ছুটে,
অথচ মোহনায় গিয়ে নিজের অস্তিত্বই টুটে।
রাতের আকাশ যেন এক বিরাট একাকী মন,
নক্ষত্র জ্বলে যেখানে নিয়ে সুদূর নির্বাসন।
জগৎ জুড়েই কেবল আলোর পেছনে ছায়া।
আকাশের ওই নীলেও তো এক মস্ত বড় মায়া,
আমরাও ঝরা পাতা, আমরাও মেঘের মতন,
অদৃশ্য এক বিরহে কেটে যায় জীবন চিরন্তন।মিলনের মাঝেও লুকিয়ে থাকে নিসঙ্গ একা,
প্রকৃতির আয়নাতেই মেলে সেই দর্শনের দেখা।

বজ্রনাদ

জাহাঙ্গীর চৌধুরী

কর্ণকুহরে বাজে ভাঙনের বজ্রনাদ,
গড়নের ধ্বনি শুনি শিশিরের মতন।
জলে ভাঙে অবিরাম পদ্মা মেঘনা যমুনা,
উদ্বাস্তু পায়না ঠিকানা।
স্থলে ভাঙে জীবন-জীবিকার কারখানা,
বাস্তবতা নিয়ে ভাবে না।
পরকীয়ায় সংসার ভাঙে মনের আবেগে,
মাতৃত্বের হায়া মায়ার মূলসূত্র সংকোচিত।
চারিদিকে অমানবিক হাতাহাতি মাতামাতি,
বিশ্বব্যাপী আগ্নেয়াস্ত্রে ধ্বংসের রাজত্বি।
গড়নে বিদ্যমান থাকে পুকুর চুরির ফাঁকি,
কেউ বন্ধ রাখে আঁখি কেউ করে হাঁকাহাঁকি।
সর্বত্র নিয়ম ভাঙার কালো হাত,
শপথ ভেঙে বাড়িয়ে দেয় বামহাত।
মানবসমাজে বঞ্চিত মানব ক্রন্দে বেদনায়,
নিরখিয়া হাঁটছি সবাই অনন্তের ঠিকানায়।

হেমন্তের সোনালি গান

তৌসিফ রেজা আশরাফী

সোনার ধানে রোদের হাসি,
হেমন্তের মধুর বাঁশি।
শিশির ঝরে ঘাসের বুকে,
স্নিগ্ধ সকাল নদীর মুখে।
নবান্নের সুবাস মেখে,
গ্রাম জেগেছে আলো দেখে।
কৃষক ফেরে স্বপ্ন নিয়ে
সোনার ফসল বুকে দিয়ে।
কুয়াশা নামে মাঠের পরে
পাখিরা যায় নীড়ের ঘরে।
দিনের শেষে সন্ধ্যা নামে
হেমন্ত গান হৃদয় থামে।

আকড়ে ধরে আছে

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

মনের ভেতর জমে আছে
কতো না বলা কথা
মন পাখিটি উড়ে গেছে
দিয়ে বুকে ব্যথা।

ধুলো পড়ে আছে দর্পণ
অনেক বছর ধরে
মাটির ঘরের দেয়াল খানা
ভেঙে ভেঙে পরে।

ঝড় বাতাসের ধাক্কা লাগে
ছনের ছোট্ট ঘরে
ছিদ্র দিয়ে পানি পড়ে
টুপুর টপুর করে।

তাল পাতার বাঁশীর সুর
ভুলি কেমন করে
অতীতের ওই স্মৃতিগুলো
আকড়ে ধরে আছে ।

বয়সের ভারে নুঁয়ে গেছে
বটগাছের ওই ডাল
গাছে গাছে ঝুলে আছে
পানির খাদ্য তাল।

সুখের প্রতীক্ষায়!

রকিবুল ইসলাম

যেদিন প্রথম তোমাকে দর্শন করেছিলাম,
ঠিক সেদিনই তোমার একটি চিত্র
মোর হিয়ার মাঝে অঙ্কন করে নিয়েছিলাম;
যাতে হারিয়ে গেলেও
তোমাকে মম হৃদমাঝারে খুঁজে পাই।
তোমার চপল চলা,
অস্ফুট স্বরে বলা কথা,
এলো চুল, ডাগর নেত্রের সুতীক্ষ্ণ চাহনি,
দুষ্টু-মিষ্টি হাসি–
সবই এখন আমার নিকট
অলীক স্বপ্ন, দূর কল্পনা বলে মনে হয়,
যা দেখতেও এখন ভয় হয়।
কারণ, সম্বিত ফিরলেই আবার
সেই পুরাতন আমি,
যার পথচলা এই স্বার্থপর নশ্বর ধরিত্রীর
দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে।
তোমাকে ভালোবেসে
আমি একবার নয়, বারবার মরতে চাই;
যেন কবরে শয়নরত অবস্থায়ও
তোমার সুললিত কণ্ঠ,
সুমধুর হাসি,
নূপুরের ঝংকার শুনতে পাই।
আজ আমি একা, বড় একা,

দৃষ্টি আকর্ষণ!
কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে ।
আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ
www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

রুদ্রাক্ষ কী? ধারণ করলে কী সুফল মেলে?

স্বামী হরিময়ানন্দ

শিবের অশ্রু থেকে রুদ্রাক্ষের জন্ম। রুদ্রাক্ষ কোনও অলৌকিক বস্তু নয়, আবার নিছক অলংকারও নয়। এটি ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরায় শিব-তত্ত্বের গভীর প্রতীক। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে রুদ্রাক্ষ ধারণের ২০ মিনিটের মধ্যেই মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গের বৃদ্ধি হয়। যার ফলে মন শান্ত হয়ে যায়। দূর হয় নানান মানসিক ও শারীরিক সমস্যা। রুদ্রাক্ষের উপর সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গবেষণা হয়েছে। এর মধ্যে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চের পরীক্ষার ফলাফলেও রয়েছে চমকপ্রদ তথ্য! শারীরিক ও মানসিক সমস্যা অনুযায়ী কী ধরনের রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে হয়?

পুরাণ, ইতিহাস ও বিজ্ঞান



মানব সভ্যতার দীর্ঘ যাত্রাপথে এমন কিছু কিছু বস্তু রয়েছে, যা কেবল উপকরণ নয়, একটি ইতিহাস, এক একটি তত্ত্ব, এক একটি অনন্ত অন্বেষা। রুদ্রাক্ষ সেই ধরনের এক বিস্ময়– যার জন্ম যেন শিবের নীল নিঃশ্বাসে, বৃদ্ধি যেন তপস্যার প্রাচীন আগুনে, আর অন্তরের শক্তি যেন যুগ-যুগান্তরের সাধনার স্বরলিপি। একটি বীজের মধ্যে যেন লুকিয়ে রয়েছে সমগ্র ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার গোপন স্পন্দন।

ভারত পবিত্রভূমি, দেবভূমি। এদেশের যেকোনও প্রান্তে গেলেই শিব মন্দির চোখে পড়বে। সে বড় ছোট যাইহোক না কেন। আর ভোলানাথ শিবের নাম মনে উঠলেই যে রূপ চোখের সামনে ভাসে তা হল জটাধারী, বাঘের ছাল, কোমরে সাপ জড়ানো। গলায় ও বাহুতে জড়ানো রুদ্রাক্ষের মালা। সঙ্গে মা পার্বতী নানা অলংকারে ভূষিতা। শ্রদ্ধাবান ভক্তদের মনে তাই প্রশ্ন ওঠে দেবাদিদেব মহাদেব সব কিছু বাদ দিয়ে কেন রুদ্রাক্ষকে এত পছন্দ করেন? শুধু মহাদেবের ভক্ত নয়, যারা শক্তির উপাসক, যারা গণপতির উপাসক তাদেরও রুদ্রাক্ষের প্রতি এত আকর্ষণের কারণ কী? কী এমন মহিমা রুদ্রাক্ষের? একটু ইতিহাস জানতে ইচ্ছা করে বইকি!

মানুষের আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক যত প্রাচীন, ততই প্রাচীন রুদ্রাক্ষের ইতিহাস। এই বীজটি যেন বৃক্ষের মধ্যে শিবের নিঃশব্দ তপস্যার এক অনন্ত প্রতিধ্বনি– একটি অশ্রুবিন্দু, যা পরিণত হয়েছে বিশ্বাস, সাধনা ও শক্তির প্রতীকে। 'রুদ্রাক্ষ' শব্দটি নিজেই মিশ্রিত দুই অনন্ত তত্ত্বের সংযোগ–'রুদ্র' অর্থাৎ শিব, এবং 'অক্ষ' অর্থাৎ অশ্রু। এটি শুধু ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক প্রতীক নয়, এক রহস্যময় প্রতীক যা বিজ্ঞান, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, পুরাণ, সাহিত্যকে মিলেমিশে একাকার করে দিয়েছে। ভারতীয় দর্শনে এটি এক চেতনার প্রতীক। যুগে যুগে এটি বিবর্তিত হয়েছে কখনও এর আধ্যাত্মিক গুণের জন্য, কখনও বা নান্দনিক প্রয়োগে।

পুরাণ বলে, যখন রুদ্র দীর্ঘ তপস্যার পর জগতের কল্যাণের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন, সেই অশ্রুবিন্দু ভূমিতে পড়ে অঙ্কুরিত হয় রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ-রূপে। 'দেবী ভাগবতে' বলা হয়েছে মহাদেব একবার ত্রিপুরাসুরকে বধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কারণ, তার উৎপাতে দেবতা, মানুষ সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাকে বধ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কিন্তু কে বধ করবে এই ভয়ানক অসুরকে। বহু হাজার বছর কেটে গেল, মহাদেব ধ্যান মগ্ন থাকলেন। যখন ধ্যান ভাঙল তিনি চোখ মেলে তাকালেন। চোখের জল পড়ল মাটিতে। সেই অশ্রুবিন্দু থেকে জন্ম নিল একটি গাছ। যার ফল গোলাকার, শক্ত ও খাঁজযুক্ত। দেবতারা জানতে চাইলেন কী বিশেষত্ব রয়েছে এই গাছের? রুদ্রাক্ষ কেবল একটি বীজ নয়; এটি তপস্যার ফল, সহানুভূতির প্রতীক এবং মহাজাগতিক চেতনার জীবন্ত দ্যোতক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে রুদ্রাক্ষ ধারণ করা মানে কেবল অলংকার পরিধান নয়– এটি এক আধ্যাত্মিক দায়বদ্ধতা, এক আত্ম-স্মরণ। হিমালয়ের নির্জন গুহা থেকে শুরু করে শহরের সাধনা-গৃহ পর্যন্ত, রুদ্রাক্ষ যেন এক সেতুবন্ধন– মানুষকে তার অন্তরাত্মার দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার এক নীরব আহ্বান।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা চেষ্টা করব রুদ্রাক্ষ নিয়ে এর বিভিন্ন দিকগুলি একে একে তুলে ধরতে। এর প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি– ১) রুদ্রাক্ষ সম্পর্কে প্রাচীন শাস্ত্রীয় ভিত্তি স্পষ্ট করা, ২) আধুনিক বিজ্ঞান ও গবেষণার আলোকে এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা এবং ৩) আধ্যাত্মিক অনুশীলনে এর ব্যবহারকে সুসংহতভাবে উপস্থাপন করা।

বৈদিক যুগে রুদ্রাক্ষ

বৈদিক যুগে রুদ্র ছিলেন এক ভয়ঙ্কর অথচ কল্যাণময় দেবতা– বজ্র, ঝড়, অগ্নি ও চিকিৎসার দেবতা। অথর্ববেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে 'ভৈষজ্যপতি'– অর্থাৎ চিকিৎসার অধিপতি। সে সময় ঋষিরা তপস্যার জন্য নানা প্রাকৃতিক দ্রব্য ব্যবহার করতেন। ঋষিরা এই ফলকে পবিত্র গণনা বা ধ্যানমালা হিসাবে ব্যবহার করতেন। পরবর্তী সময়ে এর থেকে জপমালা বা জপ-বীজ এর ধারণার সৃষ্টি হয়। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতাতে বলা হয়েছে– তপস্বীরা রুদ্রের আশীর্বাদ লাভের জন্য তাঁর নাম জপ করতেন। আর সেই জপে প্রাকৃতিক ফল বা বীজ ব্যবহার করতেন। সেটিই রুদ্রাক্ষ। অথর্ব বেদে বীজ ও ফলের মাধ্যমে রোগ নিবারণের নির্দেশ রয়েছে। রুদ্রাক্ষের বীজ সেই ঐতিহ্যের অংশ বলে মনে করা হয়। এই সময় থেকে পরের উপনিষদ যেমন রুদ্রাক্ষ জাবাল উপনিষদে যে সব কথা বলা হয়েছে তার শিকড় বৈদিক বিশ্বাসে নিহিত। যেমন বলা হয়েছে– 'রুদ্রাক্ষং তু বহুধা ধৃত্বা রুদ্রভক্তো ভবেৎ সদা।' – যিনি রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি সর্বদা রুদ্রের ভক্ত হিসাবে পরিচিত হন।

বৈদিক যুগে যজ্ঞের সময় রুদ্রাক্ষের মালা ব্যবহার করা হতো। বৌদ্ধ জৈন পরম্পরাতেও রুদ্রাক্ষের ব্যবহার করা হয়। শিব-তত্ত্বের মূল কথা হল সংযম, ধ্যান ও নীরবতা।

(চলবে)

ডাঃ ইফতেখার চৌধূরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল, কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন





জ্ঞানের বাতিঘর বাগদাদের বায়তুল হিকমাহ

সৈয়দ এ. এফ. এম. মঞ্জুর-এ-খোদা

আরবি 'বায়তুল হিকমাহ'-এর আভিধানিক অর্থ হলো 'জ্ঞানগৃহ' বা 'প্রজ্ঞার আবাস'। বিশ্বজুড়ে এটি ইংরেজিতে 'ঐড়ঁংব ড়ভ ডরংফড়স' নামে পরিচিত। আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার যে বিখ্যাত কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছিল, তাকেই বায়তুল হিকমাহ বলা হয়। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে বাগদাদের এ জ্ঞানপীঠটিই আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সভ্যতার ইতিহাসে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা এ প্রতিষ্ঠানের সূচনা ও ধাপে ধাপে বিকশিত হওয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরছি-

খলিফা আল মনসুরের শাসনামল

আবু জাফর আল-মনসুর তথা খলিফা আল মনসুর (শাসনকাল : ৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) ছিলেন আব্বাসীয় খিলাফতের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি শুধু বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তার ছিল অগাধ কৌতূহল। পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের গ্রন্থাগারের আদলে তিনি তার রাজপ্রাসাদে একটি বিশাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের



বিভিন্ন শাখার অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে ওই গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করেন। তার সময়েই ফারসি গ্রন্থগুলো আরবিতে অনুবাদের কাজ শুরু হয়। তবে তখনো রাজপ্রাসাদে অবস্থিত গ্রন্থাগারটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না, বরং তা খলিফার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার হিসাবেই বিবেচিত হতো।

খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামল

খলিফা আল মনসুরের পৌত্র খলিফা হারুনুর রশিদ (শাসনকাল : ৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) রাজদরবারের গ্রন্থাগারটিকে আরও সমৃদ্ধ করেন। তার সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গ্রন্থগুলো অনুবাদের কাজ আরও গতিশীলতা লাভ করে। ওই সময় তার গ্রন্থাগারটিকে বলা হতো খিজানাত কুতুব আল হিকমাহ অর্থাৎ প্রজ্ঞার গ্রন্থগুলোর ভান্ডার।

খলিফা আল মামুনের শাসনামল-বায়তুল হিকমাহর স্বর্ণযুগ

খলিফা হারুনুর রশিদের সুযোগ্য পুত্র খলিফা আল মামুন (শাসনকাল : ৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুর্লভ গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে সেগুলো বাগদাদের শাহি প্রাসাদের গ্রন্থাগারে সংযোজন করেন। এমনকি তিনি তৎকালীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিসিলির (বর্তমান ইতালি) লাইব্রেরি থেকে ৪০০ উট বোঝাই দুর্লভ গ্রন্থ বাগদাদে নিয়ে এসেছিলেন। এ ছাড়া তিনি পারস্য, গ্রিস, চীন, ভারত ইত্যাদি নানা অঞ্চল থেকে বহু অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। এভাবে রাজদরবারের গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ওই গ্রন্থগুলো বিদেশি ভাষায় রচিত হওয়ায় আরবি ভাষাভাষীদের পক্ষে তা থেকে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব ছিল না। তাই খলিফা আল মামুন এ গ্রন্থগুলো আরবিতে অনুবাদ করার জন্য এক অভূতপূর্ব উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন-

'কোনো লেখক যদি একটি বিদেশি বই শুদ্ধভাবে আরবিতে অনুবাদ করতে পারেন, তবে সেই বইটির ওজনের সমপরিমাণ খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা তাকে পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে'।

খলিফার এরূপ ঘোষণা শুনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞানী-গুণিজন বাগদাদের বায়তুল হিকমাহতে ছুটে আসতে থাকেন। সে সময় খলিফা আল মামুন রাজপ্রাসাদের গ্রন্থাগারটির আয়তন বৃদ্ধি করে, এ প্রথমবারের মতো একে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং এর নামকরণ করেন 'বায়তুল হিকমাহ' তথা জ্ঞানগৃহ। খলিফার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ বায়তুল হিকমাহতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। তখন সেখানে গ্রিক পণ্ডিত এরিস্টটল, প্লেটো, সক্রেটিস, পিথাগোরাস থেকে শুরু করে ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্টের অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলোও অনুবাদ করা হয়। সে সময় বায়তুল হিকমাহর চার দেওয়ালের ভেতর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের এক অভূতপূর্ব মিলনমেলা বসেছিল। আর এ প্রাঙ্গণেই গণিত শাস্ত্রের জনক আল-খোয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) তার কলমের ছোঁয়ায় জন্ম দিয়েছিলেন বীজগণিতের (অষমবনৎধ), যা ছাড়া আজকের আধুনিক বিজ্ঞান কল্পনা করা অসম্ভব। যন্ত্রকৌশলের বিস্ময় নিয়ে **বাকী ২৯ পাতায়**



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঢাকা কড়চা



ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ, আলোচনার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

ঢাকা,: ১২ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অথচ চুক্তি নবায়ন কিংবা নতুন চুক্তি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে এখনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে নতুন চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ বা পানিপ্রবাহের নিশ্চয়তামূলক ধারা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ।

চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে তিন সপ্তাহেরও কম সময় বাকি থাকলেও ভারতের পক্ষ থেকে আলোচনার কোনো সময়সূচি জানানো হয়নি। অন্যদিকে নতুন চুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে আলোচনার অপেক্ষায় রয়েছে বাংলাদেশ।

গত রবিবার ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) যৌথ কমিটির ৯১তম নিয়মিত বৈঠকে ২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও পানিপ্রবাহের তথ্য পর্যালোচনা করে তৈরি প্রতিবেদনটি নির্ধারিত সময়ে দুই দেশের সরকারের কাছে পাঠানো হবে। তবে নতুন চুক্তি বা নবায়নের বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়নি। কারণ, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার দুই দেশের সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের।

যৌথ নদী কমিশনের সদস্য এবং বাংলাদেশের পক্ষে যৌথ কমিটির প্রধান ড. মো. আনোয়ার কাদির বলেন, গঙ্গা চুক্তি দুই দেশের অভিন্ন নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে নিয়মিত তথ্য বিনিময়, পানিপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও যৌথ পর্যালোচনা জরুরি।

বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে, শুধু বিদ্যমান চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নয়, বরং জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে নতুন বা সংশোধিত চুক্তি করা। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গায় পানিপ্রবাহ কমে গেলেও বাংলাদেশ যাতে নির্ধারিত পরিমাণ পানি পায়, সে নিশ্চয়তা চায় সরকার।

পানিসম্পদমন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে নতুন চুক্তিতে ১৯৭৭ সালের পানি বণ্টন চুক্তির মতো গ্যারান্টি ক্লজ ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশের অগ্রাধিকার।

ভারতের সঙ্গে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে দ্রুত আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরুর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

১৯৭৭ সালের চুক্তিতে শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কায় পানিপ্রবাহ কমে গেলে যেকোনো ১০ দিনের মেয়াদে বাংলাদেশকে নির্ধারিত হিস্যার অন্তত ৮০ শতাংশ পানি দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে এ ধরনের নিশ্চয়তামূলক ধারা রাখা হয়নি। নতুন চুক্তিতে এ ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে চায় বাংলাদেশ।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিবছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানিপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হয়। জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ফারাক্কার পানিপ্রবাহের ভিত্তিতে প্রতি ১০ দিন অন্তর দুই দেশের মধ্যে পানি বণ্টন করা হয়।

চুক্তির হিসাব অনুযায়ী, ফারাক্কায় পানিপ্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেক বা তার কম হলে দুই দেশ সমান ভাগে পানি পায়। প্রবাহ ৭০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার কিউসেকের মধ্যে থাকলে বাংলাদেশ পায় ৩৫ হাজার কিউসেক। আর প্রবাহ ৭৫ হাজার কিউসেক বা তার বেশি হলে ভারত পায় ৪০ হাজার কিউসেক এবং অবশিষ্ট পানি পায় বাংলাদেশ। এ ছাড়া ১১ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত তিনটি পালাক্রমিক ১০ দিনের মেয়াদে উভয় দেশ ৩৫ হাজার কিউসেক করে পানি পাওয়ার বিধান রয়েছে।

চুক্তির দ্বাদশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, স্বাক্ষরের পর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত এটি কার্যকর থাকবে। দুই দেশের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নবায়নের সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ, চুক্তির মেয়াদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়বে না।

নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য উচ্চপর্যায়ের একটি কারিগরি কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পন-াবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এতে পানিসম্পদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধি এবং নদী বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন।

বাংলাদেশ গত জুনে ভারতকে আনুষ্ঠানিক আলোচনার প্রস্তাব দেয়। আগস্টে ভারতের পক্ষ থেকেও একটি কারিগরি কমিটি গঠনের অনুরোধ জানানো হয়। সর্বশেষ ১৭ নভেম্বর পানিসম্পদমন্ত্রী ভারতের পানিসম্পদমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে দ্রুত আলোচনা শুরুর আহ্বান জানান। তবে এখনো নির্দিষ্ট কোনো সময়সূচি পাওয়া যায়নি।

অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, গঙ্গার পানি বণ্টন শুধু পানিসম্পদের বিষয় নয়; এর সঙ্গে কৃষি, খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশ ও অর্থনীতি জড়িত। শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত এবং দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়–এমন চুক্তি চায় সরকার।

নতুন চুক্তির আলোচনায় ভারতের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক স্বার্থও প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের পানির চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের কাছে ভাগীরথী-হুগলি নদীতে পানিপ্রবাহ বজায় রাখা, নৌচলাচল ও বন্দর সচল রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে বিহার পানীয় জল ও শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিশ্চিত করতে আগ্রহী।

চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন সমঝোতা না হলে আগামী শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের পানিপ্রবাহ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হতে পারে। গঙ্গার পানির ওপর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, সেচ, মৎস্য, নৌপরিবহন ও পরিবেশগত ভারসাম্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। পানিপ্রবাহ কমে গেলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এবং নদীর নাব্যতা সংকটের আশঙ্কা রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পানিসম্পদ বিভাগের অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান বলেন, গঙ্গা চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা। শুধু পানি ভাগাভাগির সূত্র থাকলেই হবে না, নদীতে পানির প্রবাহ কমে গেলে বাংলাদেশ কতটুকু পানি পাবে, সেটিও স্পষ্ট থাকতে হবে। গ্যারান্টি ক্লজ না থাকলে পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা কঠিন হতে পারে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদী রয়েছে ৫৪টি। এর মধ্যে গঙ্গাই একমাত্র নদী, যার পানি বণ্টনে দুই দেশের মধ্যে কার্যকর চুক্তি রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা চললেও সেটি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

ফলে গঙ্গা চুক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে আগামী কয়েক সপ্তাহ বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নতুন চুক্তিতে পানির হিস্যার পাশাপাশি প্রবাহের নিশ্চয়তা, তথ্য বিনিময়, শুষ্ক মৌসুমের সংকট মোকাবিলা এবং বর্ষায় অতিরিক্ত পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করাই এখন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ।

শেখ হাসিনা এখন ভারতের কোথায় আছেন?

ঢাকা,ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ভারতে অবস্থান করছেন। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ বাংলাদেশের বিজয় দিবসে তিনি দেশে ফিরতে চান। এজন্য তিনি রাষ্ট্রীয় বিমান চেয়েছেন। তার দেশে ফেরার ঘোষণায় দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে তার দলের কর্মীরা ।গোপালগঞ্জসহ দেশের বহু স্থানে ভাঙচুর, হামলা চালায় তারা। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে ফেরত দিতে ভারত সরকারকে বলে আসছে ঢাকা। তবে সেই আহ্বান কার্যত ঝুলিয়ে রেখেছে নয়াদিল্লি।

শেখ হাসিনা দেশে ফেরার ঘোষণা দেওয়ার পর সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েছে তার দল কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে বেশ জটিলতাও রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের রায় মাথায় নিয়ে তিনি দেশে ফিরবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটে। এরপর তিনি পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এরপর থেকে তিনি সেখানেই অবস্থান করছেন। তার বর্তমান অবস্থান নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন ভারতের গণমাধ্যম এনডিটিভি।

সেখানে বলা হয়েছে–ধারণা করা হচ্ছে, শেখ হাসিনার দিল্লির একটি নিরাপত্তাবেষ্টিত বাসভবনে রয়েছেন। তবে তার সুনির্দিষ্ট অবস্থান প্রকাশ করা হয়নি।

গণঅভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি উড়োজাহাজে উত্তর প্রদেশের হিনডন বিমানঘাঁটিতে পৌঁছান শেখ হাসিনা।

ওই বছরের অক্টোবরে এ বিষয়ে অবগত ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানায়, তিনি দিল্লির লুটিয়েন্স বাংলো জোনে সরকারের দেওয়া একটি বাংলোতে অবস্থান করছেন। নয়াদিল্লির এই এলাকাটি উচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত। সেখানে জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসবাস করেন।

শেখ হাসিনার নিরাপত্তায়ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে নিরাপত্তাব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। কয়েকটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, তার জন্য সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে এবং সাদা পোশাকে নিরাপত্তাকর্মীরা তার বাসভবনে নজরদারি করেন।

ভারতে অবস্থানকালে সাক্ষাৎকার ও বিবৃতি দিয়ে তিনি বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোর মধ্যে এনডিটিভি প্রথম দিকেই শেখ হাসিনার একটি একান্ত সাক্ষাৎকার নেয়। চলতি বছরের জুনে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এ বছরই বাংলাদেশে ফিরবেন। এ সময় তিনি দাবি করেন, আওয়ামী লীগ শুধু একটি সংগঠন নয়, বরং একটি শক্তি।এর কয়েক মাস পর, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে এনডিটিভিকে দেওয়া আরেকটি সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। ফোনে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি।

এ ছাড়া ২০২৬ সালের আগস্টে নয়াদিল্লিতে সাউথ এশিয়ার ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অডিও লিংকের মাধ্যমে বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা। ওই অনুষ্ঠানে তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ও ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

বিকেল ৫টার পর ভিক্ষা করলেই জরিমানার ঘোষণা ফকির সমিতির সভাপতির

ঢাকা,ময়মনসিংহের ফুলপুর বাজারে ভিক্ষাবৃত্তির সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ব্যতিক্রমী ঘোষণা দিয়েছেন স্থানীয় 'ফকির কমিটির' সভাপতি। তার ঘোষণা অনুযায়ী, বিকেল ৫টার পর ফুলপুর বাজার এলাকায় কেউ ভিক্ষা করতে পারবেন না এবং এই নির্দেশনা অমান্য করলে জরিমানা ও কারাদণ্ডের মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখে পড়তে হবে বলে মাইকিংয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, হুইলচেয়ারে বসে হাতে মাইক নিয়ে বাজারের মানুষের উদ্দেশে ঘোষণা দিচ্ছেন এক ব্যক্তি। তিনি নিজেকে স্থানীয় ফকির কমিটির সভাপতি হিসেবে পরিচয় দিয়ে জানান, কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিকেল ৫টার পর ফুলপুর বাজার এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করা যাবে না। ঘোষণায় নির্ধারিত সময়ের পর কেউ ভিক্ষা করলে তার বিরুদ্ধে জরিমানা ও কারাদণ্ডের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি কেউ ভিক্ষা করলে ১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানার ঘোষণাও দেন তিনি।

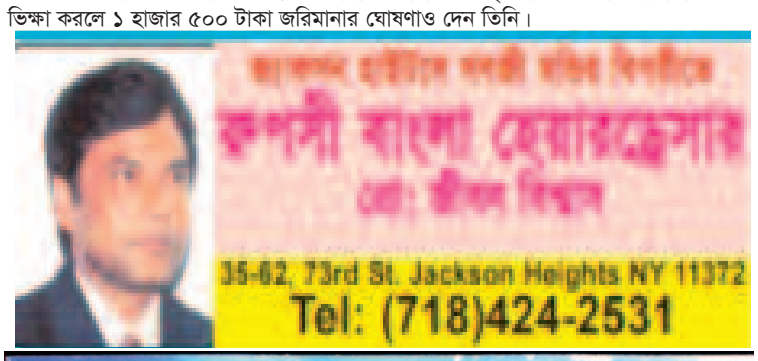



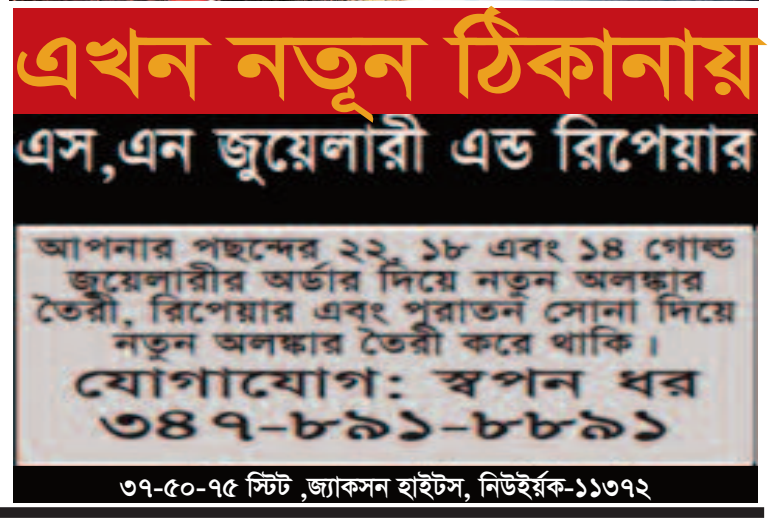



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা



বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের জমি-বাড়ি দেবে পশ্চিমবঙ্গ, নতুন প্রকল্পের ঘোষণা

কোলকাতা ডেস্কঃ বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা হিন্দু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে জমি ও পাকা বাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের আদলে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে আগামী রাজ্য বাজেটে নতুন প্রকল্প চালুর কথা জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি শরণার্থীদের নাগরিকত্ব, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) অনুযায়ী সনদ এবং সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন।

সম্প্রতি একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বাংলাদেশে সমস্যার মুখে পড়ে যারা ভারতে আসছেন, তাদের পাশে দাঁড়াবে রাজ্য সরকার। তাদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি নাগরিকত্ব ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, শরণার্থীদের জন্য জমি বরাদ্দের পাশাপাশি পাকা বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থাও করা হবে। এ লক্ষ্যে আগামী রাজ্য বাজেটে বিশেষ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে জমি ও বাড়ি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও একই ধরনের কর্মসূচি চালুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এদিকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা ও প্রতিবাদ কর্মসূচি জোরালো হচ্ছে। মঙ্গলবার কলকাতা ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় এ নিয়ে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সল্টলেকের করুণাময়ীতে হিন্দু সনাতন ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতেও বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সংহতি জানানো হয়। সেখানে বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগের প্রতিবাদে দলীয় নেতাকর্মীদের রাজপথে নামার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান নিয়েও শুরু হয়েছে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য। রাজ্য বিজেপির অভিযোগ, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা ও হত্যার ঘটনায় বামপন্থীরা যথেষ্ট সরব নন। অথচ গাজা, ফিলিস্তিন কিংবা পাকিস্তানের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে তারা প্রতিবাদ করেন।

তবে সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় দেশটির সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বক্তব্য, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মৌলিক মানবাধিকারের অংশ। বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলার অভিযোগও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়টিও আলোচনায় রয়েছে। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে আলোচনার কথা আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চিন্তাভাবনা করবে। তবে সময়সীমা বাড়াতে হলে বিদ্যমান আইনে সংশোধন আনতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে দীর্ঘ আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া।



গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করছে মোদি সরকার

কোলকাতা ডেস্কঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করে ফেলছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।

সোমবার (২৩ নভেম্বর) প্রকাশিত '"সো হোয়াট'স দিস ডেমোক্রেসি উই আর টকিং অ্যাবাউট?": মোদি'স অথরিটেরিয়ান প্লেবুক ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক ৯৫ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি এ তথ্য তুলে ধরে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি দমন-পীড়ন, দুর্নীতি এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের গভীর ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে ভারতের নাগরিকেরা ক্রমেই রাজপথে নেমে আসছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন সরকার সংসদীয় রীতিনীতিকে অবমূল্যায়ন করছে, রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন করছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন, দুর্নীতিবিরোধী ন্যায়পাল এবং মানবাধিকার কমিশনের মতো সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোকে দুর্বল করার পাশাপাশি বিচার বিভাগেও হস্তক্ষেপ করছে সরকার।

২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪০ জনেরও বেশি আইনজীবী, সাংবাদিক, অধিকারকর্মী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, বর্তমান ও সাবেক বিচারক এবং সাবেক সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

প্রতিবেদন প্রকাশের পর এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ইলেইন পিয়ারসন বলেন, 'গত এক দশকে মোদি সরকার ভারতের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেতর থেকে ফাঁপা করে দিয়েছে, যেগুলো নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা এবং নাগরিক স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার আইনের শাসন ক্ষুণ্ন করেছে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদকে উৎসাহিত করেছে; এর মাধ্যমে মানবাধিকারের সুরক্ষা সংকুচিত করা হয়েছে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার খর্ব করা হয়েছে এবং ভারতের কর্তৃত্ববাদী পতনকে আরও গভীর করা হয়েছে।'

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে মোদি প্রশাসন প্রায়ই সংসদীয় তদারকি ব্যবস্থা উপেক্ষা করেছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সরকার এমন একটি আইন পাস করে, যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করা হয় এবং দায়িত্ব পালনকালে নেওয়া পদক্ষেপ, সিদ্ধান্ত বা বক্তব্যের জন্য তাঁদের ব্যাপক আইনি দায়মুক্তি দেওয়া হয়। সংসদের উভয় কক্ষ থেকে পুরো অধিবেশনের জন্য নজিরবিহীন সংখ্যক বিরোধী সদস্য–লোকসভা (নিম্নকক্ষ) থেকে ১০০ জন এবং রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ) থেকে ৪৬ জন–সাসপেন্ড থাকা অবস্থায় আইনটি পাস করা হয়েছিল।

২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। সাধারণত কোনো বিল আইনে পরিণত হতে হলে উভয় কক্ষের অনুমোদন লাগে, তবে অর্থসংক্রান্ত কিছু বিষয় লোকসভায় 'অর্থ বিল' (মানি বিল) হিসেবে উত্থাপন করা যায়, যার জন্য রাজ্যসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। মৌলিক অধিকারের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে এমন আইনগুলোকেও অর্থ বিলের আওতায় না পড়া সত্ত্বেও মোদি প্রশাসন আক্রমণাত্মকভাবে অর্থ বিল হিসেবে পাস করিয়ে নিয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।



এর উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, ২০১৯ সালে সরকার একই কৌশল ব্যবহার করে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) সংশোধন করে এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, অধিকারকর্মী ও সমালোচকদের অন্যায়ভাবে লক্ষ্যবস্তু করতে সংস্থাটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও ইডির ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি অর্থ বিলের নির্ধারিত মানদণ্ডের মধ্যে পড়ে না।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘৃণামূলক বক্তব্য দিয়ে নির্বাচনী আচরণ-বিধি সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে কমিশন বারবার ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া নিবন্ধিত ভোটার তালিকায় কারচুপি, ভোটের তথ্য গোপন, ভোট গণনায় অনিয়ম এবং ভোটযন্ত্রে হস্তক্ষেপের বিষয়ে ভোটার, অধিকারকর্মী, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করতেও কমিশন ব্যর্থ হয়েছে।

নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগের মুখে নির্বাচন কমিশন বর্তমানে চরম বিশ্বাসযোগ্যতার সংকটে পড়েছে। মৃত, দ্বৈত বা অযোগ্য ভোটার বাদ দেওয়ার কথা বলে ২০২৫ সালের জুন থেকে শুরু হওয়া 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে নির্বিচারে ১৩ কোটিরও বেশি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যার জেরে ২০২৬ সালের অক্টোবরে ভারতজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর নেতাদের দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিতে বাধ্য করার জন্য প্রশাসন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করেছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, অর্থ পাচারবিরোধী আইন সংশোধনের পর ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ১৯৩ জন রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে, যাঁদের অধিকাংশই সরকারের বিরোধী পক্ষের। মোদি প্রশাসনের আগের এক দশকে মাত্র ২৬ জন রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছিল, অর্থাৎ মামলা দায়েরের হার ৬০০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আনুগত্য পরিবর্তন করে বিজেপিতে যোগ দিলে এসব তদন্ত দ্রুত স্থগিত হয়ে যায় বা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, যে কারণে বিরোধী দলগুলো বিজেপিকে 'ওয়াশিং মেশিন' বলে অভিহিত করে থাকে।

২০১৪ সাল থেকে মোদি সরকার বিদেশি অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) আইন (এফসিআরএ) এবং আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের অধীনে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, মানবাধিকার আইনজীবী, অধিকারকর্মী ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করতে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলোর ব্যবহার বাড়িয়েছে। পাশাপাশি মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী, শিক্ষাবিদ ও সমালোচকদের অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করতে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিচার ছাড়াই বছরের পর বছর আটকে রাখতে অপব্যবহারযোগ্য সন্ত্রাসবিরোধী আইন 'আনলফুল অ্যাক্টিভিটিজ (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট' (ইউএপিএ) ব্যবহার করা হচ্ছে। মৌলিক স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে ভারতের আদালতগুলোও ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে এইচআরডব্লিউ। ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের অধীনে তদন্ত সংস্থাগুলোর গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জব্দের ক্ষমতাকে অনুমোদন ও সম্প্রসারণ করে; আইন বিশেষজ্ঞরা ওই রায়কে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার খর্বকারী হিসেবে সমালোচনা করেছিলেন। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা পিটিশনগুলোর শুনানি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে চলছে।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD
Board Certified Internal Medicine
Attending Physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

Treatment Services
complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



ডাঃ উৎপল চৌধুরী

True Medical Care P.C
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst,NY 11373
167-02 Highland Ave,1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত শুল্ক ঃ ট্রাম্প

সূত্রে খবর, যে ১৬টি দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ফের এই পদক্ষেপ করার কথা ভাবছে আমেরিকা। তার মধ্যে রয়েছে ভারত এবং চিনও।

কেন আবার নতুন শুল্ক চাপাতে চাইছে আমেরিকা? সে দেশের ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ অনুচ্ছেদের আওতায় আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধিরা সেই সব দেশের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে, যাদের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। এই দেশগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, সম্প্রতি তারা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে। এই তদন্তের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার কথা ২৫ নভেম্বর, অর্থাৎ বুধবার। এর পরেই নতুন শুল্ক কার্যকর হতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট যে আন্তর্জাতিক আমদানি কর বাতিল করেছিল, তার বিকল্প হিসেবে এই নতুন শুল্ক চাপাচ্ছে আমেরিকা।

আমেরিকায় ফের সাইবার হানা! মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ এবং একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যফাঁস, সন্দেহ চিনা-যোগের

ভারত ও চিন ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, তাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুইৎজারল্যান্ড, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ এবং কম্বোডিয়া। তবে কোন দেশের কোন পণ্যে কত শুল্ক বসবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, প্রত্যেকটি দেশের জন্য আলাদা করে শুল্কের হার নির্ধারণ করা হতে পারে। তবে মেক্সিকো ও নরওয়ের পণ্যে এখনই শুল্ক চাপানোর সম্ভাবনা কম।



সূত্রের খবর, যে সব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে, সে সব দেশের জন্য নির্ধারিত শুল্কের ঊর্ধ্বসীমা বহাল রাখতে পারে আমেরিকা। যেমন জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যে ১৫ শতাংশ ও মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমা বহাল থাকতে পারে। এক মার্কিন আধিকারিকের মতে, অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে যে দেশগুলির, তাদের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো হতে পারে। আবার এদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শ্রমবিরোধী আইন লঙ্ঘন করার শাস্তি হিসেবে ১০ শতাংশ থেকে ১২.৫ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য হতে পারে। বিকল্প হিসেবে আরও একটি প্রস্তাব রাখছে আমেরিকা। শুল্কের প্রাথমিক হার কম রেখে সময়ের সঙ্গে বাড়ার শর্তও রাখা হতে পারে।

বাংলাদেশসহ ১৬ দেশের ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৬টি প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারের পণ্যে নতুন করে শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগে এসব দেশের বিরুদ্ধে তদন্তের ফল প্রকাশের পর দেশভেদে বিভিন্ন পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন।

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সংশ্লিষ্ট তিনটি সূত্রের বরাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। যদি নতুন এই শুল্ক কার্যকর হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি ব্যয় আরো বাড়তে পারে।

রয়টার্স বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতার অর্থাৎ চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে তদন্ত শেষ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এসব দেশ থেকে আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওয়াশিংটন। এই তালিকায় বাংলাদেশেরও নাম রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই তদন্তের আওতায় রয়েছে চীন, ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া। এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নও রয়েছে এই তালিকায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো রয়টার্সকে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর (ইউএসটিআর) নতুন শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিতে পারে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে আগে থেকেই আরোপ করা শুল্কের সঙ্গে নতুন এই শুল্কও যুক্ত হবে।

যদিও এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা কিছু শুল্ক বাতিল করে দেন। সেগুলোর আংশিক বিকল্প হিসেবে নতুন শুল্ক আরোপ করা হতে পারে।

এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে দাম বেড়েছে ভোগ্যপণ্যের। গত নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর রয়টার্স ও ইপসোসের এক জনমত জরিপে দেখা যায়, ৬২ শতাংশ উত্তরদাতা এসব শুল্ক বাতিলের উদ্যোগকে সমর্থন করবেন।

শুল্কের হার যেভাবে নির্ধারিত হতে পারে

নতুন করে কী হারে শুল্ক আরোপ করা হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রতিটি দেশের জন্য আলাদাভাবে শুল্কের হার নির্ধারণ করা হবে। তবে এর মধ্যেও মেক্সিকো এবং নরওয়ের পণ্যে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন শুল্ক আরোপের সম্ভাবনা কম।

১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ নম্বর ধারার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় বাণিজ্যিক অংশীদারদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ইউএসটিআর। অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতার প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়ে এই তদন্ত শুরু করে সংস্থাটি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চূড়ান্ত হওয়া বাণিজ্য চুক্তিতে শুল্কের যে সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয়েছে, তা মেনে চলতে পারে হোয়াইট হাউস। এসব চুক্তি অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ার পণ্যে ১৯ শতাংশ শুল্ক আরোপের সীমা রয়েছে।

চীনের পণ্যের ক্ষেত্রেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুল্কের সর্বোচ্চ হার ২০ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার কথা রয়েছে। তবে আগামী ১০ জানুয়ারি মেয়াদ শেষ হতে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যিক সমঝোতার মেয়াদ বাড়ানো হলেই এটি কার্যকর থাকবে। সমঝোতার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে চীনের অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার জন্য নির্ধারিত শুল্কের হার আরও বাড়তে পারে।

এ বিষয়ে রয়টার্সের প্রশ্নের জবাব দেয়নি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর ও হোয়াইট হাউস। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা রায়ান মাজেরাস মনে করেন, এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতে পারে। এতে ১৬টি বাণিজ্যিক অংশীদারের জন্য আলাদা আলাদা শুল্ক আরোপের সুপারিশ থাকতে পারে।

আইনজীবী প্রতিষ্ঠান কিং অ্যান্ড স্প্যালডিংয়ের অংশীদার মাজেরাস বলেন, যেসব দেশের বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, সেসব দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যে ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন। জোরপূর্বক শ্রমবিরোধী আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না করার অভিযোগে পৃথক তদন্তের আওতায় আগে থেকেই আরোপ করা ১০ বা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে নতুন এই শুল্ক যুক্ত হতে পারে। তবে মাজেরাসের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন চাইলে তুলনামূলক কম হারে শুল্ক আরোপের প্রস্তাবও দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে শর্ত থাকতে পারে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলো অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা কমাতে পদক্ষেপ না নিলে ধাপে ধাপে শুল্কের হার বাড়ানো হবে।



সাড়ে চার হাজার টাকা মজুরি বৃদ্ধিতে খুশি নন পোশাকশ্রমিকেরা, বিক্ষোভ

বাংলাদেশি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় ২২ হাজার ২০৩ টাকা প্রায়) করতে হবে। তাঁদের বিক্ষোভের পরে মঙ্গলবার রাতে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছে প্রশাসন। সব পদেই মজুরি বৃদ্ধি হতে চলেছে। কিন্তু তাতে শ্রমিকদের 'দাবি' মেটেনি। তার পরেই বুধবার সকাল থেকে আবার উত্তপ্ত গাজীপুর-সহ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অংশ। বহু জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। তাঁদের বক্তব্য, মজুরি বৃদ্ধি করার পরে যা হয়েছে, তাতেও সংসার চালানো সম্ভব নয় না। সেই দাবিতেই চলছে ভাঙচুর, অবরোধ। বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গাজীপুরের ৩৫টি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছেন মালিকেরা।

বাংলাদেশে রেডিমেড পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ছিল ১২ হাজার ৫০০ বাংলাদেশি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯,২৫০ টাকা)। সেই মজুরি বৃদ্ধি করার দাবিতে পথে নামেন শ্রমিকেরা। অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মঙ্গলবার দীর্ঘ সময় বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের গঠন করা নতুন মজুরি বোর্ড। তার পরেই শ্রমিকদের মজুরি ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৭ হাজার টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১২,৫০০ টাকা) করার কথা ঘোষণা করা হয়। ন্যূনতম গ্রেডের মজুরি নির্ধারণ হয়েছে ১৭ হাজার টাকা। এ ক্ষেত্রে মজুরি বেড়েছে ৪ হাজার ৫০০ টাকা। সিনিয়র অপারেটর পদের প্রথম গ্রেডে মজুরি বেড়ে হয়েছে ২১ হাজার ৫০০ বাংলাদেশি টাকা। আগে ছিল ১৫ হাজার ৩৫ টাকা। অপারেটর পদের দ্বিতীয় গ্রেডে মজুরি হচ্ছে ২০ হাজার টাকা। আগে ছিল ১৪ হাজার ২৭৩ টাকা। জুনিয়র অপারেটর পদের তৃতীয় গ্রেডে ১৯ হাজার ২০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। আগে ওই পদে মজুরি ছিল ১৩ হাজার ৫৫০ টাকা। কিন্তু শ্রমিকেরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার বাংলাদেশি টাকা করতে হবে।

বুধবার সকাল থেকে সেই দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-টাঙ্গাইল জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন পোশাকশ্রমিকেরা। তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। গাড়িতে আটকে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। অনেকেই গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল থেকে জরুরি কাজে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাতে যদিও কান দেননি বিক্ষোভকারীরা। অভিযোগ, জাতীয় সড়কে কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকা ময়মনসিংহ জাতীয় সড়কের গাজীপুর এলাকায় পুলিশ চৌকি (বঙ) ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভে বাংলাদেশ উত্তাল, গাজীপুরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, অচলাবস্থা কাটেনি ন্যূনতম মজুরি নিয়ে

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন জানিয়েছেন, বুধবার সকাল থেকে বেশ কিছু এলাকায় শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেছেন। কয়েকটি এলাকায় কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। তিনি জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে গাজীপুরে অন্তত ৩৫টি কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধের কথা ঘোষণা করেছেন মালিকেরা।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন চলছে বাংলাদেশে। আন্দোলনের জেরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার ১ নভেম্বর ছ'সদস্যের নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করেছিল। সেই বোর্ড মঙ্গলবার আবার বৈঠকে বসে নতুন মজুরির কথা ঘোষণা করে। যদিও তাতে পরিস্থিতি বদলায়নি। শ্রমিকেরা নিজেদের দাবিতে অনড়।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



‘স্বেচ্ছায় ফিরতে চান হাসিনা,

সরকার কোনও চাপে নেই বলে বুধবার দাবি করেছেন সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ। সীমান্ত এলাকায় সাম্প্রতিক নজরদারি সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক অবস্থানের বিষয়টি সরকারের নিয়মিত কাজ বলে জানান তিনি। হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আধাসামরিক বাহিনী বিজিবির ১০৮টি প্লাটুন মোতায়েন করা হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। যার মধ্যে ৫৬টি মোতায়েন করা হয়েছে হাসিনার নিজের জেলা গোপালগঞ্জে।

সালাউদ্দিনের দাবি, একমাত্র নয়াদিল্লি-ঢাকা প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী হাসিনা দেশে ফিরতে পারেন। তিনি বলেন, ‘‘ভারতকে কূটনৈতিক চ্যানেলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা আইন অনুযায়ী পরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে।’’ সেই সঙ্গেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ ওই বিএনপি নেতার মন্তব্য, ‘‘তিনি (হাসিনা) আসব আসব বলেন। এক বার বলেছেন, নভেম্বরে আসবেন। এক বার বলেন, ডিসেম্বরে আসবেন। কবে আসবেন, সেটা জানা নেই। সরকারের এ দিকে মনোযোগ নেই। সরকার কোনও চাপেও নেই।’’

‘১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসে বাংলাদেশে ফিরছি’, হাসিনার ঘোষণা! তারেক সরকার বলল, ‘হ-তাকড়া পরে আসতে হবে’

গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত হাসিনার ফাঁসির সাজার প্রসঙ্গ তুলে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার জানান, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেও মানবতাবিরোধী অপরাধের



তদন্ত চলছে। তিনি বলেন, ‘‘তদন্ত, চার্জশিট ও বিচারবিভাগীয় কার্যক্রম শেষ হলে আদালত যে রায় দেবে, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনও ব্যবস্থা নেবে।’’ তবে হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকদের একাংশ হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। সেই সঙ্গে সালাউদ্দিনের মন্তব্য, ‘‘পুলিশ বা অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু কিছু কর্মকর্তা ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁরা ষড়যন্ত্র করছেন। কিন্তু তাঁরা সরকারের কঠোর নজরদারিতে আছেন। কিছু কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।’’

পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভে বাংলাদেশ উত্তাল, গাজীপুরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, অচলাবস্থা কাটেনি ন্যূনতম মজুরি নিয়ে

সূত্রের খবর, বর্তমান পরিস্থিতিতে তারেক সরকার করছে, হাসিনার পতনের পরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অনেকেই সে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁরা লুকিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে অশান্তি পাকাতে পারেন। সেই কারণেই সীমান্তবর্তী এলাকায় সম্প্রতি তৎপর হয়েছে বিজিবি এবং পুলিশ। প্রথম আলোর প্রতিবেদনে দাবি, বাংলাদেশ পুলিশের সদর দফতর থেকে বাহিনীর আইজিপি মোহাম্মদ আলি হোসেন ফকির সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলির পুলিশকর্তাদের সঙ্গে অনলাইনে একটি বৈঠক সারেন। আধিকারিক সূত্রে ওই প্রতিবেদনে জানানো হচ্ছে, বৈঠকে সীমান্তবর্তী ৩০ জেলার পুলিশকর্তাদের সজাগ থাকতে বলেছে বাংলাদেশ পুলিশের সদর দফতর। ওই সূত্রের দাবি, সীমান্ত এলাকায় টহলদারি এবং নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। অবৈধ ভাবে লোকজন পারাপারের সঙ্গে জড়িত দালালদের গতিবিধির উপরেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে অস্ত্রের চোরাচালান না-হয়, সে বিষয়ের উপরেও জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণায় সরকার কোনো চাপে নেই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগামী ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফিরে আসার ঘোষণায় সরকার কোনো চাপে নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক অবস্থানের বিষয়টি সরকারের নিয়মিত কাজ বলে জানান তিনি। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, তিনি (শেখ হাসিনা) আসিব আসিব বলেন। একবার বলেছেন, নভেম্বরে আসবেন। একবার বলেন, ডিসেম্বরে আসবেন। কবে আসবেন, সেটা জানা নেই। সরকারের এদিকে মনোযোগ নেই। সরকার কোনো চাপেও নেই।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী তিনি দেশে ফিরতে পারেন। ভারতকে কূটনৈতিক চ্যানেলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা আইন অনুযায়ী পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে বলে জানিয়েছে।সচিবালয়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পুলিশ বা অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু কিছু কর্মকর্তা ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁরা ষড়যন্ত্র করছেন। তাঁরা সরকারের কঠোর নজরদারিতে আছে। কিছু কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

দল হিসেবে আওয়ামী লীগের মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত চলছে জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, তদন্ত, চার্জশিট ও বিচারিক কার্যক্রম শেষ হলে আদালত যে রায় দেবেন, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেবে।

পোশাকশ্রমিকদের মজুরি প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মজুরি নির্ধারণের পরও যাঁরা রাস্তায় নামছেন, আন্দোলন করছেন, তাঁরা কেউ শ্রমিক নন। তাঁদের সঙ্গে শ্রমিকেরা নেই। তাঁদের সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ফ্যাসিস্ট শক্তি লকডাউন বা শাটডাউন দিচ্ছে। এ দেশের মানুষ তা করতে দেবে না। বিভিন্ন জেলায় বিজিবি মোতায়েন করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছে। সরকার কৌশলে সাধারণ মানুষের যেন প্রাণহানি না হয়, তা নিশ্চিত করছে, ভবিষ্যতেও করবে। তবে কেউ ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালালে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

গণহত্যা চালিয়ে যেসব ফ্যাসিস্ট শক্তি বিতাড়িত হয়েছে, তারা কখনো রাজনীতি করতে পারেনি, ফিরতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, তারা কখনো রাজনীতি করতে পারবে না। কোনো রকম প্রাণহানি ছাড়া তাদের গোপালগঞ্জের পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হয়েছে। যদি কেউ উগ্রবাদী ও ধ্বংসাত্মক কর্মকা৯ চালাতে চায়, তাহলে কঠোর ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ দখলের হুমকি

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের ভাটপাড়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন অর্জুন সিং। বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘আমরা ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ দখল করব। যথেষ্ট হয়েছে, বাংলাদেশ নিয়ে আর কোনো অজুহাত চলবে না। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে, তার প্রতিশোধ আমরা অবশ্যই নেব। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।’

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ভারত থেকে দেশে ফেরার পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশে আলোচনার মধ্যেই এ বক্তব্য দিলেন পশ্চিমবঙ্গের এই মন্ত্রী। শেখ হাসিনার মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলী সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে দিল্লি থেকে ঢাকায় ফিরতে চান শেখ হাসিনা। এ জন্য ঢাকা প্রশাসনের কাছে বিমান পরিবহনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তবে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। ঢাকায় বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিং শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, শেখ হাসিনাকে দেশে



ফিরতে হলে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আসতে হবে। তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে এবং কঠোর নজরদারির মধ্যে ফিরিয়ে আনা হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শেখ হাসিনার ফেরার ইচ্ছা ও বাস্তবতা এক নয় বলেও উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী।

এদিকে, শেখ হাসিনার রাষ্ট্রীয় উড়োজাহাজে ফেরার দাবিকে ‘নিছক পাগলামি’ বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি মো. আমিনুল ইসলাম। এর আগে বাংলাদেশের এক মন্ত্রী রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হবে। তাঁর দেশে ফেরার জন্য উড়োজাহাজের ব্যবস্থা করতে ভারতের সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি বলেও জানান ওই মন্ত্রী।

শেখ হাসিনা ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি ভারতে চলে যান। পরে আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়নের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদ৯ দেন। তবে শেখ হাসিনা তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

চলতি বছরের আগস্টে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছার কথা জানান শেখ হাসিনা। পরবর্তী সময়ে একাধিক সাক্ষাৎকারেও এ পরিকল্পনার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। এ মাসের শুরুতে যুক্তরাজ্যে তাঁর আইনজীবীদের মাধ্যমে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করার খবরও প্রকাশিত হয়।



নেতানিয়াহুর ২ চেষ্টা ব্যর্থ, সুগম হচ্ছে আইজেনকোটের পথ

মনে করা হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা সফল হয়নি। নেতানিয়াহু দুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

পোরুশের কার্যালয়ের কর্মীরাও নেতানিয়াহুর সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেননি। স্টার্কের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে, ইউটিজের আইনপ্রণেতারা আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন ইয়াশার জোটের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা শুরুর অনুমতি পেতে দলটির আধ্যাত্মিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

ইউটিজের এক জ্যেষ্ঠ সূত্র আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে বলেছেন, আইজেনকোটের পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ‘প্রত্যাশার চেয়েও বেশি’ এগিয়েছে। তবে এখনো এমন কোনো আইনি কাঠামোর খসড়া তৈরি করা যায়নি।

হিব্রু সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে অতি-রক্ষণশীল ইহুদি পুরুষদের সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগের বিষয়টি। প্রস্তাবিত কাঠামোয় সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের কোটা পুরোপুরি বাতিল করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে ইয়েশিভা বা ইহুদি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অতি-রক্ষণশীল ইহুদি পুরুষদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে কার্যত আগের মতোই ব্যাপক ছাড় বহাল থাকতে পারে।

তবে এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সমঝোতা হয়নি। বিশেষ করে আদালতে টেকসই হবে–এমন আইনি কাঠামো তৈরি করাই আলোচনার বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে।

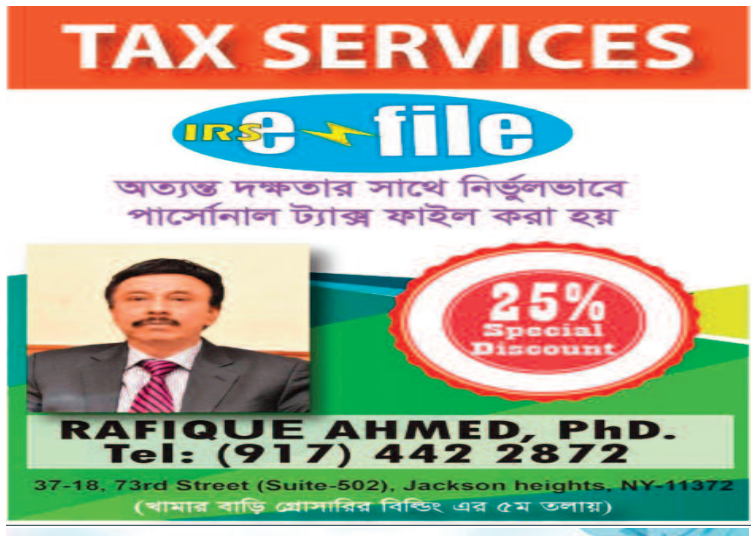



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

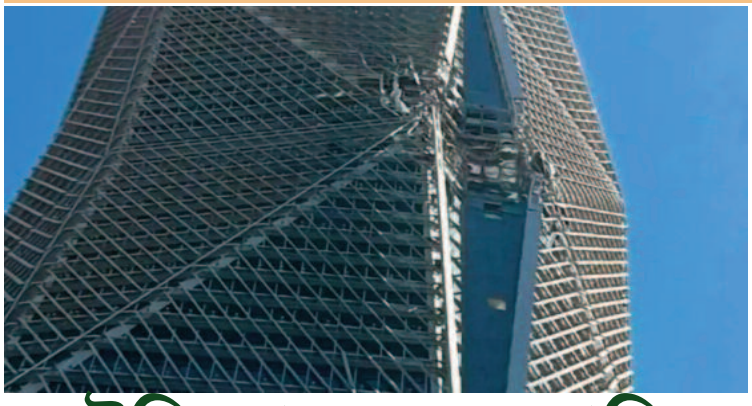

সৌদি আরবের একাধিক স্থানে হুথির ব্যাপক হামলা

নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট জানিয়েছে, জিজান বন্দরে হুথিদের হামলায় সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে কোনো বেসামরিক নাগরিক হতাহত হননি। হামলায় কী ধরনের অস্ত্র বা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তা শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলেও জানিয়েছে জোটটি।

জোটের মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানান, সৌদি আরবের জেদ্দা বন্দরের আকাশে একটি হুথি ড্রোন শনাক্ত করে সেটি ধ্বংস করেছে তাদের বাহিনী। ড্রোনটি ভূপাতিত করার পর ধ্বংসাবশেষ পড়ে কোনো বেসামরিক মানুষ আহত হননি।

এদিকে জোটের বিবৃতির পরপরই ইয়েমেনের রাজধানী সানায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে জানিয়েছেন আল জাজিরার সাংবাদিক নাবিল আল-ইউসুফি।

পরে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট জানায়, হুথিদের ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত ও ধ্বংস করেছে তাদের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সৌদি রাজধানী রিয়াদকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

এর আগে মঙ্গলবার রিয়াদের একটি এলাকায় একটি বহুতল ভবন লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালায় হুথিরা। এতে অন্তত ১১ জন আহত হন।

ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহী ও সৌদি আরবের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। দুই পক্ষই একে অপরের বিমানবন্দর, জ্বালানি স্থাপনা, বন্দরসহ বিভিন্ন বেসামরিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।

সৌদি বন্দরে হুথিদের হামলার আগে ইয়েমেনের হুথি-সমর্থিত আল-মাসিরা টেলিভিশন চ্যানেল দেশটির হোদেইদা বন্দরে নতুন করে সৌদি হামলার খবর প্রচার করে।

বুধবার দিনের শুরুতে হুথিরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, হোদেইদা বন্দরে হামলা চালানো হলে সৌদি আরবের বন্দরগুলোতে পালটা আঘাত হানা হবে।

ইয়েমেনের রাজধানী সানা থেকে আল জাজিরার সাংবাদিক ইউসুফ মাওরি জানান, দেশটিতে আমদানি করা পণ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই হোদেইদা বন্দর দিয়ে প্রবেশ করে। বন্দরটি বন্ধ হয়ে গেলে ইয়েমেনের মানবিক পরিস্থিতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে।

তিনি আরও জানান, হোদেইদা বন্দরে সৌদি আরবের সাম্প্রতিক কয়েকটি হামলায় পণ্য ওঠানামার কাজে ব্যবহৃত গুদাম ও ক্রেন লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, হোদেইদা বন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হলে খাদ্য, ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে আগে থেকেই মানবিক সংকটে থাকা ইয়েমেনের সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়তে পারে।

গাজায় সন্তান জন্মদানের সুযোগ বাধাগ্রস্ত করছে ইসরায়েল

গাজায় সন্তান জন্মদানের সুযোগ বাধাগ্রস্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে ইসরায়েল–এমন অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

একইসঙ্গে সংস্থাটির প্রধান আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে (আইসিসি) ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য 'গণহত্যার অপরাধ' সংঘটনের বিষয়টি তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে বুধবার (২৫ নভেম্বর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের কারণে গাজার নারীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সন্তান ধারণ ও জন্মদানের সক্ষমতার ওপর ভয়াবহ প্রভাবের চিত্র তুলে ধরেছে অ্যামনেস্টি।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব অ্যাগনেস ক্যালামার্ড বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ইসরাইলের কর্মকাণ্ডের কারণে গাজায় বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি গর্ভাবস্থায় নানা জটিলতা বেড়েছে, যার মধ্যে গর্ভপাত ও মৃত সন্তান প্রসবের ঘটনাও রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব পরিস্থিতির পেছনে ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা নিয়ে 'গুরুতর উদ্বেগ' রয়েছে। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো অবস্থানে অ্যামনেস্টি নেই বলেও স্বীকার করেছে সংস্থাটি।

এ বিষয়ে এএফপির পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বেসামরিক বিষয়গুলো দেখভালের দায়িত্বে থাকা ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্থা কোঅর্ডিনেশন অব গভর্নমেন্ট অ্যাক্টিভিটিজ ইন দ্য টেরিটরিজ (কোগাট) অ্যামনেস্টির বিরুদ্ধে 'হামাসের মিথ্যা বয়ানকে সমর্থন করার' অভিযোগ তোলে।

সংস্থাটি জানায়, ২০২৫ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে গাজায় ২৭ হাজার টনের বেশি চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ প্রবেশ করেছে। এছাড়া সেখানে ৩৫টি হাসপাতাল চালু রয়েছে, যার মধ্যে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা ও বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার সুবিধাও রয়েছে।

অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে কিংবা প্রসূতি ওয়ার্ডে অবস্থানকালে ইসরায়েলি হামলায় অনেক নারী ও কিশোরী নিহত বা আহত হয়েছেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অব্যাহত বোমাবর্ষণের মধ্যেও অনেক নারী আহত অবস্থায় গর্ভাবস্থা পার করেছেন কিংবা নিজেদের নবজাতক শিশুর দেখাশোনা করেছেন।

অ্যামনেস্টির মতে, চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকটের কারণে গর্ভবতী নারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর চিকিৎসাসেবা এবং গর্ভকালীন জটিলতা শনাক্ত করার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

এছাড়া প্রসবের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অবেদনকারী ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসাসামগ্রীর সংকট অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহানির কারণ হয়েছে।

অ্যামনেস্টি এসব সংকটের জন্য মানবিক সহায়তা প্রবেশে ইসরাইলের বিধিনিষেধকে দায়ী করেছে। সংস্থাটির মতে, এসব বিধিনিষেধের কারণে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর হার বেড়ে যাচ্ছে।

প্রতিবেদনের এসব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অ্যামনেস্টির মহাসচিব ক্যালামার্ড আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে (আইসিসি) ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের দ্বারা 'গণহত্যার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না', তা বিবেচনায় নেওয়ার আহ্বান জানান।



একই সঙ্গে আদালতের তদন্তে 'লিঙ্গভিত্তিক অপরাধ ও প্রজননস্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়গুলো' অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান তিনি।

জাতিসংঘের গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে সন্তান জন্মদান বন্ধ বা বাধাগ্রস্ত করার পদক্ষেপ গণহত্যার একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

চিকিৎসার কোনো সুযোগ নেই

প্রতিবেদন তৈরির জন্য নেওয়া ২২৮টি সাক্ষাৎকারের মধ্যে দুজন প্যারামেডিক অ্যামনেস্টিকে ২০২৬ সালের শুরুর দিকে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন। ঘটনাগুলো গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা চিহ্নিতকারী তথাকথিত 'ইয়েলো লাইন' থেকে কয়েক শ মিটার দূরে ঘটেছিল।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, উভয় ঘটনায় সন্তান জন্মদানের অপেক্ষায় থাকা এক নারী এবং তাকে হাসপাতালে নিতে পাঠানো অ্যাম্বুলেন্স গুলির মুখে পড়ে।







www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com



মালিতে ৩৪৯ রুশ সেনার মৃত্যু, নেপথ্যে যে কারণ

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) প্রকাশিত এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মালিতে নিহত রুশ যোদ্ধাদের মৃত্যুসনদ ও সরকারি নথি বিশ্লেষণ করে এই সংখ্যা পাওয়া গেছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা রসস্ট্যাটের এসব তথ্য হ্যাকার গোষ্ঠী সাইবার পার্টিজানস ও সাইলেন্ট ক্রো হাতিয়ে নেয়। পরে সেগুলো বিশ্লেষণ করে দ্য গার্ডিয়ান।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৫ এপ্রিল মালির উত্তরাঞ্চলীয় শহর কিদালে বিদ্রোহীদের আকস্মিক হামলায় এক দিনেই ৪৩ জন রুশ যোদ্ধা নিহত হন। তাদের মধ্যে ছয়জন কিদালে এবং একজন পাশের আগুয়েলহকে মারা যান। অন্যদের মৃত্যু হয় রাজধানী বামাকো ও গাও শহরে। ওই দিন বিদ্রোহীরা রুশ সামরিক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারও ভূপাতিত করে।

আল-কায়েদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠী জেএনআইএম এবং তুয়ারেগ নেতৃত্বাধীন আজাওয়াদ লিবারেশন ফ্রন্ট (এফএলএ) যৌথভাবে এই হামলা চালায়। আত্মঘাতী গাড়িবোমা ও ড্রোন ব্যবহার করে তারা শহরটির প্রতিরক্ষা ভেঙে ফেলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে পরদিন সকালেই কিদাল ছেড়ে পিছু হটে রুশ ও মালির সরকারি বাহিনী।

২০২৩ সালের নভেম্বরে রুশ ভাড়াটে যোদ্ধাদের সহায়তায় শহরটি দখল করেছিল মালির সামরিক বাহিনী। আফ্রিকায় রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতীক হিসেবে কিদালকে তুলে ধরেছিল মস্কো। পশ্চিমা দুই কর্মকর্তা দ্য গার্ডিয়ানকে জানিয়েছেন, ফাঁস হওয়া নথিতে মৃত্যুর যে সংখ্যা পাওয়া গেছে, তা আগের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। তাদের একজনের দাবি, মালিতে মোতায়েন রুশ বাহিনীর ১০ শতাংশেরও বেশি সদস্য নিহত হয়েছেন।

ওয়াগনার থেকে আফ্রিকা কর্পস

মালিতে রাশিয়ার সামরিক উপস্থিতির সূচনা ২০২১ সালের শেষ দিকে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম বুবাকার কেইতার সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাতের এক বছর পর দেশটিতে প্রবেশ করে রুশ ভাড়াটে সেনা গোষ্ঠী ওয়াগনার। এর আগে সামরিক জান্তার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণে ফরাসি বাহিনী মালিতে তাদের দীর্ঘদিনের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান বন্ধ করে দেশটি ছাড়ে। এরপর জান্তা সরকারের প্রধান বিদেশি সামরিক সহযোগী হয়ে ওঠে রাশিয়া।



২০২৫ সালের জুনে ওয়াগনারের কাছ থেকে মালিতে সামরিক কার্যক্রমের দায়িত্ব নেয় রাশিয়ার আফ্রিকা কর্পস। রুশ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই বাহিনী আফ্রিকার কয়েকটি দেশের সরকারকে নিরাপত্তা সহায়তা দিয়ে থাকে। বিনিময়ে অর্থ ও প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক লাভজনক চুক্তির সুযোগ পায় মস্কো।

ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালের গ্রীষ্মে মালিতে প্রায় দুই হাজার আফ্রিকা কর্পস সদস্য মোতায়েন ছিল।

এক দিনেই প্রাণ হারান ৭০ রুশ যোদ্ধা

রুশ বাহিনীর জন্য সবচেয়ে প্রাণঘাতী দিন ছিল ২০২৪ সালের ২৭ জুলাই। সেদিন আলজেরিয়া সীমান্তের কাছে তুয়ারেগ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কয়েক দিন ধরে চলা সংঘর্ষে ৭০ জন রুশ যোদ্ধার মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে ৬৯ জনই কিদাল অঞ্চলে নিহত হন।

এর আগে ওই সংঘর্ষে নিজেদের সদস্যদের হতাহতের কথা স্বীকার করেছিল ওয়াগনার। তবে নিহতের সংখ্যা প্রকাশ করেনি তারা। রুশ বিভিন্ন সূত্রের হিসাবে নিহতের সংখ্যা ২০ থেকে ৮০ জনের বেশি ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মালিতে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইউক্রেনও তুয়ারেগ বিদ্রোহীদের সহায়তা করছে। এ বিষয়ে অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই ব্যক্তির বরাত দিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান। সিএনএনের এক প্রতিবেদনে মালির স্থানীয় বিদ্রোহীদের রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সহায়তা দিতে প্রায় ১৫ জন ইউক্রেনীয় বিশেষজ্ঞ মোতায়েনের তথ্যও প্রকাশ করা হয়েছিল।

আফ্রিকার অন্য দেশেও রুশ হতাহতের তথ্য

ফাঁস হওয়া নথিতে আফ্রিকার অন্যান্য দেশে রুশ সামরিক কার্যক্রমেরও চিত্র পাওয়া গেছে। মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে ৩০ জন রুশ নাগরিকের মৃত্যুর তথ্য রয়েছে। দেশটিতে ওয়াগনার যোদ্ধারা প্রেসিডেন্ট ফস্তাঁ-আর্চাঞ্জ তুয়াদেরাকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে।

লিবিয়ায় রুশ বাহিনী পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডার খলিফা হাফতারের পক্ষে কাজ করছে। দেশটির বিমানঘাঁটিগুলো ব্যবহার করে সাহেল অঞ্চলে রুশ সেনা মোতায়েনের রসদ সরবরাহ করা হয়। সেখানে নথিভুক্ত কিছু মৃত্যুর সঙ্গে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাতেন আল-সাররা ঘাঁটিতে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনার যোগসূত্র থাকতে পারে।

নাইজারেও রুশ হতাহতের তথ্য পাওয়া গেছে। দেশটির সামরিক জান্তা ফরাসি ও মার্কিন সেনাদের বহিষ্কারের পর সেখানে আফ্রিকা কর্পস মোতায়েন করে মস্কো। গত জানুয়ারিতে নিয়ামি বিমানবন্দরে ইসলামিক স্টেটের হামলার দুই দিন পর এক রুশ যোদ্ধার মৃত্যু হয়।

এদিকে, মালিতে নিজেদের সামরিক অবস্থান পুনরুদ্ধারে সাম্প্রতিক সময়ে তৎপরতা বাড়িয়েছে রাশিয়া। গত ৬ অক্টোবর মালির সেনাবাহিনী ও আফ্রিকা কর্পস যৌথ বিমান ও স্থল অভিযান চালিয়ে কিদাল পুনর্দখলের দাবি করে।



মিশরে জ্বালানিবাহী লরি উলটে ভয়াবহ আগুন, নিহত ৩১

বুধবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানী কায়রোর পাশে গিজা প্রদেশের আল-ওয়াররাক এলাকায় রিং রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মিশরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যবাহী লরিটিতে আগুন লাগার পর তা দ্রুত আশপাশের গাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে।

মিশরীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ইমবাবা এলাকার ওয়াররাক মহল্লায় টেনথ টানেলের ওপরের অংশে আগুন লাগার খবর পেয়ে গিজা প্রদেশের জরুরি নিয়ন্ত্রণকক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। তারা দীর্ঘ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন এবং আশপাশের অন্যান্য যানবাহনে তা ছড়িয়ে পড়া ঠেকান।



দুর্ঘটনার পর মিশরের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যামন্ত্রী খালেদ আবদেল গাফফার ঘটনাস্থলের আশপাশের হাসপাতালগুলোকে জরুরি চিকিৎসাসেবার প্রস্তুতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। উদ্ধার ও আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার কাজে কয়েক ডজন অ্যাম্বুলেন্স অংশ নেয়। আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় অব্যাহত রেখেছে।

এদিকে, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণে রিং রোডের ওই অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও যানজট কমাতে ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনাকবলিত সড়ক বন্ধ করে বিকল্প পথে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়।

এ ঘটনায় মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা মাদবুলি দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে জরুরি তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন।

মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় হতাহতের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কায়রোর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগেও বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055





অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com



মিস ইউনিভার্সের মুকুট জিতলেন জেনিফার

কলিসিয়ামে শুরু হয় এই জমকালো গ্র্যান্ড ফিনালে।

চূড়ান্ত পর্বের শুরুতেই বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে সেরা ৩০ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর আকর্ষণীয় সুইমস্যুট রাউন্ড শেষে ১২ জন এবং ইভনিং গাউন পর্বে গ্ল্যামার ছড়িয়ে চূড়ান্ত পাঁচের তালিকায় জায়গা করে নেন পাঁচ সুন্দরী।

এই সেরা পাঁচে জায়গা করে নেন স্বাগতিক দেশ পুয়ের্তো রিকোর জেনিফার বারেত্তো, ফিলিপাইনের বিট্রিস 'বিয়া' মিলান উইনডরস্কি, নিউজিল্যান্ডের জর্জিয়া ওয়াডিংটন, ভেনেজুয়েলার ক্লারা ভেগাস গোয়েটজ এবং ডমিনিকান রিপাবলিকের মেলিসা নুনিয়েজ। সেরা পাঁচে ওঠার পর প্রতিযোগীদের সামনে আসে মেধা ও উপস্থিত বুদ্ধির চূড়ান্ত পরীক্ষা। বিচারকদের দুটি করে প্রশ্নের জবাব দিতে প্রতিটি প্রতিযোগী পান মাত্র ৩০ সেকেন্ড। প্রথম প্রশ্নটি প্রত্যেকের জন্য আলাদা হলেও দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল সবার জন্য অভিন্ন।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সার্বিক মূল্যায়ন শেষে জেনিফার বারেত্তোকে 'মিস ইউনিভার্স ২০২৬' হিসেবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

বিজয়ীর মাথায় শোভা পাচ্ছে 'দ্য রেডিয়েন্স অব অ্যান ইটারনাল লিগ্যাসি' নামের বিশেষ মুকুট। ১৮ ক্যারেটের সাদা সোনা এবং ৩ হাজার ১৫০টি হীরা দিয়ে তৈরি এই রাজকীয় মুকুট নতুন বিজয়ীর মাথায় পরিয়ে দেন গত আসরের মিস ইউনিভার্স মেক্সিকোর ফাতিমা বশ।



নয় মাস আগে জীবনে প্রথমবার হাঁটেন রানওয়েতে, সেই নারীর মাথায় বিশ্বসুন্দরীর মুকুট

ইতিহাস গড়লেন পুয়ের্তো রিকোর ২৭ বছর বয়সি মনোবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী জেনিফার বারেত্তো।

বাংলাদেশ সময় বুধবার (২৫ নভেম্বর) সকালে পুয়ের্তো রিকোর সান জুয়ানের কোলিসিও হোসে মিগুয়েল অ্যাগ্রেলটে অনুষ্ঠিত মিস ইউনিভার্সের ৭৫তম আসরে সেরার মুকুট জিতেছেন তিনি। মেক্সিকোর বিদায়ী মিস ইউনিভার্স ফাতিমা বশ তাকে মুকুট পরিয়ে দেন। এই জয়ের মাধ্যমে দেশ হিসেবে পুয়ের্তো রিকোর ঝুলিতে জমা হলো ষষ্ঠ মিস ইউনিভার্স শিরোপা, আর জেনিফার হলেন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথম মা, যিনি বিশ্বসেরা সুন্দরীর খেতাব পেলেন।

সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নতুন পথচলা

জেনিফার আগে কখনো সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি। বলা যায় চলতি বছরেই জীবনে প্রথমবার রানওয়েতে হাঁটেন তিনি।

'ওলা' ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জেনিফার জানান, এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবার রানওয়েতে হেঁটেছিলেন–জাতীয় মুকুট জেতার মাত্র চার মাস আগে। সান সেবাস্তিয়ানের প্রতিনিধিত্ব করে কাঙয়াসের সেন্ট্রো দে বেলাস আর্টসে মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো জেতেন তিনি।

কিন্তু হঠাৎ এই প্রতিযোগিতায় কেন আসা? পুয়ের্তো রিকোর ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর পপুলার কালচারকে তিনি জানান, নতুন একটি অভিজ্ঞতা নিতেই মূলত অংশ নিয়েছিলেন।

নিজের সম্পর্কে তার ভাষায়, তিনি এমন একজন মানুষ যিনি নতুন কিছু চেষ্টা করতে ভালোবাসেন এবং তা থেকে একটি উত্তরাধিকার তৈরি করতে চান। জাতীয় পর্যায়ে জয়ের পর 'এল ভোসেরো'-কে তিনি বলেন, 'মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো শুরু করার সময় যে নারী ছিলাম, এখন আর আমি সেই নারী নই।'

এ বছর প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ হওয়ায় জাতীয় বিজয়ী হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রতিযোগীদের স্বাগত জানানোর দায়িত্বও ছিল তার কাঁধে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি ভক্তদের কাছে 'লা বারেত্তো' নামে পরিচিতি পেয়েছেন।

পরিবার, ক্যারিয়ার ও সমাজসেবা

জেনিফার বিবাহিত এবং তার সাত বছর বয়সি কন্যা সন্তান রয়েছে, যার নাম পেনেলোপে। জাতীয় শিরোপা জয়ের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তার স্বামী জিন কার্লোস বারেত্তো ও মেয়ে তার পাশেই ছিলেন।

২০২৪ সালে জেনিফার কোলনের পর তিনি মিস ইউনিভার্স পুয়ের্তো রিকো জেতা দ্বিতীয় মা।

তার মূল লক্ষ্য মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা। বিশেষ করে নারী ও পরিবারের মানসিক সুস্থতা নিয়ে কথা বলতে এবং মাতৃত্ব যে ব্যক্তিগত বা পেশাগত লক্ষ্যের পথে বাধা নয়–তা প্রমাণ করতে চান তিনি। পাশাপাশি পুয়ের্তো রিকোর পেডিয়াট্রিক ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও কাজ করেন।

শিকড় ও প্রস্তুতি

ইসাবেলায় বেড়ে ওঠার সময় থেকেই সেবার মানসিকতা গড়ে ওঠে এই বিশ্ব সুন্দরীর। স্থানীয় প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভলিবলের প্রতি তার আগ্রহের কথা এবং তাকে বড় করে তোলায় নানা-দাদার ভূমিকার কথা। মায়ের সঙ্গে বসে মিস ইউনিভার্স দেখে বড় হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।



জাতীয় প্রতিযোগিতায় নামার আগে প্রায় ৭০ পাউন্ড ওজন কমিয়েছিলেন জেনিফার। তার জাতীয় পোশাকটি ছিল 'মোরিভিভি' উদ্ভিদের অনুপ্রেরণায় তৈরি।

ফাইনালের আলোয়

প্রশ্নোত্তর পর্বে জেনিফারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রভাব বাড়তে থাকলে কোন মানবিক মূল্যবোধটি সংরক্ষণ করা উচিত।

প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার-আপ হন ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের মেলিসা নুনেজ। এরপর যথাক্রমে ছিলেন ভেনেজুয়েলার ক্লারা ভেগাস, ফিলিপাইনের বিয়া মিলান-উইন্ডর্স্কি এবং নিউজিল্যান্ডের জর্জিয়া ওয়াডিংটন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মারিও লোপেজ এবং ২০২২ সালের মিস ইউনিভার্স আর'বনি গ্যাব্রিয়েল।

জেনিফারের এই জয়ে পুয়ের্তো রিকোর আগের বিশ্বজয়ীদের তালিকায় যুক্ত হলো আরেকটি নাম–মারিসল মালারেট (১৯৭০), ডেবোরাহ কার্থি-দেউ (১৯৮৫), দায়ানারা টরেস (১৯৯৩), ডেনিস কুইন্যান্স (২০০১) এবং জুলিয়েকা রিভেরা (২০০৬)।

মিস ইউনিভার্স থেকে বাদ পড়ে যা বললেন মাহি

মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে এবার মুকুটের দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া হলো না বাংলাদেশের প্রতিনিধি সাি-মরা খান মাহির। প্রতিযোগিতার ৭৫তম আসরে সেরা ৩০ সেমিফাইনালিস্টের তালিকায় নাম না থাকায় প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার আক্ষেপ আর দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন তিনি।

প্রত্যাশিত ফল না আসার পর নিজের অনুভূতি ও চেষ্টার কথা সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরে মাহি বলেন, 'বিশ্বাস করুন, আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আমার দেশ, আমার মানুষ এবং আপনাদের ভালোবাসার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিজের জায়গা থেকে একটুও কমতি রাখিনি। আপনারাও আমার জন্য যেভাবে চেষ্টা করেছেন, যেভাবে দিনরাত পাশে থেকেছেন, তা আমি কখনো ভুলব না। তবুও আজ একটা কথা বলতে চাই আপনারা যে বিশ্বাস নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আপনাদের সেই প্রত্যাশার প্রতিদান দিতে না পারার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।' ফলাফল যাই হোক না কেন, পুরো পথচলার অভিজ্ঞতা ও দর্শকদের ভালোবাসাকেই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মনে করছেন এই প্রতিযোগী। তার কথায়, 'জীবনে সব চেষ্টা আমাদের প্রত্যাশিত ফলাফল নিয়ে আসে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেই চেষ্টার মূল্য নেই। কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু মুহূর্ত এবং কিছু অনুভূতি সারাজীবনের জন্য মনে থেকে যায়।

মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে বাংলাদেশের পথচলার ইতিহাস টেনে বলা যায়, ২০১৯ সালে শিরিন আক্তার শিলার হাত ধরে প্রথমবার এতে অংশ নেয় বাংলাদেশ। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে অনিকা আলম এবং গত বছর তানজিয়া জামান মিথিলা প্রথমবার সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়ে নতুন অধ্যায় রচনা করেন।

সেরা ৩০-এ জায়গা পেলেন যারা-

১. নিউজিল্যান্ড
২. চিলি
৩. ব্রাজিল
৪. ভারত
৫. নেদারল্যান্ডস
৬. টার্কস অ্যান্ড কেইকোস দ্বীপপুঞ্জ
৭. পেরু
৮. কিউবা
৯. সার্বিয়া
১০. ডমিনিকান রিপাবলিক
১১. কুরাসাও
১২. যুক্তরাষ্ট্র
১৩. ইসরাইল
১৪. ইকুয়েডর (দর্শক ভোটে নির্বাচিত)
১৫. পুয়ের্তো রিকো
১৬. তানজানিয়া
১৭. মেক্সিকো
১৮. গিনি
১৯. কলম্বিয়া
২০. ইউক্রেন
২১. পানামা
২২. কোস্টারিকা
২৩. উগান্ডা
২৪. ফিলিপাইন
২৫. ফ্রান্স
২৬. ইথিওপিয়া
২৭. বেলজিয়াম
২৮. ভেনেজুয়েলা
২৯. গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
৩০. নিকারাগুয়া



Anupam Barua, EA, MST.
IRS Enrolled Agent
M.Sc. in Taxation, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
B.A. in Accounting, Queens College, CUNY
Certification in Tax Planning, London School of Business - Administration, London, UK.
Ex Financial Analyst, Risk Management & Regulatory, a MNC

Services offered:
- Individual Income Tax
- Business Tax – Self Employed, S Corporation, Partnership, C Corporation
- Specialization in Dental and Medical Practices Taxation
- Tax Planning and Financial Consulting
- Accounting and Bookkeeping
- New Business Formation

Office
Anupam Barua & Associates, LLC
73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone: (646) 372-3420, (347) 935-3045
Email: ABTax747@Gmail.com
Appointment only. No Walk-in.

* আপনার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার ।
* একজন IRS Enrolled Agent, অথবা CPA অথবা Tax Attorney এর মাধ্যমে আপনার Tax সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করুন ।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets

Mirza M Zaman
(Shamim) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪











বর্নাঢ্য আয়োজনে স্টার ফার্নিচারের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

নিউইর্য়ক ঃ বর্নাঢ্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্টার ফার্নিচারের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

গত ২০ নভেম্বর লং আইল্যান্ডের ফারমিংডালে অবস্থিত অভিজাত ব্যাংকুয়েট দ্যা রয়েল পাম রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে ।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সিইও লায়ন রকি আলীয়ানের গ্রন্থনাও পরিকল্পনায় ও ফাতেমা শাহাব রুমা'র প্রানবন্ত ও সাবলীল উপস্থাপনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্টার ফার্নিচারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান দুলাল হোসেন মাল,বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন শাহ নেওয়াজ , বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম,সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী, লায়নস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এ জেড এম রাসেল, এটর্নি মঈন চৌধুরী,সাংবাদিক মুহাম্মদ সাঈদ,জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী ব্যবসায়ী এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, ও জেবিবিএ সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন, চিত্রনায়ক অমিত হাসান, ফকরুল ইসলাম দেলুয়ার, আজমল হোসেন কুনু, ফিরোজ আহমেদ, লায়ন আহসান হাবিব, তারেক হাসান খান, লায়ন হাসান জিলানী, ডিউক খান, মিয়া মোহাম্মাদ দুলাল, লায়ন এম, মফিজুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, লায়ন মাসুদ রানা তপন, মনির হোসেন, মহিউদ্দিন দেওয়ান, মশিউর রহমান মজুমদার, কাজী শাকাওয়াত হোসেন আজম,ব্যবসায়ী আব্দুর রশীদ বাবু, জে মোল্লা সানি, লায়ন এম, এস,আলম প্রমুখ ।

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানে দেশের জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন চন্দন চৌধুরী,নাজু আখন্দ, রোকসানা মির্জা, লিমন চৌধুরী, কামরুজ্জামান বকুল,ও আবতাব জনি ।

গত ১৫ বছর যাবত স্টার ফার্নিচার ইর্ষনীয় সাফল্যের সাথে ব্যবসা করে আসছেন । স্টার ফার্নিচারের যাত্রা শুরু ২০১১ সালে। লক্ষ্য ছিল পরিবারগুলোর জন্য সুন্দর, আরামদায়ক এবং মানসম্মত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠানটির প্রকাশিত ইতিহাস অনুযায়ী, ২০১২ সালে ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে শোরুম স্থাপনের মধ্য দিয়ে ব্যবসার সম্প্রসারণ শুরু হয়। ২০১৫ সালে জ্যাকসন হাইটস, ২০১৭ সালে নর্থ ব্রঙ্কস ও রিচমন্ড হিল এবং ২০২৩ সালে আরও একটি শোরুম যুক্ত হয় তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের শরীয়তপুরেও প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে। প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার ক্রেতা তাদের শোরুমগুলোতে আসেন। যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, চীন, কোরিয়া, তুরস্ক, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মেক্সিকো ও ব্রাজিলসহ বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশ থেকে সংগ্রহ করা আসবাবপত্র রয়েছে তাদের পণ্যের সম্ভারে।বাংলাদেশি কমিউনিটির একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার এই পথচলা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।এই অর্জন সামনের দিনগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা সবার ।

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ.সি.পি
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ



Visiting Hours:
Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

সাক্ষাতের সময়সূচিঃ
সোম-শুক্র ঃ বিকাল ৬টা-রাত ৯টা
শনি-রবি ঃ সকাল ৯টা- বিকাল ২টা

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ সি.পি

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board certified internal medicine

87-38 168 PL.
Jamaica, NY 11432
T: (718)-874-0076,
F: (718)-841-7499
Gobindapaul.PC@Outlook.com

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ
❖ ডায়াবেটিস
❖ হাইপারটেনশন
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা
❖ ইকেজি
❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ ব্লাড টেষ্ট
❖ TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন



Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি





আমরা ৭ দিনই খোলা সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে
বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইনান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিসিট করুন

www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
RUPAYAN GROUP
FDL lifestyle awaits
BUILD

www.jonmobhumi.com



এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ রাশি : সপ্তাহে প্রেম সম্পর্কে হোক বা বিবাহিত জীবন, নিজের সঙ্গীর প্রতি প্রচন্ড আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবল জীবনে নয়, নিজের মনেও সঠিক ভাবে স্থান দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে খুব ভাবনাচিন্তা করুন। গুরুজনদের নিয়ে একটু চিন্তা বৃদ্ধি হতে পারে। শিক্ষাবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং রন্ধনশিল্পীরা নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আয় যতই হোক, সঞ্চয়ের জন্য একটু ভাবতে হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

বৃষ রাশি : সন্তানেরা নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ যদি পায়, তা যেন কোনও ভাবে হাতছাড়া না করে। পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে গভীর চিন্তা করুন। হঠাৎ করে নতুন কোনও চাকরির যোগ আসতে পারে এবং চাকরির পরিবর্তনও হতে পারে। ব্যাঙ্কের কর্মীদের জন্য এই সপ্তাহটা একটু চাপের হতে পারে। বিবাহিত মহিলারা আজ নিজের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দিন। মায়ের শারীরিক উন্নতি হবে। কোথাও ভ্রমণে গিয়ে আটকে পড়ার যোগ রয়েছে। চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো।

মিথুন রাশি : গোটা সপ্তাহ জুড়ে মনের জোর বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও, মনের গতি মন্থর থাকবে। নৃত্যশিল্পীদের বাইরে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংযমী থাকুন। এই সপ্তাহে এমন কোনও কথা বলবেন না যার ফলে সম্পর্কে ভাঙন আসে। যাঁরা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খুব ভাল সময়। খাওয়ায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে, না হলে পেটের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। পড়াশোনার দিকে সময়টা খুবই অনুকূল থাকবে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের।

কর্কট রাশি : বিগত সময়ের তুলনায় ব্যবসায় এই সপ্তাহে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন।শেয়ারে একটু ওঠানামা দেখা যাবে, তবে খুব খারাপ ফল দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও গোপন তথ্য কাউকে বলবেন না। ঋণের অপেক্ষা এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে খুব চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। যাঁরা জমি ক্রয়-বিক্রয় করেন তাঁদের জন্য গোটা সপ্তাহটাই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। নিজের শরীরের দিকে একটু নজরের প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর জন্য কোথাও সুনাম প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আগে থেকে ভেবে রাখা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সফল হতে পারে। বিনোদনের জন্য এই সময়টা বেশ অনুকূল থাকবে।ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় এই সপ্তাহে যাবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ দেখতে পাবেন। বিবাহিত জীবনে সন্দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাধতে পারে। বন্ধু আপনার জন্য বিশেষ কোনও সুখবর আনতে পারে। বাড়ির কারও ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা থাকলে সপ্তাহের শেষের দিকে কিনতে পারেন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথমে ভাগ্য আপনার খুব বেশি সঙ্গ না দিলেও, শেষের দিকে ভাগ্যের সঙ্গ খুব ভাল পাবেন। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলেও, এই সপ্তাহে কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না।অভিনয়ের সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময় দেখা যাচ্ছে। বাবার চাকরি বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে। পুরনো লগ্নি করা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কোনও গুরুদায়িত্ব মাথায় এসে পড়তে পারে, এড়িয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন। সন্তানেরা বেশ বাধ্য থাকবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে নিযুক্ত হতে হবে।এই সপ্তাহে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত, একটু ভুলেই সমস্যা আসতে পারে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। অপরিচিত কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবেন না। কোনও মহিলার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। উচ্চ কোনও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় উন্নতি। সন্তান একটু অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুগন্ধি বিক্রেতারা ব্যবসায় খুব বেশি লাভের আশা রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ আপনার পক্ষেই থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : অন্য কোনও অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যবসায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রথম দিকে উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, শেষের দিকে আর এই সমস্যা থাকবে না। বাড়িতে এসে অফিসের কোনও বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। গর্ভবতী মহিলারা খুবই সাবধানে থাকুন, উঁচু স্থানে উঠতে যাবেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খুব শান্তি পাবেন। এই সপ্তাহে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাইরের মুখরোচক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল হবে। ওষুধ বিক্রেতাদের এই সপ্তাহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। মনের মতো বাড়ির কোনও জিনিস কিনতে পেরে খুব আনন্দ পাবেন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে কাউকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন না। ডায়াবেটিক রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কারও মনে দুঃখ দিয়ে ফেলবেন। মনের মতো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। পোশাক বিক্রেতাদের জন্য অভাবনীয় সময় হবে এই সপ্তাহটা। দুঃসাহসিক কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দক্ষতা দেখানোর সময়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্তদের এই সপ্তাহটা বেশ ভাল। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর রাশি : ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। অপরের জন্য অনেক করেও সুনামের পরিবর্তে বদনাম পাবেন।সম্পত্তি নিয়ে মামলা এই সপ্তাহে জিতে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা আপনার প্রশংসা করতে চাইতেন না, তাঁরা আপনার প্রশংসা আপনার সামনেই করবে। শ্বশুরবাড়ির দিকে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও মাঙ্গলিক কাজ হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে লক্ষভ্রষ্ট হতে পারেন। লেখা-পড়ায় বড় কোনও বাধা আসতে পারে। এই সপ্তাহে আয় যেমন হবে, ব্যয় সেই তুলনায় বেশি হবে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কৌলাহল পছন্দ হবে না, কোনও নির্জন জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃমিলন হবে।পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানোয় মনে খুবই শান্তি থাকবে। অফিসের কাজ নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে, সপ্তাহের শেষের দিকে এই সমস্যা কেটে যাবে। বাইরে খাবার খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে বন্ধুর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতে পারে। অফিসের কাজে বিশেষ মনোযোগ দরকার। কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাগ্যের বদল নিজেই অনুভব করতে পারবেন। মন খুব চঞ্চল থাকবে, ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িঘর সাজানোর জন্য খরচ হতে পারে। এই সপ্তাহে কোনও ডাক্তারি পরামর্শকে অবহেলা করা যাবে না। স্ত্রীর সৌভাগ্যে আপনার কোনও বড় সুযোগ আসতে পারে।

‘থ্যাঙ্কসগিভিং ডে’ শুরু হয়েছিল কীভাবে? রয়েছে দারুণ সব ইতিহাস

আমেরিকায় এই দিনটি বড়দিনের মতোই ধুমধাম করে পালিত হয়। এই দিনে মানুষ একে অপরকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী বছরের জন্য প্রার্থনা করেন। এই দিনটি উত্তর আমেরিকার একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব, যা এক ধরনের ফসল কাটার উৎসবও বটে। এই বছর ২৭ নভেম্বর থ্যাঙ্কসগিভিং ডে পালিত হচ্ছে। এই দিনটি উদযাপনের উদ্দেশ্য হল যে কোনও ধরনের সাহায্য বা সহযোগিতার জন্য কাছের বা অপরিচিত ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানানো। এই দিনে আপনি একটি বিশেষ উপায়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে পারেন। সাধারণত লোকেরা তাঁদের পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে এই দিনটি উদযাপন করেন এবং তাঁদের বাড়িতে একসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী খাবার খান।থ্যাঙ্কসগিভিং ডে কখন শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে অনেক রকমের মত রয়েছে। তবে আমেরিকার লোকেরা বিশ্বাস করেন যে এটি প্রথম ১৫৬৫ সালে ফ্লোরিডায় শুরু হয়েছিল। সেন্ট অগাস্টিন এই উৎসব প্রথম উদযাপন করেন। কিছু লোক বিশ্বাস করেন, প্রথম থ্যাঙ্কসগিভিং দিবসটি ১৬২১ সালে ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা উদযাপন করেছিল। ইউরোপীয় সেই সব মানুষ যাঁরা আমেরিকায় এসেছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের হাত ধরেই এটির সূচনা বলে মনে করা হয়। আমেরিকায় প্রথম সফল চাষ করার পর, তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশীদের ধন্যবাদ জানাতে একটি পার্টির আয়োজন করেন, যা থ্যাঙ্কসগিভিং ডে নামে পরিচিত হয়। এমনই মত অনেকের।



অনেকে আবার মনে করেন, থ্যাঙ্কসগিভিং দিবস উদযাপন করা শুরু করেছিলেন প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। ১৯৩৯ সালে তিনি শুরু করেন এর, যা পরবর্তীতে ১৯৪১ সালে মার্কিন কংগ্রেস দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। থ্যাঙ্কসগিভিং ডে আমেরিকায় ক্রিসমাসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই কারণেই এই দিনটি আমেরিকা জুড়ে একটি জাতীয় ছুটির দিন।বর্তমানে, কানাডায় অক্টোবর মাসে থ্যাঙ্কসগিভিং ডে পালিত হয়, যেখানে আমেরিকায় এই উৎসবটি নভেম্বরের চতুর্থ বৃহস্পতিবার পালিত হয়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বড় আকারে পালিত হয়। কানাডায় অত বড় আকারে পালন হয় না।

মূলত মার্কিনি সংস্কৃতির অংশ হলেও, বর্তমানে থ্যাঙ্কস গিভিং ডে পালন করছেন ভারতীয়রা। বন্ধুদের বা পরিবারের নিকটদের সঙ্গে যদি দেখা করার সুযোগ নাও পান, হোয়াটস অ্যাপ বা ফেসবুকের মাধ্যমেই তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন এই শুভেচ্ছা বার্তা। এটি মূল প্রতীকী একটি অনুষ্ঠান। আসলে পরস্পরের পাশে থাকা, আপাদে বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এবং আগামী দিনগুলির জন্য শুভেচ্ছা জানানোর উদ্দেশ্যেই বছরের পর বছর ধরে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে।

এর সঙ্গে খাওয়া খাওয়ার বিশেষ যোগ আছে। ঐতিহ্যবাহী নানা পদ এদিন রান্না হয়। সেটি ছাড়াও এদিন টার্কির মাংস খাওয়ারও চল। এদিন অনেকে আবার নতুন ফসলও রোপন করেন।











www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-448-5983, Fax: 347-275-0834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com



অধ্যাপক সুশান্ত রঞ্জন দেব ছিলেন আদর্শ, নৈতিকতা ও সুশিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: নিউইয়র্কে নাগরিক শোকসভায় বক্তারা

নিউইয়র্ক ঃ বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতির অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ সুশান্ত রঞ্জন দেবকে আদর্শ, নৈতিকতা ও সুশিক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন নিউইয়র্কে আয়োজিত তাঁর নাগরিক শোকসভায় বক্তারা। তাঁরা বলেন, একজন নিষ্ঠাবান ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর কর্মময় জীবন, শিক্ষা ও আদর্শ আগামী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের জ্যামাইকার একটি পার্টি হলে আয়োজিত এ শোকসভায় বক্তারা প্রয়াত অধ্যাপকের বর্ণাঢ্য শিক্ষকতা জীবন, শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান এবং মানবিক গুণাবলির কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁরা তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান।

শোকসভার শুরুতে প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

উলেখ্য, গত ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে মৃত্যুবরণ করেন অধ্যাপক সুশান্ত রঞ্জন দেব। তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে প্রায় ৩২ বছর শিক্ষকতা করেন। সরকারি সিটি কলেজ, ইসলামিয়া কলেজ, চকরিয়া কলেজ ও সীতাকুন্ড ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকতা করেছেন তিনি। শিক্ষকতার পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রয়াতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক সুদীপ্ত দেব। তিনি বলেন, তাঁর বাবা চকরিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করলেও পরবর্তী সময়ে সীতাকুন্ডে ফিরে আসেন। এ কারণে সীতাকুন্ড উপজেলার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি সেখানকার মানুষের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে বক্তব্য দেন অধ্যাপক দেবের সাবেক ছাত্র, সীতাকুন্ড উপজেলা সমাজকল্যাণ ফেডারেশন ও ডায়াবেটিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. গিয়াস উদ্দিন এবং বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মো. জাহাঙ্গীর। তাঁরা সীতাকুন্ড কলেজের উন্নয়নে অধ্যাপক দেবের অবদানের কথা স্মরণ করেন। বিশেষ করে কলেজের রজতজয়ন্তী আয়োজন সফল করতে তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

অধ্যাপক দেবের সাবেক ছাত্র ও নিউইয়র্কে চ্যানেল আইয়ের প্রধান রাশেদ আহমেদ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর শিক্ষকের শিক্ষকতা পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং অনুপ্রেরণামূলক নানা স্মৃতি তুলে ধরেন।

শোকসভায় আরও বক্তব্য দেন প্রো হেলথ কেয়ারের প্রেসিডেন্ট মামুন রশীদ, গীতিকার মাহফুজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সাবেক সহসভাপতি মো. নজরুল ইসলাম, সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, চবি অ্যালামনাইয়ের মাহমুদ আহমেদ ও বিষ্ণু গোপ, চট্টগ্রাম সমিতির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কামাল হোসেন মিঠু এবং অধ্যাপক এমওজি রাসেলসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে চবি অ্যালামনাইয়ের পক্ষ থেকে প্রয়াত অধ্যাপকের পরিবারের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়ে একটি শোকবার্তা তাঁর ছেলে সুদীপ্ত দেবের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শোকসভায় বক্তারা বলেন, অধ্যাপক সুশান্ত রঞ্জন দেব শুধু একজন শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন নৈতিকতা, নিষ্ঠা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্বশীলতা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।



নিউইয়র্কে "প্রবাহ" এর ২৩তম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্রের ২৩তম সাহিত্য সভা। বাংলা সাহিত্যের দুই বিশিষ্ট কবি ফররুখ আহমদ ও আবুল হাসানকে স্মরণ করে আয়োজিত এ সভায় আলোচনা, স্বরচিত কবিতা ও ছড়া পাঠ এবং কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে সাহিত্য-সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত আসর।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কে. এম. ফজলুল হক। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কবি আবুল বাশার। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কবি ও সংগঠক সোহেল হামিদ।

সভায় বক্তব্য ও সাহিত্য পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন টিভি উপস্থাপক ও বাচিক শিল্পী জি. এম. ফারুক খান, বাচিক শিল্পী এম. এ. সাদেক, কবি ও অ্যাক্টিভিস্ট মোহাম্মদ আজিজুর রহমান এবং কবি, ছড়াকার ও রম্যরচয়িতা মো. মোশাররফ হোসেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন এইচ. এম. হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুর রউফসহ আরও অনেকে।

আলোচনায় বক্তারা কবি ফররুখ আহমদের কাব্যপ্রতিভা, ইসলামী চেতনা ও স্বতন্ত্র সাহিত্যদর্শন এবং কবি আবুল হাসানের আধুনিক কাব্যভাষা, জীবনবোধ ও মানবিক অনুভূতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বাংলা সাহিত্যে এই দুই কবির অনন্য অবদানের কথা তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

জি. এম. ফারুক খান কবি আবুল হাসানের একটি কবিতা এবং ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের 'বাংলাটা ঠিক আসে না' কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

এম. এ. সাদেক কবি ফররুখ আহমদের সমাধিস্থল পরিদর্শনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, কবি ফররুখ যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। তিনি কবির বিখ্যাত 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

মো. মোশাররফ হোসেন বলেন, কবি ফররুখ আহমদ তাঁর পাশাপাশি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর স্বকীয় বিশ্বাস ও আদর্শে তিনি অবিচল ছিলেন। কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি মাথা নত করেননি। এ সময় তিনি তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান বলেন, কবি ফররুখ কারও প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী চিন্তা, চেতনা ও আদর্শ তুলে ধরেছেন। 'লাশ' কবিতাকে তিনি কবির এক অমর সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেন।

আবুল বাশার কবি ফররুখ আহমদকে ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, কবি আল মাহমুদও কবি ফররুখের সঙ্গে কথোপকথনের প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের বাঁক পরিবর্তনে ফররুখ আহমদের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন।

অনুষ্ঠানের উপস্থাপক সোহেল হামিদ কবি আবুল হাসানকে ষাট ও সত্তরের দশকের অন্যতম সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আবুল হাসানের কবিতা পাঠকহৃদয়ে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। মাত্র ২৮ বছর বয়সে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে তাঁর অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ কবি আবুল হাসানের 'একলা বাতাস' কবিতাটি পাঠ করেন।

স্বরচিত কবিতা ও ছড়া পাঠ এবং কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য।

প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখা এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করার প্রত্যয়ে প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের এ আয়োজন ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ।









অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

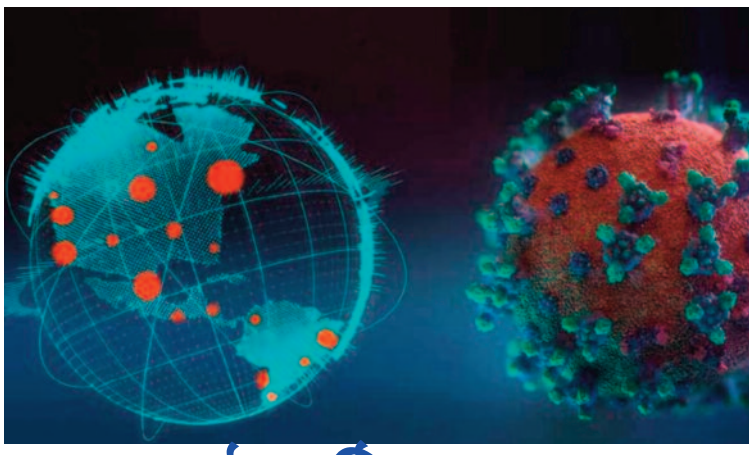

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর ও হজমশক্তি বাড়াতে দৈনিক যেসব খাবার খাবেন

হজমশক্তি বাড়াতে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় চিয়া সিড, পেয়ারা ও ছোলার মতো সহজলভ্য ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার রাখার পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর ও হজমশক্তি বাড়াতে খাদ্যতালিকায় রাখুন ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার রাখা জরুরি হলেও অনেকেই তা এড়িয়ে যান। ফাইবার পেট ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ, হৃদ্যন্ত্রের সুরক্ষা এবং রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখায় ক্ষুধা ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ফাইবারের ঘাটতি পূরণে দামি খাবার বা বিশেষ ডায়েট প্ল্যানের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন পুষ্টিবিদ লভনীত বাত্রা।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, দৈনন্দিন সাধারণ কিছু খাবারের মাধ্যমেই শরীরের প্রয়োজনীয় ফাইবার সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব। এই পুষ্টিবিদের মতে, এক টেবিল চামচ চিয়া সিড থেকে প্রায় ৫ গ্রাম এবং একই পরিমাণ তিসি বীজ থেকে ৪ গ্রাম ফাইবার পাওয়া যায়। এগুলো দই বা ওটসের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। ডাল ও শিমজাতীয় খাবারের মধ্যে প্রায় ৩০ গ্রাম কাঁচা কালো ছোলায় ৮ গ্রাম, রাজমায় ৭ গ্রাম এবং লোবিয়ায় ৬ গ্রাম ফাইবার থাকে। এমনকি একটি মাঝারি আকারের গমের আটা, বাজরা বা জোয়ারের রুটি থেকেও প্রায় ৩ গ্রাম ফাইবার পাওয়া যায়।

ফলের মধ্যে পেয়ারায় ৮ গ্রাম, ডালিমে ৬ গ্রাম এবং নাশপাতিতে ৫ গ্রাম ফাইবার রয়েছে। সবজির মধ্যে সজনে ডাঁটা, মিষ্টি আলু ও ফ্রেঞ্চ বিনস খাদ্যতালিকায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি নাশতা হিসেবে ফলের রসের বদলে গোটা ফল এবং খোসাসহ ভাজা ছোলা ও ভাজা মাখানা বেছে নেওয়ার কথা বলেছেন।

লভনীত বাত্রার হিসাব অনুযায়ী, সাধারণ খাবার থেকেই দিনে প্রায় ৩৫ গ্রাম ফাইবার পাওয়া সম্ভব। দিনের শুরুতে একটি মাঝারি পেয়ারা (৮ গ্রাম), দুপুরে কালো ছোলার তরকারি (৮ গ্রাম), একটি মাঝারি ডালিম (৬ গ্রাম), দই বা নাশতায় এক টেবিল চামচ চিয়া সিড (৫ গ্রাম), বিকেলে ভাজা ছোলা (৫ গ্রাম) এবং একটি মাঝারি রুটি (৩ গ্রাম)।

তবে একবারে প্রচুর ফাইবার না খেয়ে ধীরে ধীরে এর পরিমাণ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এই পুষ্টিবিদ, যাতে পরিপাকতন্ত্র সহজে মানিয়ে নিতে পারে। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত পানি পান করাও অত্যন্ত জরুরি।

কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ওটস কতটা কার্যকর?

প্রতিদিনের খাবারে ওটস রাখলে রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমানো, খাবারের পর রক্তে শর্করার হঠাৎ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে উপকার পাওয়া যেতে পারে। ভারতের এইমস ও যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিপাকতন্ত্রের চিকিৎসক ডা. সৌরভ শেঠি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে নিয়মিত ওটস খাওয়ার পাঁচটি সম্ভাব্য উপকারের কথা জানিয়েছেন।

ওটস একধরনের শস্যজাত খাবার। চিকিৎসক জানান, এতে বিটা-গ্লুকান নামের একধরনের পানিতে দ্রবণীয় খাদ্যআঁশ রয়েছে। এটি রক্তে 'খারাপ' কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করতে পারে। রক্তে এই কোলেস্টেরল বেশি থাকলে হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়ে।

দ্বিতীয়ত, ওটসের খাদ্যআঁশ খাবার থেকে গ্লুকোজ বা শর্করা শরীরে শোষণের গতি কমাতে সাহায্য করে। ফলে খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা কমতে পারে। যারা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তাদের জন্য এটি উপকারী হতে পারে।

তৃতীয়ত, ওটসে এমন খাদ্যআঁশ রয়েছে, যা অন্ত্রে বসবাসকারী উপকারী জীবাণুর খাবার হিসেবে কাজ করে। এগুলোকে প্রিবায়োটিক আঁশ বলা হয়। এসব আঁশ উপকারী জীবাণুর পুষ্টি জুগিয়ে অন্ত্রের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

চতুর্থত, ওটস খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা অনুভূত হতে পারে। এতে বারবার ক্ষুধা লাগা এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে অপ্রয়োজনীয় খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমতে পারে।

পঞ্চমত, ওটসের খাদ্যআঁশ নিয়মিত মলত্যাগে সহায়তা করে। পাশাপাশি মলের স্বাভাবিক গঠন বজায় রাখতেও ভূমিকা রাখে। ফলে হজমপ্রক্রিয়া ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এটি উপকারী হতে পারে।

চিকিৎসক সৌরভ শেঠির মতে, ওটসের এসব সম্ভাব্য উপকার মূলত এতে থাকা খাদ্যআঁশের কারণে পাওয়া যায়। তবে প্রতিদিন ওটস খেলেই সব ধরনের স্বাস্থ্যসমস্যা প্রতিরোধ বা নিরাময় হবে, এমন নয়। সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে নিয়মিত ওটস খাওয়া উপকারী হতে পারে।

মাংস না খেয়েও শরীরে আয়রন বাড়ানোর ৫ উপায়

শরীরে আয়রনের ঘাটতি দূর করতে শুধু মাংস খাওয়ার প্রয়োজন নেই। শাকসবজি, ডাল, বাদামসহ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাবার থেকেও আয়রন পাওয়া যায়। তবে এসব খাবার কীভাবে রান্না ও খাওয়া হচ্ছে, তার ওপর শরীর কতটুকু আয়রন শোষণ করতে পারবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞরা আয়রন শোষণ বাড়ানোর পাঁচটি উপায় জানিয়েছেন।

আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে। হিমোগ্লোবিন শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। আয়রনের ঘাটতি হলে ক্লান্তি, দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

প্রথমত, শাকসবজি সঠিকভাবে রান্না করতে হবে। পালংশাকে অক্সালেট নামের উপাদান রয়েছে, যা আয়রন শোষণে বাধা দেয়। পালংশাক সেদ্ধ করলে অক্সালেটের পরিমাণ কমে। তবে বাঁধাকপি ও লেটুসের মতো সবজি কাঁচা বা ভাপে রান্না করলে ভিটামিন সি বেশি বজায় থাকে।

দ্বিতীয়ত, আয়রনসমৃদ্ধ খাবারের সঙ্গে ভিটামিন সি খেতে হবে। যেমন খাবারের সঙ্গে লেবুর রস যোগ করা যেতে পারে। ভিটামিন সি উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে আয়রন শোষণ বাড়াতে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, গাঁজন করা খাবার খাওয়া উপকারী হতে পারে। গাঁজন প্রক্রিয়ায় শস্য ও বীজে থাকা ফাইটিক অ্যাসিড কমে, যা আয়রন শোষণে বাধা দেয়। এ ক্ষেত্রে গাঁজন করে তৈরি বিশেষ ধরনের রুটি একটি বিকল্প।

চতুর্থত, শুধু বাড়তি আয়রন মেশানো খাবারের ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, অনেক প্রক্রিয়াজাত খাবারে যোগ করা আয়রন শরীর সহজে শোষণ করতে পারে না।পঞ্চমত, খাবারের সঙ্গে চা-কফি এড়িয়ে চলা ভালো। এগুলোতে থাকা কিছু উপাদান আয়রন শোষণ কমায়। ইস্ট অ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুসান ফেয়ারওয়েদার-টেইট খাবারের অন্তত দুই ঘণ্টা পর চা পান করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আয়রনের সম্পূরক ওষুধ না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

চিকিৎসকের প্রথম দায়িত্ব সত্য বলা

স্বাধীনতা পুরস্কার পাওয়া কিডনি প্রতিস্থাপন বিশেষজ্ঞ ও শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক ডা. কামরুল ইসলাম। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং জাতীয় কিডনি রোগ ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউটে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০০৫ সালে জাতীয় কিডনি রোগ ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউটে কিডনি প্রতিস্থাপন শুরু করেন। পরে ২০০৭ সালে তিনি রাজধানীর শ্যামলীতে প্রতিষ্ঠা করেন সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (সিকেডি) হাসপাতাল। সেখানে এ পর্যন্ত তিনি দুই হাজার ২৬০টি কিডনি প্রতিস্থাপন করছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন শিমুল মাহমুদ

কঠিন অস্ত্রোপচার, অনিশ্চিত ফল–এসব জেনেও কিডনি প্রতিস্থাপনে এসেছেন...

শুরুতে ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি দেখে কঠিন মনে হতো। অস্ত্রোপচার দীর্ঘ, অনেক সময় প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যেত না।

পরে জাতীয় কিডনি রোগ ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউটে ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারিতে দায়িত্ব পাই। মনে হলো, কাজটি কাউকে না কাউকে শুরু করতে হবে।

চিকিৎসকের প্রথম দায়িত্ব সত্য বলাসরকারি চাকরি ছেড়ে বেসরকারি উদ্যোগে এলেন কেন?

চিকিৎসকের দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে রোগী বেশি, কাজ শেখার সুযোগও বেশি।

কিন্তু একটা পর্যায়ের পর নতুন কিছু করার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ নানা বাধা থাকে। তখন মনে হয়েছে, নতুন কিছু করতে হলে ঝুঁকি নিতে হবে। সে কারণেই বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ নিয়েছি।

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
• মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি
Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com

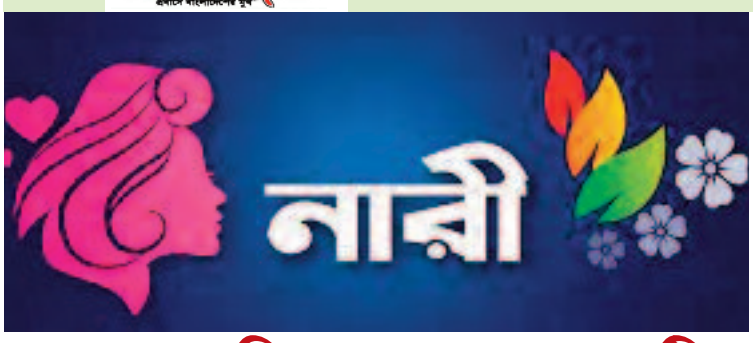

দ্রুত রায় কি জনরোষের সন্তুষ্টি?

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম

আদালতে রসু খাঁ নিজের ১১টি হত্যাকা"ের দায় স্বীকার করেছিলেন। একাধিক মামলায় মৃত্যুদ"প্রাপ্ত দেশের নথিভুক্ত প্রথম সিরিয়াল কিলার রসু খাঁ এখনও কারাগারে। ১১ নারীকে হত্যার দায়ে ২০১৫ সালে নিম্ন আদালত তাঁর মৃত্যুদ" দিয়েছিলেন। হাইকোর্টও সেই রায় বহাল রাখেন। কিন্তু আপিল বিভাগে চূড়ান্ত শুনানির অপেক্ষা এখনও শেষ হয়নি।

রসু খাঁর মামলার রায় কার্যকরের প্রসঙ্গ মনে এলো ঢাকার পল্লবীতে বহুল আলোচিত শিশু হত্যাকা" মামলায় উচ্চ আদালতে আসামি সোহেল রানার মৃত্যুদ" বহাল থাকার খবরে। আমরা লক্ষ্য করি, যেসব ঘটনা নিয়ে জনরোষ তৈরি হয়, সেসব মামলার বিচারিক কার্যক্রম নিম্ন আদালতে তুলনামূলক দ্রুত শেষ হয়। এতে জনরোষ অনেকটা প্রশমিত হয়। সময়ের সঙ্গে ঘটনাটি মানুষের স্মৃতি থেকেও ক্রমে ফিকে হতে থাকে। মাগুরার শিশু ও মিরপুরের শিশু হত্যার বিচার প্রক্রিয়ায়ও এমন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সোহেল রানার মৃত্যুদ" বহাল থাকার রায় নিঃসন্দেহে প্রত্যাশিত। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত রায় বাস্তবায়ন হয় কতদিনে?

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় রায় ঘোষণা থেকে সেটার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পর্যন্ত পথটি দীর্ঘ এবং জটিল। প্রচলিত ফৌজদারি আইন ও সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী, এমনকি উচ্চতম আদালতে মৃত্যুদ"ের মতো সর্বোচ্চ শাস্তি বহাল থাকার পরও দ" কার্যকরের আগে আসামির সামনে আরও কয়েকটি আইনি সুযোগ থাকে। সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মৃত্যুদ" বহাল থাকলে আসামি আপিল বিভাগে আপিল করতে পারেন। সেখানে সাজা বহাল থাকলে রিভিউ আবেদনের সুযোগ রয়েছে। সবশেষে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করতে পারেন। অর্থাৎ হাইকোর্টের রায়ই মৃত্যুদ" কার্যকরের চূড়ান্ত নির্দেশ নয়।

বিচারহীনতার অনেক উদাহরণের এই দেশে বিচার পেলেও চূড়ান্ত রায় বাস্তবায়নে দীর্ঘ অপেক্ষা অপরাধপ্রবণতা বাড়ারই ঝুঁকি তৈরি করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০ মে পর্যন্ত সাড়ে চার মাসে বাংলাদেশে ১১৮ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণচেষ্টার শিকার আরও অনেকে। কুমিল্লায় একজন স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে পল্লবীর শিশুটির হত্যা মামলার আসামির নিম্ন আদালতে মৃত্যুদ"াদেশের পর। পুলিশ সদরদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে নারী ও শিশু নির্যাতনের অভিযোগে ১২ হাজার ৪৪৬টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা চার হাজার ২৫টি। সুতরাং মামলা ও রায়ই যে দেশের অপরাধ থামানোর জন্য যথেষ্ট নয়- এটা স্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে রায় কার্যকরই সবচেয়ে জরুরি; এর আগের প্রতিটি ধাপ প্রক্রিয়া মাত্র।

হত্যার অপরাধে ২০০৩ সালের অক্টোবরে আতাউর মৃধা ও আনোয়ার হোসেন নামে দুই আসামির মৃত্যুদ"ের রায় দিয়েছিলেন আদালত। ২০০৭ সালের অক্টোবরে হাইকোর্ট বিভাগ তাদের মৃত্যুদ" বহাল রাখেন। অর্থাৎ চার বছর গেল এখানে। এরও ১০ বছর পর, ২০১৭ সালে আপিল বিভাগ সেই দুই আসামির সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদ" দেন। আসামি আতাউর মৃধা আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনও করেন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়ার পরও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দ"প্রাপ্ত আসামির আরও বহু বছর রায়ের বাস্তবায়ন বিলম্বিত করতে পারেন। ওই মামলাটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

দেশের আলোচিত ধর্ষণ ও হত্যাকা"গুলোর একটি ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরে ইয়াসমিন আক্তার হত্যাকা"। সেই মামলার রায় কার্যকর হতে সময় লেগেছিল ৯ বছর। ডেথ রেফারেন্স নিষ্পত্তির পরিসংখ্যানও মৃত্যুদ"ের রায়ের আরেকটি বাস্তবতা সামনে আনে। আইন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হওয়া ৫৭টি ডেথ রেফারেন্সের মধ্যে ৩৮টিতে মৃত্যুদ" অনুমোদন করা হয়নি। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত নিষ্পত্তি হওয়া ২২টি মামলার ১৯টিতেই মৃত্যুদ" বহাল থাকেনি। এ পরিসংখ্যান দেখায়, বিচারিক আদালতের দেওয়া সর্বোচ্চ শাস্তি উচ্চ আদালতে গিয়ে পরিবর্তিত হওয়ার যথেষ্ট নজির রয়েছে। পল্লবীর শিশু হত্যাকা" মামলায় আসামি সোহেল রানা উচ্চ আদালতের ধাপ অতিক্রম করলেও তাঁর সামনে এখনও আপিল ও রিভিউয়ের আইনি সুযোগ রয়েছে।

পাঠকের মনে থাকার কথা মাগুরার শিশুটির হত্যাকা"। এক বছরের বেশি সময় আগে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সহিংসতার শিকার হয়ে মারা যাওয়া শিশুটির দেহ এরই মধ্যে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কবরে। অথচ উভয় আদালতে প্রাপ্ত রায় এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। এটা ঠিক, মৃত্যুদ"ের মামলায় পেপারবুক তৈরি করতে হয়। সেটি প্রস্তুত না হলে শুনানি শুরু করা যায় না। এসব কাজে কখনও কখনও ১০ বছর লেগে যেতে পারে বলে আইনজীবীরা মনে করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই দীর্ঘসূত্রতার পেছনে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাই দায়ী, নাকি সদিচ্ছারও অভাব? বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ দ্রুত ও কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশেষত শিশু ও নারী নির্যাতনের মতো নৃশংস অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারপ্রত্যাশীদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখলে আরও বেশি অপরাধ বাড়তে থাকে।

জনরোষের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী নয়। ঘটনার পরপরই মানুষের তীব্র ক্ষোভে দ্রুত বিচারের দাবি ওঠে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই ক্ষোভ স্তিমিত হয়। রাষ্ট্র ও বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব জনরোষের ওপর নির্ভর করে নয়; অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার নিশ্চিত করা। বিচার কার্যকর না হলে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। পল্লবীর শিশুটির হত্যাকা"ের ঘটনায় নিম্ন আদালতের রায় উচ্চ আদালতে বহাল থাকার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, চূড়ান্ত পরিণতি দেখতে আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে? নাকি নৃশংসতার চূড়ান্ত দেখানো সোহেল রানার ভাগ্যও 'সুপ্রসন্ন' হবে সিরিয়াল কিলার রসু খাঁর মতো?

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম: সহকারী সম্পাদক, সমকাল

'অনার কিলিং' প্রাণ নিচ্ছে নারীর

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম

মেয়ের জীবনের বিনিময়ে পরিবারের সম্মান রক্ষা কি বেশি জরুরি? ২০১৫ সালে জয়পুরহাটের তুলসীগঙ্গা নদীতে শ্বাসরোধে হত্যা করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল পারুলের মরদেহ। হত্যার পেছনে ছিলেন তারই বাবা। চলতি বছরের জুলাইয়ে খুলনায় উদ্ধার হয় নির্জনার বস্তাবন্দি লাশ। পরে জানা যায়, নির্জনাও খুন হয়েছেন বাবা-মায়ের হাতে। প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। এ দিন থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত চলে ১৬ দিনব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রচারাভিযান। কিন্তু নারী যখন নিজের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল পরিবারেই অনিরাপদ, তখন পথে-ঘাটে কিংবা সমাজে তার নিরাপত্তা কতখানি নিশ্চিত করা সম্ভব?

নারীকে নিজের সিদ্ধান্তের জন্য শাস্তি দেওয়ার সামাজিক প্রবণতা নতুন নয়। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এক ঐতিহাসিক রায়ে বিচারবহির্ভূত যে কোনো শাস্তিকে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করেন। সেই রায়ের পেছনে বড় প্রভাব ছিল শরীয়তপুরের ১৪ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া। ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরীকে মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে সালিশ বসিয়ে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িত বলে ১০১টি দোররা মারার ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। গুরুতর আহত কিশোরীকে চিকিৎসা নিতে দেওয়া হয়নি গ্রামের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের বাধায়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। প্রথম ময়নাতদন্তে শরীরে আঘাতের চিহ্নও পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ধর্ষণের শিকার নারীর সঙ্গে ধর্ষকের বিয়ে বন্ধে সরকারকে নির্দেশনা দেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে রিট করতে হয়েছে এ ঘটনার এক যুগেরও বেশি সময় পর। দিনাজপুরের ইয়াসমিন থেকে শরীয়তপুরের হেনা এ দেশে এমন অনেক নারী ও কিশোরী প্রাণ হারিয়েছে অন্য মানুষের হাতে। এখন আরও ভয়ংকর এক বাস্তবতা সামনে আসছে, যার নাম ঘুরেফিরে 'অনার কিলিং'।

নারী বা পুরুষ যেই হোক, সম্মান রক্ষার নামে কাউকে হত্যার ধারণাই ভয়াবহ, বর্বরোচিত। অথচ এমন অপরাধের পেছনে এখনও 'সম্মান', 'মানসম্মান', 'বংশের মর্যাদা' কিংবা 'সামাজিক অবস্থান' রক্ষার যুক্তি হাজির করা হয়। বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের নিরাপত্তায় আইন, নীতি ও বিভিন্ন সুরক্ষামূলক উদ্যোগ থাকলেও পরিবার ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভেতরে সংঘটিত সহিংসতা প্রতিরোধে সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পরিবারের ভেতরে হুমকি, আটকে রাখা, মারধর, জোরপূর্বক বিয়ে, নজরদারি কিংবা সম্পর্কের কারণে প্রাণনাশের ভয় অনেক সময় ব্যক্তিগত বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। অথচ এসব আচরণ হত্যার পূর্বাভাস হতে পারে। হুমকিকে গুরুত্ব দেওয়া, ঝুঁকি শনাক্ত ও তাৎক্ষণিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে অনেক প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। অপরাধের বিচার নিশ্চিত করা ও হত্যার আগেই ভুক্তভোগীকে সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা বাড়াতে হবে রাষ্ট্রকে।

বাংলাদেশে হত্যার বিচার ও শাস্তির জন্য দ"বিধি ১৮৬০-এর ৩০২ ধারা রয়েছে। হত্যা, হত্যাচেষ্টা, আঘাত, অবৈধ আটকসহ সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিচার বিদ্যমান আইনেই করা সম্ভব। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির সুরক্ষার আইনি কাঠামো দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা কেবল আইন থাকা বা না থাকার নয়। সমস্যা আইনের নাগাল পাওয়া, হুমকির গুরুত্ব অনুধাবন, দ্রুত সুরক্ষা ও কার্যকর প্রয়োগের। পরিবার থেকে প্রাণনাশের হুমকি পাওয়া নারী থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে ভয় পেলে, অভিযোগ গুরুত্ব না পেলে কিংবা সামাজিক মীমাংসার নামে তাকে আবার নির্যাতনকারীর কাছে ফিরে যেতে চাপ দেওয়া হলে কাগজে থাকা সুরক্ষা বাস্তবে কতটা কার্যকর?

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ২০২৬ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ের পারিবারিক সহিংসতার পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, বছরের প্রথম ছয় মাসে ৯১ জন নারী স্বামীর হাতে এবং ২১ জন নারী অন্যান্য পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন। এসব পরিসংখ্যান পারিবারিক পরিসরেই নারীর নিরাপত্তাহীনতার ভয়াবহতা তুলে ধরে। তবে সম্মানের নামে হত্যার প্রকৃত চিত্র জানতে এ ধরনের অপরাধের পৃথক তথ্য সংগ্রহ জরুরি। বাংলাদেশে সম্মানজনিত হত্যাকা"ের নির্ভরযোগ্য, নিয়মিত ও পৃথক জাতীয় পরিসংখ্যান সহজলভ্য নয়। হত্যা, আত্মহত্যা, নিখোঁজ কিংবা পারিবারিক সহিংসতার সাধারণ তথ্যের মধ্যে এসব ঘটনা হারিয়ে গেলে অপরাধের ধরন, প্রবণতা ও ঝুঁকির মাত্রা বোঝা কঠিন। তথ্য ছাড়া নীতি প্রণয়ন কার্যত অনুমাননির্ভর হয়ে থাকে।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

সৈয়দ এ. এফ. এম. মঞ্জুর-এ-খোদা

কাজ করতেন বনু মুসার তিন ভাই-মুহাম্মদ, আহমাদ ও হাসান (৯ম শতাব্দী); তাদের তৈরি করা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো ছিল আজকের রোবটিক্সে পূর্বসূরি। অন্যদিকে, আরবের প্রথম দার্শনিক আল-কিন্দি (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) যুক্তি ও দর্শনের আলো দ্বারা মানুষের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করতেন। জ্যোতির্বিদ আল-বাত্তানি (৮৫৮-৯২৯ খ্রি.) সৌরবছরের যে নিখুঁত দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেছিলেন, তা আজও বিজ্ঞানীদের অবাক করে দেয়। রসায়ন গবেষণাগারে জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২১-৮১৫ খ্রি.) যখন রসায়নের অপরিহার্য সূত্রগুলো আবিষ্কার করছিলেন, ঠিক তখনই জীববিজ্ঞানী আল-জাহিজ (৭৭৬-৮৬৮ খ্রি.) তার গবেষণায় প্রাণীদের বিবর্তনের তথ্য দিচ্ছিলেন, যা ছিল তার সময়ের চেয়েও কয়েকশ বছর এগিয়ে। এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক ইবনে সিনার (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) মতো জ্ঞানী-গুণিজন সরাসরি বাইতুল হিকমাহর সদস্য না হলেও এ প্রতিষ্ঠানের অনুবাদ করা গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেই তাদের জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন।

বায়তুল হিকমাহর এ সুবিশাল কর্মযজ্ঞ নিছক কোনো শখের বিষয় ছিল না। ঐতিহাসিক সূত্রগুলো থেকে জানা যায়, বায়তুল হিকমাহর অনুবাদক, লেখক, বাঁধাইকারী থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী-সবার বেতন এবং বই, কাগজ, কালি ও খাবারের ব্যয়ভার বহনের জন্য অকল্পনীয় বিশাল বাজেট বরাদ্দ ছিল। খলিফা আল-মামুনের আমলে শুধ বায়তুল হিকমাহর গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্যই প্রায় দুই লাখ দিনার ব্যয় করা হয়েছিল, যা বর্তমান সময়ের হিসাবে কমপক্ষে ১৫০০ কোটি টাকার সমতুল্য। তৎকালীন ঐতিহাসিক নথি অনুযায়ী, একজন উচ্চপদস্থ অনুবাদককে মাসে প্রায় ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা বা দিনার বেতন দেওয়া হতো। (সূত্র : এযব ঐড়ঁংব ড়ভ ডরংফড়স, ঔরস অষ-কযধষরষর) এভাবেই খলিফা আল মামুনের উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বায়তুল হিকমাহ একটি সাধারণ পাঠাগার থেকে তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম অনুবাদ কেন্দ্র, বিদ্যাপীঠ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরিণত হয়।

ধ্বংসের করুণ ইতিহাস

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বায়তুল হিকমাহর ইতিহাসের স্বর্ণালি অধ্যায়টি করুণভাবে থমকে যায় ১২৫৮ সালে। সে সময় বাগদাদ দখলের উদ্দেশ্যে চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খানের মোঙ্গলীয় বাহিনী প্রাচীন এ নগরীতে হামলা করে এক নজিরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং প্রায় ১৬ লাখ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। বর্ণিত আছে, ইরাকবাসীর রক্তে এক সপ্তাহ পর্যন্ত দজলা নদীর পানির রং লাল হয়ে ছিল। শুধু তাই নয়, হালাকু খানের বাহিনী তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রাণকেন্দ্র বায়তুল হিকমাহর ভবনটিকে ধ্বংস করে এর ভেতরে থাকা লক্ষাধিক অমূল্য গ্রন্থ দজলা নদীতে ফেলে দেয়। বলা হয়, বইয়ের স্তূপে দজলা নদী এমনভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, মোঙ্গল সেনারা সেই বইগুলোর ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে নদী পার হতে পারত। আর এভাবেই শত বছরের অর্জিত মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানরাশি মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দজলা নদীর অতল গহ্বরে চিরতরে হারিয়ে যায়। যদিও পরে বায়তুল হিকমাহর পতনের পর স্পেনের কর্ডোভা লাইব্রেরি কিংবা কায়রোর দারুল হিকমাহ অনেক সুখ্যাতি লাভ করেছিল, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানগুলো বায়তুল হিকমাহর অভাব কখনোই পূরণ করতে পারেনি।

বায়তুল হিকমাহ আজ হয়তো ইতিহাসের পাতায় শুধু ধুলোমাখা এক স্মৃতি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আজও তাদের ছোঁয়া রয়ে গেছে। আজ যখন আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করি, তখন আমরা ঋণী হই বীজগণিতের জনক আল খাওয়ারিজমির কাছে, যখন আমরা রোবট কিংবা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, তখন ঋণী হই বনু মুসার ৩ ভাইয়ের কাছে, আর যখন আমরা চশমা কিংবা মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করি, তখন ঋণী হয়ে যাই আল কিন্দির কাছে। এ ইতিহাস আমাদের শেখায় যে, একটি জাতির প্রকৃত শক্তি তার অর্থবিত্তে নয়, বরং তার জ্ঞানচর্চার মানসিকতায় নিহিত। সত্য তো এটাই-বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র হয়ে ওঠে, যখন তা ব্যয় হয় মানবজাতির কল্যাণে (কাশফুল খাফা, হাদিস নং ১০০৫)। তাই মহান আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ জানাই-হে পরম করুণাময়! আমাদের মাঝে আবারও সেই বায়তুল হিকমাহর জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিন, আমাদের তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে জ্ঞানের সেই তৃষ্ণা জাগিয়ে দিন, যেন কলমের শক্তিতে মুসলিম উম্মাহ আবারও শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। আমিন।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন

কায়দায় ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতায় টিকে থাকার লোভে এক পক্ষ অপর পক্ষকে মোকাবিলা করার জন্য রাজপথে মারামারি, হানাহানি, জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর, বোমাবাজি অব্যাহত রেখে সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়, সে ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে বাঁচার জন্য নতুন করে ভাবতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষকে টার্গেট করেই এসব আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালিত হয়। অন্যথায় কালাচাঁদ শেখের মতো নিরীহ বাসচালককে প্রাণ দিতে হবে কেন? যে সময়ে কালাচাঁদ শেখের স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা অপেক্ষায় ছিলেন তিনি বাড়ি ফিরলে তাঁর উপার্জিত অর্থে চুলায় হাঁড়ি চড়বে। অথচ তাদের মুখের আহার্য নিয়ে ফেরার পরিবর্তে কালাচাঁদ শেখ পরিবারের কাছে লাশ হয়ে ফিরে এলেন! এ অবস্থায় তাঁর পরিবারটি দেশ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে যা পেলেন তার নামই কি স্বাধীনতা? নিহত কালাচাঁদ শেখের পরিবারের সদস্যদের কে কী জবাব দেবেন জানি না। তবে এ মুহূর্তে তাঁর এতিম সন্তানদের আহাজারি, তাঁর স্ত্রীর বুকফাটা আর্তনাদ যদি তাঁর খুনিরা কান পেতে শোনে তাহলে তাদের চোখ দিয়ে পানির পরিবর্তে রক্ত বের হওয়া উচিত!

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে সমাজের সব শ্রেণির মানুষই রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। কারণ এসব অপকর্মের কারণে জ্বালাও-পোড়াও, হত্যার রাজনীতির শিকার হয়ে অনেক পরিবার সর্বস্ব হারিয়েছে। অনেকেই নিজেদের নিরাপত্তাহীনতায় দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে গিয়ে ঘর বেঁধেছেন! আমি নিজেও রাস্তা অবরোধের কারণে কয়েক দফা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থেকে এ দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে ভেবেছি, কেন এ দেশে পড়ে আছি? অতঃপর নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে পেয়ে বুঝেছি, এই দেশই আমার সব, এই দেশই আমার মা। আর এই মা, মাটি, মানুষকে ভালোবেসে আঁকড়ে থাকাই আমার জীবন! এ দেশ ছাড়া আমার চলে না। আমেরিকায় মেয়ের বাড়ি থেকে, অস্ট্রেলিয়ায় ছেলের বাড়ি থেকে দেখেছি, সেখানে আমার মা, মাটি, মানুষ নেই। সেখানকার মানুষ আমার কেউ না! এই মাটিতেই আমার সব। আমার মাতা-পিতার কবর যে মাটিতে সে মাটি কিছুতেই আমি ছাড়তে পারব না। কিন্তু তাই বলে এভাবে মারামারি, হানাহানি, সন্ত্রাস, সংঘাতের মধ্যে বেঁচে থাকব সেটাও আমার কাম্য নয়।

বয়সের কারণে হয়তো আর বেশি দিন বাঁচব না বা কত দিন বাঁচব মহান আল্লাহই তা জানেন। সে অবস্থায় জীবনের বাকি দিনগুলো যদি দেশটাকে সুষ্ঠু, সুন্দর অবস্থায় দেখে যেতে পারতাম তাহলে নিজেকে যে সুখী মনে করতে পারতাম সে কথাটি যেমন সত্যি, পাশাপাশি জ্বালাও-পোড়াও, সংঘাত, সংঘর্ষের যাপিত জীবনও যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক সে কথাটিও অস্বীকার করার মতো নয়! এ অবস্থায় ক্ষমতার লড়াইয়ের যূপকাষ্ঠে এভাবে যদি আজ এখনো দেশের মানুষকে জীবন বলি দিতে হয়, আবারও যদি নিরীহ মানুষ হত্যা করে নিহত ব্যক্তির পরিবারে হাহাকার ডেকে আনা হয়, সে ক্ষেত্রে শিরদাঁড়া সোজা করে বলতে চাই, 'এমন অমানবিক, অমানুষিক কর্মকান্ড, কর্মসূচির মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় আসতে চান বা ক্ষমতায় থাকতে চান, তাদের ধিক্কার জানাই!' সেই সঙ্গে মানুষ হত্যার রাজনীতি বন্ধের জন্য দেশের সব রাজনৈতিক শক্তির উদ্দেশে বলতে চাই, সুষ্ঠু এবং সুস্থধারার রাজনীতিতে ফিরে আসুন, দেশের মানুষকে জিম্মি করে জনগণকে দুঃখকষ্টে ফেলে ক্ষমতায় আসা বা ক্ষমতায় থাকার রাস্তা হতে সরে আসুন, দেশের মানুষকে আপনারা স্বস্তি দিন, শান্তিতে থাকতে দিন!

রাফসান গালিব

দিয়ে বানানো এমন ছবিতে সোশ্যাল মিডিয়া সয়লাব হয়ে যায়।

এসব অপপ্রচার ও উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে ভারতীয় কিছু মিডিয়ায় (যেমন এবিপি আনন্দ, রিপাবলিকান বাংলা, নিউজএইটিন বাংলা, এই সময়)। সেসব মিডিয়াসহ বিজেপি নেতা ও অ্যাকটিভিস্টদের প্রচারণা দেখলে মনে হতে পারে, গত কয়েক দশকেও বাংলাদেশে এমন সংখ্যালঘু নিধন হয়নি, যা নড়াইলে ঘটেছে!

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক ভুয়া তথ্য, ঘটনার অতিরঞ্জন ও প্রোপাগান্ডার কারণে ঘটনার চরিত্র কীভাবে অবিশ্বাস্যভাবে বদলে দেওয়া যায়, তার বড় একটা কেস স্টাডি হতে পারে নড়াইলের এই সহিংসতা।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সবচেয়ে বড় শিকার হন দরিদ্ররা। যার নজির দেখা গেল রংপুরের পীরগঞ্জের জেলেপল্লিতে।

সংবাদমাধ্যম কেন দ্রুত রেসপন্স করতে পারল না

সোশ্যাল মিডিয়া ও ভারতীয় কিছু মিডিয়ার এমন ভূমিকায় তৈরি হওয়া প্যানিক বা গণ-আতঙ্কে নাগরিক অধিকার ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা নিয়ে সচেতন বিবেকবান মানুষও বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ, নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর দুর্গাপূজা উদ্যাপনের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর এমন হামলার অভিযোগ নাগরিক সমাজের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ তৈরি করে।

এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মূলধারার সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের অপেক্ষায় থাকেন। নড়াইলের ঘটনায় অনেকের প্রশ্ন, মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো কেন দ্রুত রেসপন্স করতে পারল না? তারা দ্রুত খবর প্রকাশ করলে কি গুজব বা প্রোপাগান্ডা এতটা ছড়াতে পারত?

এসব প্রশ্নের উত্তরে জানা দরকার, সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতা নিয়ে মধ্যরাত থেকে সংঘবদ্ধ অপপ্রচারের ফলে স্বাভাবিক প্রতিবেদন করতে মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল।

স্থানীয় প্রতিনিধিরা সাধারণত জেলা শহরে কর্মরত থাকেন। এখন ঘটনাস্থল হচ্ছে নড়াইল থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে কালিয়া উপজেলা। ফলে মধ্যরাত পর্যন্ত চলা ঘটনায় পরদিন সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে প্রতিবেদন করা, সেই প্রতিবেদন ঢাকায় পাঠানো, এরপর সতর্কতার সঙ্গে আরও যাচাই-বাছাই করে মূল ঘটনা তুলে আনার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল মূলধারা সংবাদমাধ্যমগুলোকে।

এখন যারা গুজব তৈরি করে বা প্রোপাগান্ডা চালায়, তাদের ঘটনাস্থলেও যেতে হয় না, প্রকৃত ঘটনার ছবি বা ভিডিওও ধারণ করতে হয় না। সংবাদমাধ্যমের মতো দায়বদ্ধতাও তাদের নেই। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে ইচ্ছাকৃতভাবে তারা অসত্য তথ্য বা বয়ান তৈরি ও প্রচার করেন দ্রুততার সঙ্গে। নড়াইলের ঘটনাও সেটিই ঘটেছে। মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো এই চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করবে, তা নিয়ে আলোচনার দাবি রাখে।

নড়াইলের ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো প্রোপাগান্ডা ও ফেক নিউজের প্যাটার্ন বা ধরন দেখলে স্পষ্ট হয় যে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে ভিন্ন একটা বয়ান তৈরি করার জোরালো প্রচেষ্টা ছিল।

প্রোপাগান্ডার রাজনৈতিক ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব

আমরা দেখলাম, টানা কয়েকদিন ধরে চলা গোপালগঞ্জের সহিংসতাকে কীভাবে ছাপিয়ে গেল নড়াইলের সহিংসতা। নড়াইলে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপিসহ সেখানকার নেতা-কর্মীদের ঘরবাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা কীভাবে হয়ে গেল সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক ভুয়া তথ্য, ঘটনার অতিরঞ্জন ও প্রোপাগান্ডার কারণে ঘটনার চরিত্র কীভাবে অবিশ্বাস্যভাবে বদলে দেওয়া যায়, তার বড় একটা কেস স্টাডি হতে পারে নড়াইলের এই সহিংসতা। পোস্ট-ট্রুথ পলিটিকসের কিছু পরিভাষা দিয়ে নড়াইলের সহিংসতা দারুণভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ন্যারেটিভ হাইজ্যাকিং বা আক্ষরিক ভাষায় বয়ান ছিনতাই: কোনো একটি মূল ঘটনা ঘটার পর সেটির প্রকৃত কারণ ও প্রেক্ষাপট আড়াল করে পরিকল্পিতভাবে ভিন্ন একটি মনগড়া গল্প বা বয়ানকে মূল আলোচনায় বসিয়ে দেওয়ার কৌশল এটি। মূল ঘটনার বদলে নতুন আরোপিত বয়ানটিকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায় বয়ান উৎপাদনকারীরা। নড়াইলের ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো প্রোপাগান্ডা ও ফেক নিউজের প্যাটার্ন বা ধরন দেখলে স্পষ্ট হয় যে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে ভিন্ন একটা বয়ান তৈরি করার জোরালো প্রচেষ্টা ছিল।

টমাস থিওরেম: সমাজবিজ্ঞানী ডব্লিউ আই টমাসের এই তত্ত্ব অনুযায়ী, 'মানুষ যখন কোনো পরিস্থিতিকে (তা গুজব বা মিথ্যা হলেও) সত্য বলে সংজ্ঞায়িত করে, তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলাফলের বিচারে সেটিই বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়।'

আমরা দেখলাম, দেশি-বিদেশি ফ্যাক্ট চেকাররা সরব হওয়ার আগে নড়াইলে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার মিথ্যা বয়ান কীভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ফ্যাক্ট চেকাররা তথ্যপ্রমাণ হাজির করে দেখিয়েছেন, কোনো হিন্দুপাড়া আক্রান্ত হয়নি, কোনটা এআই দিয়ে বানানো, কোন ভিডিও পুরোনো, কোন আগুন নড়াইলের, কোন আগুন ঢাকার বস্তির–এরপরও অনেক মানুষ তা মানতে নারাজ, তা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হোক।

মোটিভেটেড রিজনিং ও ইলুসারি ট্রুথ ইফেক্ট: রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞানের এই ধারণা অনুযায়ী, কোনো গুজব বারবার শুনলে মস্তিষ্ক সেটিকে সত্য বলে ধরে নেয়। আর সেই গুজব যদি মানুষের নিজস্ব রাজনৈতিক পক্ষপাতকে সমর্থন করে, তবে তারা তথ্য-প্রমাণ উপেক্ষা করে ওই গুজবকেই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

নড়াইলের ঘটনা নিয়ে অনেক প্রোপাগান্ডা এ কারণেই ছড়িয়েছে। ফলে অনেকের ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা না হলেও সেটিই যেন তারা জোরালোভাবে প্রত্যাশা করে, সেটিই যেন সত্যি হতে হবে, মিথ্যা হলে বরং বিষয়টি হতাশাজনক হবে!

তখন জানপ্রাণ দিয়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ভুয়া অভিযোগকে প্রতিষ্ঠা করতে আরও বেশি অপতথ্যের আশ্রয়ও নেওয়া হয়। যেমন দেশের পুরোনো বিভিন্ন অগ্নিদুর্ঘটনার ছবি ও ভিডিওকেও সংখ্যালঘুর ওপর সহিংসতা বলে ছড়ানো হয়েছে। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমকে পিটিয়ে মারার ভিডিওও প্রচার করা হয়েছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুর ওপর নির্যাতন বলে।

পলিটিক্যাল গ্যাসলাইটিং: এটি একই সঙ্গে এমন এক মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কৌশল, যেখানে প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে তাদের নিজের দেখা বা জানা সত্যকে নিয়েই সন্দিহান করে তোলা হয় এবং পরিকল্পিত মিথ্যাকে একমাত্র সত্য হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। দেরিতে হলেও আমরা জানলাম, নড়াইলে কোনো সাম্প্রদায়িক হামলা হয়নি। সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি আক্রান্ত হয়নি। দেশি-বিদেশি মূলধারার সংবাদমাধ্যমেও তা প্রতিষ্ঠা পেল। এরপরও অনেক মানুষ এখনো এ ঘটনা নিয়ে সন্দিহান।

এমনকি ভারতের কিছু মিডিয়া (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য ইকোনমিক টাইমস, দ্য টেলিগ্রাফ) সঠিক খবর প্রচার করলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় কমেন্ট বক্সে অনেক পাঠকের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে তাদের। এসব সঠিক খবরকেই তারা মিথ্যা বলছে!

মূল ভুক্তভোগীর কথা কে মনে রাখে

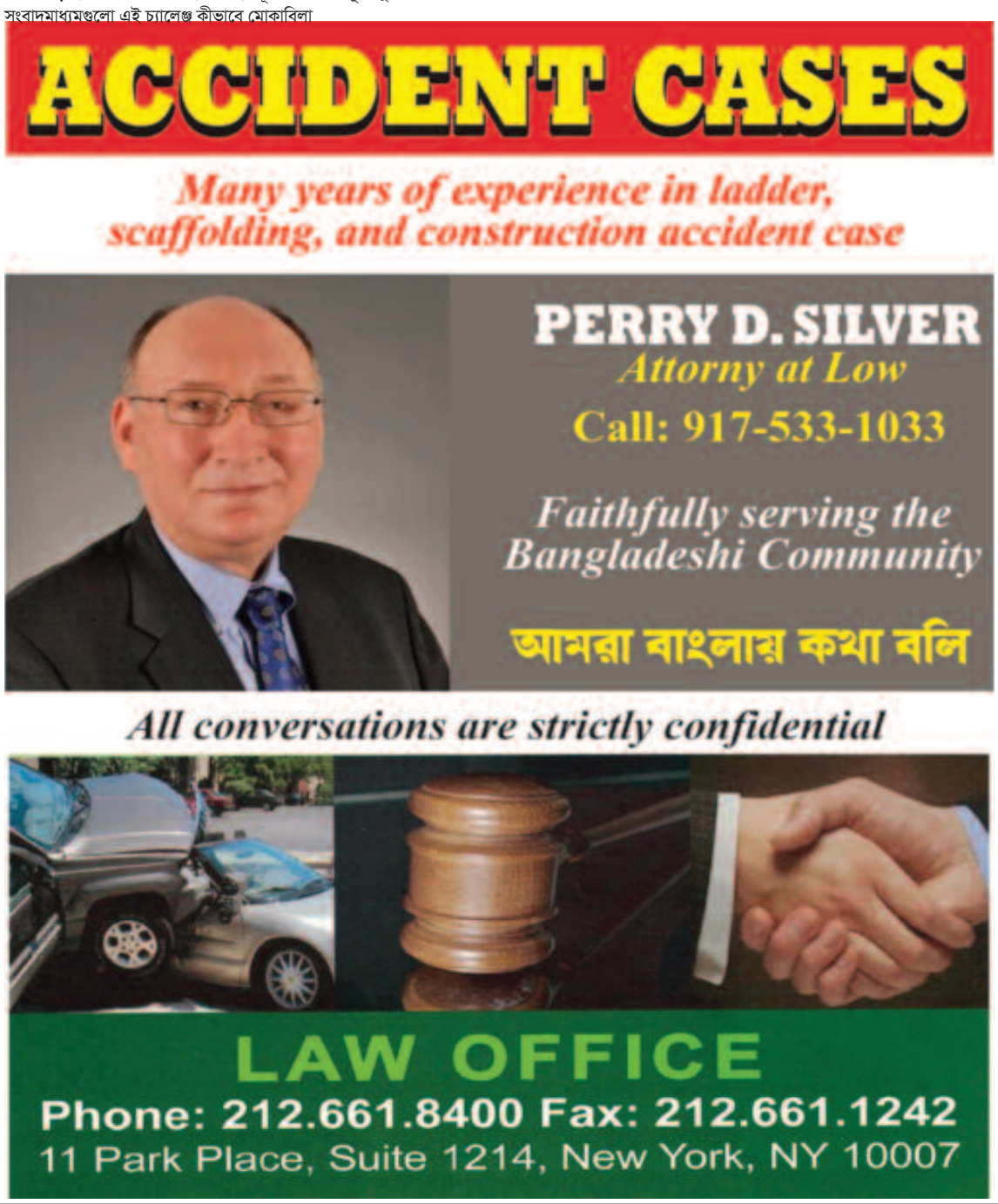

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



শাহরুখকে 'চুপ' করতে বলেছিলেন অনন্ত আম্বানি

মোম্বাই ডেস্কঃ এক মঞ্চে বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান এবং ভারতের অন্যতম ধনী শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির পুত্র অনন্ত আম্বানি, পাশে দাঁড়িয়ে আধ্যাত্মিক গুরু সদ্‌গুরু। তিনজনের কয়েক সেকেন্ডের ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে। যা নিয়ে স্যোশাল মিডিয়ায় চলছে তুমুল আলোচনা।

ভিডিওটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, শাহরুখকে কি চুপ থাকতে বলেছিলেন মুকেশ আম্বানির ছেলে? ভিডিওটি দেখে কেউ কেউ তেমনটাই মনে করছেন। কারও মতে, দুজনের মধ্যে খুনসুটি চলছিল। ক্লিপটি থেকে অবশ্য অনন্ত ঠিক কী বলেছিলেন, তা বোঝা যায়নি।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শনিবার, (২১ নভেম্বর) মুম্বাইয়ের গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ায় বসেছিল 'গ্লোবাল পিস অনার্স ২০২৬'-এর আসর। অমৃতা ফড়নবিশের প্রতিষ্ঠিত দিব্যজ ফাউন্ডেশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সেখানে ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের মুম্বাই হামলায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণ করা হয়। সম্মাননা পান হামলা থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিসহ সাহসিকতা ও সমাজসেবায় অবদান রাখা কয়েকজন। অনুষ্ঠানে ছিলেন শচীন টেন্ডুলকার, অক্ষয় কুমার, রণবীর সিং, সুনীল শেঠি ও বিক্রান্ত ম্যাসি।

অনুষ্ঠানের একটি ভিডিওতে সদ্‌গুরুকে আলিঙ্গন করতে দেখা যায় শাহরুখকে। কথা বলার ফাঁকে তার সামনে হাতও জোড় করেন অভিনেতা। অনন্ত কাছে এলে তার পিঠে হাত রাখেন শাহরুখ। যে দৃশ্যটি নিয়ে এত আলোচনা, সেখানে সদ্‌গুরুর সঙ্গে কথার মধ্যেই শাহরুখের দিকে ফিরে আঙুল তোলেন অনন্ত।

এরপর শাহরুখ হেসে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য অতিথিদের দিকে ফেরেন। একই অনুষ্ঠানের আরেকটি ভিডিওতে শাহরুখ ও অনন্তকে আলিঙ্গন করতেও দেখা গেছে।

সবার সামনে শাহরুখের দিকে এভাবে আঙুল তোলা উচিত হয়েছে কি না, সে প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। রেডিটে একজনের ধারণা, শাহরুখ হয়তো সদ্‌গুরুর কাছে অনন্তকে নিয়েই কিছু বলছিলেন। অনন্ত তখন মজা করে তাকে থামানোর ইশারা করেছেন বলে মনে হয়েছে ওই ব্যবহারকারীর। ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত ভিডিওটি নিয়ে শাহরুখ বা অনন্তের কোনো প্রকাশ্য বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সেদিন শাহরুখের হাত থেকে সম্মাননা নেন দেবিকা রোটাওয়ান। ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলা থেকে বেঁচে ফেরা দেবিকা ছিলেন ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী। বক্তব্য দিতে গিয়ে ছোট ছেলে আব্রামের একটি প্রশ্নের কথাও বলেন শাহরুখ। ঘৃণাকে কীভাবে ভালোবাসায় বদলানো যায়, জানতে চেয়েছিল আব্রাম।

শাহরুখ বলেন, এর জন্য পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে হবে, একে অন্যের ওপর আস্থা রাখতে হবে, মিলেমিশে থাকতে হবে।

স্মরণ ও সম্মাননার সেই সন্ধ্যায় দর্শকদের হাসিয়েছেনও শাহরুখ। মনে করিয়ে দেন 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে'র পরিচিত একটি সংলাপ। মঞ্চে দুই হাত ছড়িয়ে দেন তার চেনা ভঙ্গিতে। পাশে দাঁড়িয়ে সেই ভঙ্গি করেন বোমান ইরানি ও বিক্রান্ত ম্যাসিও।

সদ্‌গুরু নামে পরিচিত জগ্‌গি বাসুদেব ভারতের একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষক। যোগ ও ধ্যান শেখাতে ১৯৯২ সালে তিনি ঈশা ফাউন্ডেশন গড়ে তোলেন। তার প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি যোগ ও ধ্যানের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায়ও কাজ করে। মুম্বাইয়ের ওই অনুষ্ঠানে সদ্‌গুরুকেও 'গ্লোবাল পিস অনার্স' সম্মাননা দেওয়া হয়।

সহিংসতা নয়, সংলাপ; ভয় নয়, বিশ্বাস–শান্তির বার্তা শাহরুখের

মোম্বাই ডেস্কঃ সহিংসতার পরিবর্তে সংলাপ, ভয়ের বদলে বিশ্বাস এবং ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসাকে বেছে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান। তার মতে, শান্তি শুধু একটি অনুভূতি নয়; বরং এটি প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত, দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি। শনিবার (২১ নভেম্বর) মুম্বাইয়ে আয়োজিত 'গ্লোবাল পিস অনার্স' অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে এমন বার্তা দেন এই অভিনেতা।



নিজের ছেলের সঙ্গে হওয়া একটি কথোপকথনের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন শাহরুখ। তিনি বলেন, 'একদিন আমার ছোট ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কীভাবে ঘৃণাকে ভালোবাসায় রূপান্তর করা যায়? আমি তাকে বলেছিলাম, বিষয়টি খুবই সহজ। আমরা সবাই যদি সহিংসতার বদলে সংলাপ, ভয়ের বদলে বিশ্বাসকে বেছে নিই এবং সম্প্রীতির সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করি, তাহলে ভালোবাসার জয় হবেই।'

শান্তির সূচনা মানুষের নিজের ভেতর থেকেই হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন শাহরুখ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শান্তির শুরু হয় খুব ছোট একটি জায়গা থেকে–আমাদের নিজেদের ভেতর, আমাদের হৃদয় থেকে। শান্তি একটি সিদ্ধান্ত, একটি দায়িত্ব এবং এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা প্রতিদিন আমাদের পালন করতে হবে।'

একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তির ওপর গুরুত্ব দেন এই অভিনেতা। তার ভাষায়, সাধারণ মানুষের শক্তিকে কখনো অবহেলা করা উচিত নয়। আমরা সবাই সাধারণ মানুষ এবং সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।

পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহমর্মিতার গুরুত্ব তুলে ধরে উপস্থিত অতিথিদের একটি ছোট প্রতিজ্ঞা করার আহ্বান জানান শাহরুখ। তিনি বলেন, 'সব বিষয়ে আমাদের একমত হতে হবে না। তবে প্রত্যেক মানুষের গল্প বোঝার চেষ্টা করতে হবে। জীবনে আমরা অনেক ভুল করতে পারি, কিন্তু আমাদের আচরণে যেন অন্য কেউ সমস্যায় না পড়ে বা কষ্ট না পায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।'

বক্তব্যের একপর্যায়ে মুম্বাইয়ের ২৬/১১ হামলা, পেহেলগামসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলায় নিহত নিরীহ মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান শাহরুখ। দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে যেসব সাহসী নিরাপত্তাকর্মী প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাদের প্রতিও সম্মান জানান তিনি। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের স্ত্রী অমৃতা ফড়নবিসের নেতৃত্বাধীন দিব্যজ ফাউন্ডেশন আয়োজন করে অনুষ্ঠানটির। এতে শাহরুখ খান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার, অভিনেতা জ্যাকি শ্রফ, সুনীল শেঠি ও রণবীর সিংসহ অনেকে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অভিনেতা বোমান ইরানি ও বিক্রান্ত ম্যাসি।

মিস ইউনিভার্সের প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়লেন মাহি

ঢাকা, মিস ইউনিভার্স ২০২৬ প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়েছেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি সামিরা খান মাহি। সেরা ৩০-এ জায়গা পেলেন না তিনি।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) সকাল ৬টায় পুয়ের্তো রিকোয় শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে। এবারের আসরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে অংশ নিয়েছেন ১১৬ প্রতিযোগী।

দর্শক ভোটে একজন প্রতিযোগীর সরাসরি সেরা ৩০-এ জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ ছিল। পিপলস চয়েজ ভোটে গ্র্যান্ড ফিনালে শুরুর প্রায় এক ঘণ্টা আগেও শীর্ষে ছিলেন বাংলাদেশের সামিরা খান মাহি। তবে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি সেই অবস্থান। দর্শক ভোটে জয়ী হয়ে সরাসরি সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন ইকুয়েডরের প্রতিযোগী দালিয়া বুকারাম।

দর্শক ভোটের পাশাপাশি সাক্ষাৎকার ও প্রাথমিক পর্বের পারফরম্যান্সের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়েছে সেমিফাইনালের প্রতিযোগীদের। দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন দেশ ও অঞ্চলের প্রতিনিধিরা জায়গা পেয়েছেন সেরা ৩০-এ।

মৃত্যুর দৃশ্যধারণের আগেই মারা গেলেন অভিনেতা

ঢাকা,'নসীব' সিনেমায় চার খলচরিত্রের একজন ছিলেন অভিনেতা সোহেল খান। গল্পের প্রয়োজনে তার চরিত্রটির মৃত্যুর দৃশ্য ধারণ করার কথা ছিল। কিন্তু সেই দৃশ্যের শুটিং শুরুর আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন ৬৬ বছর বয়সী এই অভিনেতা। তার মৃত্যুতে থমকে গেছে সিনেমাটির শুটিং ইউনিট।

পরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল জানিয়েছেন, সোহেল খানের আরও তিন থেকে চারটি দৃশ্যের শুটিং বাকি ছিল। এর মধ্যে ছিল তার চরিত্রের মৃত্যুর দৃশ্যও। দুই-তিন দিনের মধ্যে বগুড়ার কাজ শেষ করে ঢাকায় ফেরার পরিকল্পনা ছিল অভিনেতার।

আরশাদ আদনানের প্রযোজনায় নির্মিত 'নসীব' সিনেমার শেষ পর্যায়ের শুটিং চলছিল বগুড়ায়। এতে বলিউড অভিনেতা মুকেশ ঋষি ও বাপ্পারাজের সঙ্গে বেশ কয়েকটি দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন সোহেল খান। মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) তার শুটিংয়ের শিডিউলও ছিল। সকালে সহকর্মীদের সঙ্গে নাশতা করে নিজের কক্ষে ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর শুটিংয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়ই ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা।

নাশতার পর কক্ষে ফিরে অসুস্থ

পরিচালক মোহাম্মদ ইকবালের ভাষ্য অনুযায়ী, সকালে নাশতা শেষে মেকআপ নেওয়ার জন্য বগুড়ার মম ইন হোটেলে নিজের কক্ষে যান সোহেল খান। পরে শুটিংয়ের জন্য তাকে ডাকতে গিয়ে সহকারী পরিচালক রাজু কক্ষে পড়ে থাকতে দেখেন অভিনেতাকে। তার চিৎকার শুনে আশপাশের কক্ষ থেকে সহকর্মীরা ছুটে আসেন।

অভিনেতা এল আর খান সীমান্ত জানান, কক্ষে গিয়ে তারা সোহেল খানের নাড়ির স্পন্দন পাচ্ছিলেন না। এ সময় তিনি ও মেকআপশিল্পী বাবু তাৎক্ষণিকভাবে সিপিআর দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে দ্রুত গাড়ির ব্যবস্থা করে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

বগুড়ার টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও রফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালের মৃত্যুসনদে মৃত্যুর কারণ হিসেবে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।



মুকেশ ঋষি ও মুকিত জাকারিয়ার সঙ্গে নাশতার টেবিলে সোহেল খান, ছবিটি গতকাল সকালে তোলা

নিজের চরিত্রের পরিণতি নিয়ে করেছিলেন রসিকতা

'নসীব' সিনেমায় মুকেশ ঋষি, বাপ্পারাজ, সোহেল খান ও মুকিত জাকারিয়া–চারজনই খলচরিত্রে অভিনয় করছেন। পরিচালক জানিয়েছেন, সিনেমার গল্পে একে একে চারটি চরিত্রেরই মৃত্যু ঘটে। গত শুক্রবার রাতে বগুড়ার মম ইন হোটেলের লবিতে সিনেমাটি নিয়ে কথা বলেছিলেন সোহেল খান। বলিউড অভিনেতা মুকেশ ঋষির সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা, বাপ্পারাজ ও মুকিত জাকারিয়ার সঙ্গে অভিনয় এবং নিজের চরিত্রের পরিণতি নিয়ে কথা বলার একপর্যায়ে মজা করে বলেছিলেন, 'একে একে সব ভিলেন মারা যাবে।'

ঈদে সিনেমাটি মুক্তি পেলে দর্শকেরা উপভোগ করবেন বলেও প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু পর্দায় নিজের চরিত্রের শেষ পরিণতি দেখার আগেই বাস্তবে শেষ হলো তার পথচলা।

একসঙ্গে এসেছিলেন, ফেরার কথা ছিল একসঙ্গে

মোস্তফা কামাল রাজ পরিচালিত ধারাবাহিক 'ফ্যামিলি ক্রাইসিস'-এ আগে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন সোহেল খান ও মুকিত জাকারিয়া। সেখান থেকেই তাদের পরিচয়, যা পরে ১৪ বছরের বেশি সময়ের বন্ধুত্বে রূপ নেয়।

'নসীব'-এর শুটিংয়ে অংশ নিতে দুজনই বগুড়ায় এসেছিলেন। একই হোটেলে পাশাপাশি কক্ষে থাকছিলেন তারা। শুটিং শেষ করে একসঙ্গে ঢাকায় ফেরার পরিকল্পনাও ছিল। বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত মুকিত জাকারিয়া বলেন, 'একসঙ্গে এসেছিলাম। একসঙ্গে ঢাকায় ফেরার কথা ছিল।' মৃত্যুর আগে যা ঘটেছিল অভিনেতা সোহেল খানের সঙ্গে । খবরের কাগজ

শোকের কারণে শুটিং বন্ধ

সোহেল খানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শুটিং ইউনিটে শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় মঙ্গলবারের বাকি শুটিং বাতিল করে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।

প্রযোজক আরশাদ আদনান জানান, আকস্মিক এ ঘটনায় পুরো ইউনিটের সদস্যরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সবার পরিস্থিতি বিবেচনা করেই দিনের শুটিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বগুড়ায় প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে সোহেল খানের মরদেহ ঢাকার ধামরাইয়ে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



ক্রিকেটের বিস্ময় 'অলৌকিক' ক্ষমতা বৈভব সূর্যবংশীর

অলআউট হয়েছেন, বলুন তো?

গেমেও যা করা কঠিন, বাস্তব ক্রিকেটের মাঠে প্রায় সেটাই নিয়মিত করে যাচ্ছেন একজন। বৈভব সূর্যবংশী। গত বছর দুয়েকে তিনি যা করেছেন, তাকে ক্রিকেটের বিস্ময় বললেও বোধ করি কম বলা হয়। প্রায় প্রতি বলে ছক্কা হাঁকানোর চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তাতে সফলও হওয়া! তা কী করে হয়!

লাফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ক্রিস পেপলো বৈভবের ব্যাটিং দেখে বলেছিলেন, তিনি প্রতি বলে ছক্কা হাঁকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েই দাঁড়ান, তার উদ্দেশ্য এতটাই পরিষ্কার। কথাটা বড্ড থিওরেটিক্যাল শোনাত। সেই তত্ত্বের বাস্তব মঞ্চায়ন বহুবার দেখা গেছে, আর গেল সন্ধ্যায় দোহায় তা প্রায় নিখুঁতভাবে করে দেখালেন বৈভব।

ক্রিকেট এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আগ্রাসী। এই তো গেল দিনেই অন্তত তিনটি আলোচিত ইনিংস ঘটে গেছে। দিনের শুরুটা করেছিলেন প্রিয়াংশ আরিয়া। ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে তিনি সেঞ্চুরি করলেন ৩৬ বলে, এরপর ইনিংসটাকে টেনে নিয়ে গেলেন ১৮১ রানে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও দেখা মিলেছে তেমনই আগ্রাসী এক ইনিংসের। ইংল্যান্ডের অ্যানিউরিন ডোনাল্ড ৩২ বলে ৮৪ রানের ইনিংস খেলে একাই ধসিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে, ইংলিশরা ১৮৫ রানের লক্ষ্য টপকে গেছে ৪১ বল হাতে রেখে, ভাবা যায়!

তবে বৈভব যেন সেসবকেও ম্লান করে দিলেন। ক্রিকেট অনেক এগিয়ে গেলেও ৫০ বলে সেঞ্চুরি করলে এখনো তাকে অতিমানবীয় ইনিংসই বলা হয়। কিন্তু কেউ যদি পঞ্চাশের আশেপাশে বল খেলে ডাবল সেঞ্চুরি করে ফেলেন, তাহলে? সেটাকে কী আখ্যা দেওয়া যায়? অলৌকিক?

গেল সন্ধ্যায় সূর্যবংশী সেই 'অলৌকিক' ইনিংসটাই খেললেন। ইনিংসটা যখন শেষ করলেন, তখন তার নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে ৫৩ বলে ২০৪ রান, তাতে ছক্কা ২৮টি।

৫৩ বলের ইনিংসে ২৮ ছক্কা, সেখান থেকেই এল ১৬৮ রান। তার মানে ইনিংসের অর্ধেকের বেশি বল তিনি পাঠিয়েছেন গ্যালারিতে।

সাদা বলের ক্রিকেট তো বটেই, পেশাদার ক্রিকেটের যেকোনো ফরম্যাটে এক ইনিংসে এত ছক্কা আগে কেউ মারতে পারেননি। আগের রেকর্ড ছিল হায়দরাবাদের তন্ময় আগারওয়ালের, ২৬টি; সেটাও এসেছে ২০২৩-২৪ মৌসুমের রঞ্জি ট্রফিতে, যেখানে ম্যাচ হয় চার দিনের। আর লিস্ট এ ক্রিকেটে, মানে ৫০ ওভারের ম্যাচে, রেকর্ডটা ছিল ডি'আর্সি শর্টের, ২৩টি।

এই রেকর্ডের গল্পের ভূমিকাটা আপনার হয়তো জানা। এ বছরের শুরুতে ডাম্বুলায় শ্রীলঙ্কা এ-র বিপক্ষে তিনি করেছিলেন লিস্ট এ ক্রিকেটের দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি, মাত্র ১১ বলে। ওই ম্যাচেই ২৯ বলে করেছিলেন ৯৪।

পেপলোর কাছে প্রথম ব্যাখ্যা ছিল কাঁধের ঘূর্ণনে। ব্যাকসুইংয়ের চূড়ায় সূর্যবংশীর কাঁধ কোমরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বন্ধ থাকে, বায়োমেকানিকসের ভাষায় যাকে বলে 'সেপারেশন'। শরীর খোলার সময় এই ব্যবধান থেকেই ঘূর্ণনশক্তি জন্মায়। তার ফলো-থ্রু শেষ হয় ইংরেজি 'ঈ'-এর বদলে 'ঙ'-র আকারে।

কিংবা তারও আগে, লখনৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে আইপিএল অভিষেকে শার্দূল ঠাকুরকে প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকানো, কয়েক ম্যাচ পরেই সেঞ্চুরি এ সবই এখন মনে হচ্ছে ট্রেইলার। আসল সিনেমারটা দেখালেন এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে।

ইনিংসের শুরুতেই সেটা টের পাওয়া গেল। ৫ ওভারে ভারত এ দলের ১০০ পূর্ণ হলো। বল-বাই-বল তথ্য থাকা লিস্ট এ ক্রিকেটে এর চেয়ে দ্রুত দলীয় শতক আগে কেউ দেখেনি। আগের রেকর্ড ছিল ৬.৩ ওভারের, দুটি। একটি ২০১৫ সালে ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। অন্যটি এ বছরের শুরুতে ডাম্বুলায় ভারত এ-র নিজেরই, ওই ২৯ বলে ৯৪ রানের দিনে। সূর্যবংশী নিজের ব্যক্তিগত শতক ছুঁলেন ২৮ বলে, ৬.৩ ওভারে। বল-বাই-বল তথ্য থাকা পেশাদার ক্রিকেটে এর আগে কেউ এত আগে সেঞ্চুরি করেননি, টি-টোয়েন্টিতেও না। আগের দুই সেরা সময় এসেছিল ছোট ফরম্যাট থেকেই। ২০২৩ সালের পিএসএলে উসমান খান করেছিলেন ৮.২ ওভারে, আর গত অক্টোবরে সিএসএ প্রো টি-টোয়েন্টি কাপে লুয়ান-দ্রে প্রিটোরিয়াস।

২৮ বলের এই সেঞ্চুরি নিজেই একটা রেকর্ড। ২০২৩ সালে অ্যাডিলেডে তাসমানিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক করেছিলেন ২৯ বলে। সেটাকে এবার পাঠালেন জাদুঘরে!

তবে আসল বিস্ময়টা শুরু এরপর। অনেকেই শতকের পর একটু থামেন, দম নেন। সূর্যবংশী থামলেন না। ৪০ বলে পৌঁছালেন ১৫০-এ, যে রেকর্ডটাও ছিল তারই, ৫৯ বলের। নিজেকে হারালেন ১৯ বলের ব্যবধানে। ২০০ ছুঁলেন ৫১ বলে। লিস্ট এ ক্রিকেটে এর আগের দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ডটা ছিল ক্যান্টারবেরির চ্যাড বাউজের, ২০২৪ সালে অটাগোর বিপক্ষে, ১০৩ বল। মানে এর আগে ১০০ বলের নিচে কেউ ডাবল সেঞ্চুরির ম্যাজিকাল ফিগার ছুঁতে পারেননি। সূর্যবংশী কেবল সেই ব্যারিয়ার ভাঙেননি, রীতিমতো নামিয়ে এনেছেন অর্ধেকের কাছাকাছি! ক্রিকেটের পরিসংখ্যানে সাধারণত রেকর্ড ভাঙে অল্প ব্যবধানে। এখানে ব্যবধানটা দ্বিগুণের।স্ট্রাইক রেটের হিসাবটাও দেখুন। ২০৪ রান ৫৩ বলে, স্ট্রাইক রেট ৩৮৪.৯০। লিস্ট এ ক্রিকেটের ১১ হাজারেরও বেশি সেঞ্চুরির মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ। এতদিন এই জায়গায় ছিলেন এবি ডি ভিলিয়ার্স, ২০১৫ সালে জোহানেসবার্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪৪ বলে ১৪৯, স্ট্রাইক রেট ৩৩৮.৬৩। সেই ইনিংসকে এতদিন যেন অলঙ্ঘনীয়ই মনে হতো। সূর্যবংশী তাকে ঠেলে দিলেন দুইয়ে, ৪৬ পয়েন্টেরও বেশি ব্যবধানে!

বয়সের হিসাবটা না বললে গল্পটা অসম্পূর্ণ থাকে। ১৫ বছর ২৪২ দিনে তিনি লিস্ট এ ক্রিকেটের সর্বকনিষ্ঠ ডাবল সেঞ্চুরিয়ান। রেকর্ডটা এতদিন ছিল তার রাজস্থান রয়্যালসের ওপেনিং সঙ্গী যশস্বী জয়সওয়ালের, ২০১৯ সালে বেঙ্গালুরুতে ঝাড়খণ্ডের বিপক্ষে মুম্বাইয়ের হয়ে ২০৩ রান, বয়স তখন ১৭ বছর ২৯২ দিন। সূর্যবংশী সেটাও ভেঙে দিলেন।

এতগুলো সংখ্যা যখন একসঙ্গে সাজানো হয়, তখন একটা প্রশ্ন না এসে পারে না। কীভাবে সম্ভব? টেকনিক শেখানো যায়, মারার সাহস শেখানো যায় না। সূর্যবংশীর ছোট বেলার কোচ মনীষ ওঝা পেপলোর কাছে প্রথম ব্যাখ্যা ছিল কাঁধের ঘূর্ণনে। ব্যাকসুইংয়ের চূড়ায় সূর্যবংশীর কাঁধ কোমরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বন্ধ থাকে, বায়োমেকানিকসের ভাষায় যাকে বলে 'সেপারেশন'। শরীর খোলার সময় এই ব্যবধান থেকেই ঘূর্ণনশক্তি জন্মায়। তার ফলো-থ্রু শেষ হয় ইংরেজি 'ঈ'-এর বদলে 'ঙ'-র আকারে। শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ জুলিয়ান উড তাকে বলেছিলেন 'বেসবল-ধাঁচের'। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও থামে একটা জায়গায়। পেপলো নিজেই বলেছিলেন, ছক্কার সংখ্যা আর তা ঘনঘন আসাটাই সবচেয়ে অস্বাভাবিক। তার একটা শব্দবন্ধ ছিল: 'হাই-ইনটেন্ট কনট্যাক্ট রিপিটেবিলিটি'। জোরে মেরেও বলের সঙ্গে ঠিকঠাক সংযোগ বারবার রাখাটাই কঠিন, আর সেটাই তিনি করছেন। গেল সন্ধ্যায় করলেন ২৮ বার।

এ তো গেল বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা, শিকড়টা লুকিয়ে আছে ছেলেবেলায়। কোচ মনীশ ওঝা সামস্তিপুর থেকে পাটনায় যাতায়াতের গল্প বলেছিলেন। একদিন পর পর সেই যাত্রা, আর প্রতিবার ৫০০-র বেশি বল মুখোমুখি হওয়া, যা এখন তার মাসল মেমরির অংশ।

১২ বছরে তৃতীয় বার কোপা আমেরিকা আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র

স্পোর্টস ডেস্কঃযুক্তরাষ্ট্র কি তবে কোপা আমেরিকার চিরস্থায়ী আয়োজক বনে গেল? কাগজে কলমে এই টুর্নামেন্ট দক্ষিণ আমেরিকার। তবে কালেভদ্রে উত্তর আমেরিকায়, আরেকটু স্পষ্ট করে বললে যুক্তরাষ্ট্রেও মাঠে গড়ায়। সেই 'কালেভদ্রে' শব্দটা এখন অবশ্য উঠে যাওয়ার যোগাড়। ১২ বছরের ব্যবধানে যদি তৃতীয় বার, আর টানা দ্বিতীয়বারের মতো একটা দেশ আয়োজন করার দায়িত্ব পায়, তাহলে তা না বলে আর উপায় থাকে?

বিষয়টা নিয়ে শেষ কিছু দিন ধরেই গুঞ্জন ছিল। গতকাল সে গুঞ্জনটাই সত্যি হয়েছে। ২০২৮ কোপা আমেরিকার আয়োজক হিসেবে দেশটির নাম ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল।

এর ফলে ২০২৬ বিশ্বকাপের পর যুক্তরাষ্ট্রে বসতে যাচ্ছে আরও একটি বড় ফুটবল আসর। গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

২০২৮ সালে লস এঞ্জেলসে বসছে অলিম্পিকের আসর। জুলাই মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠেয় এই প্রতিযোগিতাটা আসছে কোপা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজনের জন্য একটা চ্যালেঞ্জই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সূচিটা সমন্বয় করতে হতো। সেটাও হয়ে গেছে। আগামী ৯ জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট।

২০২৮ সালের আসর আয়োজনের দৌড়ে ছিল ইকুয়েডরও। তবে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যায় আয়োজক স্বত্ব। বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং উন্নত অবকাঠামো এ সিদ্ধান্তের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে দেশটির বেশ কয়েকটি স্টেডিয়াম সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ফলে বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রস্তুতিও রয়েছে তাদের।

এর আগে ২০১৬ ও ২০২৪ সালে কোপা আমেরিকা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে। দুই বারই ফাইনাল খেলেছে আর্জেন্টিনা। একবার সফল হয়নি, চিলির কাছে পেনাল্টি শুটআউটে হেরে রানার্স আপ হয়। ২০২৪ সালের আসরে ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে



হারিয়ে টানা দ্বিতীয় বার টুর্নামেন্টের শিরোপা ঘরে তোলে আকাশি-সাদারা।

আসছে আসরে খেলবে ১৬টি দল। এর মধ্যে কনমেবলের ১০ সদস্যদেশ সরাসরি অংশ নেবে। বাকি ছয়টি দল আসবে উত্তর, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ফুটবল সংস্থা কনকাকাফ থেকে। ২০২৭ গোল্ড কাপে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এই ছয় দল বাছাই করা হবে।

২০২৬ সালেই কি ১০০০তম গোল করে ফেলবেন রোনালদো?

স্পোর্টস ডেস্কঃ অনন্য এক রেকর্ড হাতছানি দিয়ে ডাকছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে। এমন সব কীর্তির সামনে এলে অনেকের কাজের গতি বেড়ে যায়, রোনালদোরও তাই হয়েছে।

প্রতি ম্যাচ যাচ্ছে, আর তিনি একটু একটু করে গতি বাড়াচ্ছেন ১০০০তম গোলের অবিশ্বাস্য সেই মাইলফলকের দিকে। সে কারণে এখন প্রশ্ন উঠছে, ২০২৬ সাল শেষের আগেই কি ১০০০তম গোলটি করে ফেলবেন রোনালদো?রোনালদো তার সবশেষ গোলটি পেয়েছেন গেল রাতে, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে আল সাদকে ২-১ গোলে হারিয়েছে তার দল আল নাসর। এই ম্যাচে আল নাসরের গোলের খাতাটা খুলে দিয়েছেন রোনালদো নিজে। ম্যাচের ১৩তম মিনিটে পেনাল্টি পায় আল নাসর। সেখান থেকে গোল করেন রোনালদো। এই গোলটা তার জন্য অন্য এক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে টানা দুই পেনাল্টি মিস করে বসেছিলেন পর্তুগিজ এই মহাতারকা।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না



চেহারায় কন্টিনেন্টাল, খাঁটি বাঙালি স্বাদ, রবিবারের সান্ধ্য আড্ডা জমবে মাছের ৩ রকম ফিউশন স্ন্যাঙে

ছুটির দিনে অন্য রকম কিছু খেতেই মন চায়। সন্ধ্যার আড্ডায় স্ন্যাঙ বললেই চিকেনের কথাই মাথায় আসে, অথবা শিঙাড়া-নিমকি। মাছ দিয়েও বানানো যায় স্বাস্থ্যকর অথচ সুস্বাদু স্ন্যাঙ। ফিশ ফ্রাই নয়, কয়েক রকম ফিউশন স্ন্যাক্সের রেসিপি রইল।

বাঙালি আর মাছ–এই সম্পর্কটা তো চিরন্তন। চায়ের আড্ডায় বা সন্ধ্যার স্ন্যাঙে শুধু ফিশ ফ্রাই বা ফিশ ফিঙ্গার কেন, স্বাদ বদলাতে একটু অন্য রকম কিছু খেতেই পারেন। রেস্তরাঁ ধাঁচের ফিউশন স্ন্যাঙ যদি বাঙালি হেঁশেলের চিরচেনা উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলা যায়, তবে কেমন হয়?

কাসুন্দি ক্রাস্টেড বেক্ড ভেটকি

ফ্রেঞ্চ বা কন্টিনেন্টাল বেক্ড ফিশের দেশি রূপ, যাতে মেয়োনিজ় বা ক্রিমের বদলে ঝাঁঝালো কাসুন্দির পরত দিতে পারেন। ভেটকি মাছের ফিলের উপরে কাসুন্দি, সর্ষেবাটা, একটু টক দই, কাঁচালঙ্কা বাটা, সর্ষের তেল ও নুন মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। উপরের লেয়ার তৈরি করার জন্য গুঁড়ো করা টোস্ট বিস্কুট, পাউরুটির টুকরো ও সামান্য মাখন মিশিয়ে ফিলেগুলি তাতে মাখিয়ে নিন ভাল করে। অভেনে ওভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৫-২০ মিনিট বেক করুন যতক্ষণ না উপরের অংশ মুচমুচে হয়।

ধনেপাতা-কোরিয়ান চিলি ফিশ

কোরিয়ার ঝাল-মিষ্টি চিলি ফিশ বানাতে পারেন প্রচুর পরিমাণে ধনেপাতা ও কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে। কোনও আলাদা সস্রে দরকারই হবে না। ভেটকি বা বাসা মাছের ছোট ছোট টুকরো করে নিন। কাঁটা বার করে নিতে হবে। এ বার প্রচুর তাজা ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা, রসুন ও সামান্য মৌরি একসঙ্গে বেটে। এই মিশ্রণে মাছ ম্যারিনেট করে ছোট ছোট বল বা কিউব আকারে গড়ে নিন। ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ারের গোলায় চুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো বা ব্রেডক্রাম্ব মাখিয়ে লালচে-সোনালি করে ভেজে নিন।

ফিশ কোলিয়াড়া

ভেটকি বা বাসা অথবা রুই মাছও নিতে পারেন। কাঁটা ছাড়িয়ে কিউব করে কেটে নিন। একটি পাত্রে মাছের সঙ্গে লেবুর রস, আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো এবং সামান্য নুন দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। এ বার ওই ম্যারিনেট করা মাছের পাত্রেই বেসন, চালের গুঁড়ো, জোয়ান, গরমমশলা গুঁড়ো, টক দই এবং ১ চা-চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিন। মাছের সঙ্গে মশলা ভাল করে মাখিয়ে নিন। মশলার কোটিং যেন পুরু হয়। এ বার তেলে উল্টে-পাল্টে সোনালি করে ভেজে নিন। পরিবেশনের সময়ে উপরে চাট মশলা, কাঁচা পেঁয়াজের টুকরো ও পুদিনার চাটনি ছড়িয়ে দিন।

দ্রুত রায় কি জনরোষের সন্তুষ্টি?

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম

আদালতে রসু খাঁ নিজের ১১টি হত্যাকা-ের দায় স্বীকার করেছিলেন। একাধিক মামলায় মৃত্যুদ-প্রাপ্ত দেশের নথিভুক্ত প্রথম সিরিয়াল কিলার রসু খাঁ এখনও কারাগারে। ১১ নারীকে হত্যার দায়ে ২০১৫ সালে নিম্ন আদালত তাঁর মৃত্যুদ- দিয়েছিলেন। হাইকোর্টও সেই রায় বহাল রাখেন। কিন্তু আপিল বিভাগে চূড়ান্ত শুনানির অপেক্ষা এখনও শেষ হয়নি।

রসু খাঁর মামলার রায় কার্যকরের প্রসঙ্গ মনে এলো ঢাকার পল্লবীতে বহুল আলোচিত শিশু হত্যাকা- মামলায় উচ্চ আদালতে আসামি সোহেল রানার মৃত্যুদ- বহাল থাকার খবরে। আমরা লক্ষ্য করি, যেসব ঘটনা নিয়ে জনরোষ তৈরি হয়, সেসব মামলার বিচারিক কার্যক্রম নিম্ন আদালতে তুলনামূলক দ্রুত শেষ হয়। এতে জনরোষ অনেকটা প্রশমিত হয়। সময়ের সঙ্গে ঘটনাটি মানুষের স্মৃতি থেকেও ক্রমে ফিকে হতে থাকে। মাগুরার শিশু ও মিরপুরের শিশু হত্যার বিচার প্রক্রিয়ায়ও এমন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সোহেল রানার মৃত্যুদ- বহাল থাকার রায় নিঃসন্দেহে প্রত্যাশিত। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত রায় বাস্তবায়ন হয় কতদিনে?

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় রায় ঘোষণা থেকে সেটার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পর্যন্ত পথটি দীর্ঘ এবং জটিল। প্রচলিত ফৌজদারি আইন ও সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী, এমনকি উচ্চতম আদালতে মৃত্যুদ-ের মতো সর্বোচ্চ শাস্তি বহাল থাকার পরও দ- কার্যকরের আগে আসামির সামনে আরও কয়েকটি আইনি সুযোগ থাকে। সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মৃত্যুদ- বহাল থাকলে আসামি আপিল বিভাগে আপিল করতে পারেন। সেখানে সাজা বহাল থাকলে রিভিউ আবেদনের সুযোগ রয়েছে। সবশেষে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করতে পারেন। অর্থাৎ হাইকোর্টের রায়ই মৃত্যুদ- কার্যকরের চূড়ান্ত নির্দেশ নয়।

বিচারহীনতার অনেক উদাহরণের এই দেশে বিচার পেলেও চূড়ান্ত রায় বাস্তবায়নে দীর্ঘ অপেক্ষা অপরাধপ্রবণতা বাড়ারই ঝুঁকি তৈরি করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০ মে পর্যন্ত সাড়ে চার মাসে বাংলাদেশে ১১৮ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণচেষ্টার শিকার আরও অনেকে। কুমিল্লায় একজন স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে পল্লবীর শিশুটির হত্যা মামলার আসামির নিম্ন আদালতে মৃত্যুদ-াদেশের পর। পুলিশ সদরদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে নারী ও শিশু নির্যাতনের অভিযোগে ১২ হাজার ৪৪৬টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা চার হাজার ২৫টি। সুতরাং মামলা ও রায়ই যে দেশের অপরাধ থামানোর জন্য যথেষ্ট নয়- এটা স্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে রায় কার্যকরই সবচেয়ে জরুরি; এর আগের প্রতিটি ধাপ প্রক্রিয়া মাত্র।

হত্যার অপরাধে ২০০৩ সালের অক্টোবরে আতাউর মৃধা ও আনোয়ার হোসেন নামে দুই আসামির মৃত্যুদ-ের রায় দিয়েছিলেন আদালত। ২০০৭ সালের অক্টোবরে হাইকোর্ট বিভাগ তাদের মৃত্যুদ- বহাল রাখেন। অর্থাৎ চার বছর গেল এখানে। এরও ১০ বছর পর, ২০১৭ সালে আপিল বিভাগ সেই দুই আসামির সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদ- দেন। আসামি আতাউর মৃধা আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনও করেন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়ার পরও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দ-প্রাপ্ত আসামির আরও বহু বছর রায়ের বাস্তবায়ন বিলম্বিত করতে পারেন। ওই মামলাটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

দেশের আলোচিত ধর্ষণ ও হত্যাকা-গুলোর একটি ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরে ইয়াসমিন আক্তার হত্যাকা-। সেই মামলার রায় কার্যকর হতে সময় লেগেছিল ৯ বছর। ডেথ রেফারেন্স নিষ্পত্তির পরিসংখ্যানও মৃত্যুদ-ের রায়ের আরেকটি বাস্তবতা সামনে আনে। আইন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হওয়া ৫৭টি ডেথ রেফারেন্সের মধ্যে ৩৮টিতে মৃত্যুদ- অনুমোদন করা হয়নি। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত নিষ্পত্তি হওয়া ২২টি মামলার ১৯টিতেই মৃত্যুদ- বহাল থাকেনি। এ পরিসংখ্যান দেখায়, বিচারিক আদালতের দেওয়া সর্বোচ্চ শাস্তি উচ্চ আদালতে গিয়ে পরিবর্তিত হওয়ার যথেষ্ট নজির রয়েছে। পল্লবীর শিশু হত্যাকা- মামলায় আসামি সোহেল রানা উচ্চ আদালতের ধাপ অতিক্রম করলেও তাঁর সামনে এখনও আপিল ও রিভিউয়ের আইনি সুযোগ রয়েছে।

পাঠকের মনে থাকার কথা মাগুরার শিশুটির হত্যাকা-। এক বছরের বেশি সময় আগে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সহিংসতার শিকার হয়ে মারা যাওয়া শিশুটির দেহ এরই মধ্যে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কবরে। অথচ উভয় আদালতে প্রাপ্ত রায় এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। এটা ঠিক, মৃত্যুদ-ের মামলায় পেপারবুক তৈরি করতে হয়। সেটি প্রস্তুত না হলে শুনানি শুরু করা যায় না। এসব কাজে কখনও কখনও ১০ বছর লেগে যেতে পারে বলে আইনজীবীরা মনে করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই দীর্ঘসূত্রতার পেছনে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাই দায়ী, নাকি সদিচ্ছারও অভাব? বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ দ্রুত ও কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশেষত শিশু ও নারী নির্যাতনের মতো নৃশংস অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারপ্রত্যাশীদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখলে আরও বেশি অপরাধ বাড়তে থাকে।

জনরোষের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী নয়। ঘটনার পরপরই মানুষের তীব্র ক্ষোভে দ্রুত বিচারের দাবি ওঠে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই ক্ষোভ স্তিমিত হয়। রাষ্ট্র ও বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব জনরোষের ওপর নির্ভর করে নয়; অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার নিশ্চিত করা। বিচার কার্যকর না হলে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। পল্লবীর শিশুটির হত্যাকা-ের ঘটনায় নিম্ন আদালতের রায় উচ্চ আদালতে বহাল থাকার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, চূড়ান্ত পরিণতি দেখতে আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে? নাকি নৃশংসতার চূড়ান্ত দেখানো সোহেল রানার ভাগ্যও 'সুপ্রসন্ন' হবে সিরিয়াল কিলার রসু খাঁর মতো?

পালংশাক দিয়ে চচ্চড়ি খেয়েছেন, চিংড়ির পুর ভরা পালংয়ের বড়া খেয়েছেন কি?

পালং দিয়ে ডাল, চচ্চড়ি খাওয়াই হয়। তবে এবার চিংড়ির পুর ভরে ভেজে ফেলুন। গরম ভাত হোক বা সান্ধ্য চায়ের আসর, এই খাবার চেয়ে খাবেন সকলে।

চিংড়ি, পালং দুই-ই মেলে বছরভর। তবে শীত মানেই টাটকা পালংশাক। সে শাকের স্বাদই আলাদা। কচি পালং দিয়ে ডাল, চচ্চড়ি সবই দারুণ লাগে। তবে এবার তার মধ্যে চিংড়ির পুর ভরে ভেজে ফেলুন। গরম ভাত হোক বা সান্ধ্য চায়ের আসর, এই খাবার চেয়ে খাবেন সকলে।

উপকরণ:

১২-১৫টি পালংপাতা
২৫০ গ্রাম ছোট থেকে মাঝারি চিংড়ি
১টি ছোট পেঁয়াজ
৪-৫ কোয়া রসুন
৩ টেবিলচামচ বেসন
১ টেবিল-চামচ চালের গুঁড়ো
আধ চা-চামচ বেকিং সোডা
স্বাদমতো নুন, চিনি
আধ চা-চামচ হলুদ
আধ চা-চামচ কালোজিরে
৩-৪টি কাঁচালঙ্কা
১ টেবিল চামচ ঘি
ভাজার জন্য সর্ষের তেল

প্রণালী:

চিংড়ি মাছ নুন-হলুদ মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল এবং ঘি গরম করে পেঁয়াজকুচি, রসুন, কাঁচালঙ্কাকুচি দিয়ে চিংড়ি হালকা ভেজে নিন। ২-৩ মিনিট। তার বেশি নয়।

একটি পাত্রে বেসন, চালের গুঁড়ো, নুন, হলুদ, স্বাদমতো চিনি মিশিয়ে ঠান্ডা জলে ভাল করে গুলে নিন। ঘন মিশ্রণ কিছুটা আলাদা করে রাখুন। বাকি মিশ্রণ জল মিশিয়ে একটু পাতলা করে নিন, বেশি নয়।

পালংপাতা ধুয়ে রাখুন। দু'টি পালং পাতার মাঝে বেসনের প্রলেপ দিন। তার উপর ভেজে রাখা চিংড়ি। উপরে আরও দু'টি পালংপাতা দিয়ে ঢাকা দিন। প্রতিটি পাতার মাঝে বেসনের মিশ্রণ থাকবে। পালংপাতা দিয়ে চিংড়ি ভাল করে মুড়ে নিন। তার পর বেসনের গোলায় ডুবিয়ে ছাঁকা তেলে ভাজুন। চিংড়ির পুর ভরা পালংপাতার বড়া গরম ভাত-ডালের সঙ্গে পরিবেশন করুন। চা দিয়েও মুচমুচে বড়া দারুণ লাগবে।

তুলতুলে রেশমি পরোটা, রইল সহজ রেসিপি

বাড়িতে থাকা বিভিন্ন সজি ব্যবহার করা যায় এই পরোটায়। ফলে শুধু স্বাদের জন্য নয়, রোজের খাবারে সজি ও প্রোটিনের উৎস যোগ করার জন্য ভাল বিকল্প হতে পারে রেশমি পরোটা।

সকালের জলখাবারে গরম গরম পরোটা আর সঙ্গে আলুর তরকারি বা আচার– এই জুটির জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন নেই। তবে একই ধরনের পরোটা খেতে খেতে একঘেয়ে লাগলে স্বাদে বদল আনতে পারেন। ময়দা বা আটার পরোটার সঙ্গে পনির ও নানা রকম সজি মিশিয়ে তৈরি করে ফেলুন রেশমি পরোটা। নরম পরোটার সঙ্গে পনিরের মোলায়েম ভাব আর সজির স্বাদ, সব মিলিয়ে জমে যাবে সকাল বা সন্ধ্যার জলখাবার। এই পরোটার আর একটি সুবিধা হল, বাড়িতে থাকা বিভিন্ন সজি ব্যবহার করা যায়। ফলে শুধু স্বাদের জন্য নয়, রোজের খাবারে সজি ও প্রোটিনের উৎস যোগ করার জন্যও এটি ভাল বিকল্প হতে পারে।

উপকরণ

আধ কাপ লাউয়ের টুকরো
দেড় কাপ আলুর টুকরো
১০০ গ্রাম পনির
দেড় কাপ ময়দা
আধ চা-চামচ গোলমরিচ
১ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো
১ চা-চামচ জিরেগুঁড়ো
১ চা-চামচ চাটমশলা
আধ চা-চামচ মৌরি
১ টেবিলচামচ থেঁতো করা কসৌরী মেথি
৫০ মিলিলিটার জল
পরিমাণমতো ঘি

প্রণালী

লাউ ও আলু প্রেশার কুকারে জল দিয়ে প্রথমে সেদ্ধ করে নিতে হবে। তিনটি সিটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।তার পর ঠান্ডা হওয়ার পর সেদ্ধ লাউ, আলু, পনির দিয়ে ব্লেন্ডারে ভাল করে পিষে নিন। মিহি ও মসৃণ একটি পেস্ট তৈরি হবে। ওই মিশ্রণে এ বার ময়দা মিশিয়ে দিন। তার সঙ্গে ঢেলে দিন গুঁড়োমশলাগুলি। এতে মিশবে থেঁতো করা মেথি এবং মৌরিও। ময়দা ও মশলা খুব ভাল করে হাতে মেখে নিতে হবে। ম-টি যেন যথেষ্ট নরম হয়। আলাদা করে জলের প্রয়োজন নেই খুব একটা। কারণ, লাউ, আলু ও পনিরের পেস্ট থেকেই যথেষ্ট জল পাওয়া যাবে। তবে তার পরেও প্রয়োজন পড়লে অল্প জল যোগ করা যেতে পারে।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪





লুইসভিল সিটি হলের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল

করা এবং কমিউনিটির মধ্যে সংযোগ জোরদারে উৎসবের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয় ওই ঘোষণাপত্রে। শনিবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৬, লুইসভিল গ্র্যান্ড থিয়েটারে বইমেলা, সাহিত্য আড্ডা, নাটক, সংগীত ও সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে উৎসবের পঞ্চম আসর অনুষ্ঠিত হয়।

থিয়েটারের লবিতে দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে ঢাকার বাংলাবাজার ও নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের বইয়ের দোকান নিয়ে তৈরি দৃশ্যপট। উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা কেন কাদেরের নকশায় জন্মভূমির স্মৃতি ও প্রবাসের দৈনন্দিন জীবন পাশাপাশি উঠে আসে। বিকেল ৩টায় বইমেলা শুরু হয়।



বিকেল ৪টায় জীবনানন্দ দাশের 'আবার আসিব ফিরে' কবিতা আবৃত্তি করে সাহিত্য আড্ডার সূচনা করেন সঞ্চালক মারুনা রাহী। আলোচনায় অংশ নেন চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদ, মোহাম্মদ কবির, আবদুর রব, জাহিদ রেজা, সাঈদা আনোয়ার ডিভা, ইসতিয়াক রুপু, লোপামুদ্রা ব্যানার্জি, কানিজ মওলা, নজরুল ভূঁইয়া ও ফরহাদ হোসেন। কবিতা আবৃত্তি করেন শাহীন সাদাত, লোপামুদ্রা ব্যানার্জি ও ইসতিয়াক রুপু। আড্ডার শেষ পর্বে কেন কাদের তাঁর প্রয়াত মা বেগম নুরজাহান কাদেরের হাতে সেলাই করা বাংলাদেশের পতাকা প্রদর্শন করেন। তিনি স্মরণ করেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাঁদের বাড়ির ছাদে পতাকাটি উত্তোলন করা হয়।

সন্ধ্যার মূল অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ডালাস বাংলা উৎসবের অনুষ্ঠান পরিচালক সাবেরা কাদের। এরপর অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ফারহানাজ রেজা। সাংস্কৃতিক পর্বের শুরুতে শিক্ষিকা আফরিন সুমীর তত্ত্বাবধানে ইঅঘঞ বাংলা স্কুলের শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে।

অস্টিন থেকে আসা ইধঁষ চৎড়ম ঈড়ষষবপঃরাব শেখ দীনার নেতৃত্বে তাদের প্রথম সরাসরি মঞ্চ পরিবেশনায় বাউলগানের সঙ্গে প্রগ্রেসিভ রকের মেলবন্ধন তুলে ধরে। নাট্যদল রঙ্গমঞ্চ তাদের দ্বিতীয় প্রযোজনা, হুমায়ূন আহমেদের একাঙ্কিকা 'স্বপ্ন', মঞ্চস্থ করে। ফরহাদ হোসেনের নির্দেশনায় নাটকটিতে অভিনয় করেন সাইফুল হক রুমি ও সালমা রোজী। উচ্চাঙ্গসংগীত পরিবেশন করেন নাবিলা কুহু।

শেষ পর্বে ঝঅঘগ ঞঠ-এর ঔটখণ ৪ঞঐ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার তুলে দেন উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা কেন কাদের। পুরস্কার পান খান আনিসুজ্জামান, নাসরিন সানি, আলী তারেক, ফরহাদ হোসেন ও নাদিম আহমদ। বাংলা সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে অবদানের জন্য নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক সংগঠন ইওচঅ-কেও পুরস্কার দেওয়া হয়।

২০২১ সালে গান ও কবিতার আসর দিয়ে ডালাস বাংলা উৎসবের যাত্রা শুরু হয়। পরের বছর যুক্ত হয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা বইমেলা। এবারের উৎসব উপস্থাপন করে ঝঅঘগ ঞঠ ধসঢ়; গবফরধ ঝবথরপবং, খখঈ। টাইটেল স্পনসর ছিল শবহশধফবৎ.পড়স গড়ৎঃমধমব ঝবথরপবং। আয়োজন শেষে কেন কাদের দর্শক, শিল্পী, সাহিত্যিক, স্বেচ্ছাসেবক, বিক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের ধন্যবাদ জানান এবং ২০২৭ সালে ষষ্ঠ ডালাস বাংলা উৎসবে সবাইকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।



তিনবার শয়তান ও নরকের প্রবেশদ্বার

এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য।

দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) প্রকাশিত ১৬০ পৃষ্ঠার 'দ্য প্রাইভেট ডায়েরি অব পোপ ফ্রান্সিস' বইয়ে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

পোপের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ভ্যাটিকানের ধর্মতত্ত্ববিষয়ক দপ্তরের প্রধান কার্ডিনাল ভিক্টর ম্যানুয়েল ফার্নান্দেজ বইটি সংকলন করেছেন। এতে পোপের ব্যক্তিগত ডায়েরির বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে।

১৯৯২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ডায়েরি লিখেছেন পোপ ফ্রান্সিস। আর্জেন্টিনায় বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় থেকে শুরু করে পোপ নির্বাচিত হওয়ার পরও তিনি লেখালেখি অব্যাহত রাখেন। ডায়েরির ৮৬ পৃষ্ঠা আর্জেন্টিনায় থাকার সময় এবং ৫৫ পৃষ্ঠা পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় লেখা।

বইটিতে বলা হয়েছে, পোপ ফ্রান্সিস অন্তত তিনবার শয়তানের উপস্থিতি অনুভব করার কথা লিখেছেন। এর মধ্যে দুটি ঘটনা আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসের আর্চবিশপ থাকাকালে এবং অন্যটি ২০১৮ সালে পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ঘটে।

২০২৪ সালের ১৮ আগস্টের একটি ডায়েরি এন্ট্রিতে তিনি লিখেছেন, শয়তানের চোখের কথা তিনি ভুলতে পারেন না। তার বর্ণনায়, সেই চোখ ছিল আগুনের মতো, একই সঙ্গে ভয়ংকর ও প্রলুব্ধকর।২০১৮ সালে চিলি সফর শেষে রোমে ফেরার কয়েক দিন পর আরেকটি ঘটনার কথা লিখেছেন তিনি। ওই সময় একটি বৈঠকে শয়তানকে দেখতে ও তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন বলে ডায়েরিতে উল্লেখ করেন। পোপের ভাষ্য অনুযায়ী, কণ্ঠস্বরটি ছিল কর্কশ ও বিজয়ীর মতো। তখন তার মনে হয়েছিল, শয়তান বলছে, 'এখন আমি যা চেয়েছিলাম, সবই পেয়ে গেছি।' পরে ওই বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাওয়াকে তিনি সৃষ্টিকর্তার সহায়তা হিসেবে বর্ণনা করেন। ডায়েরিতে নরকের প্রবেশদ্বার দেখার অভিজ্ঞতার কথাও লিখেছেন ফ্রান্সিস। ২০১৮ সালের একটি ঘটনায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে এমন দৃশ্য দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিষয়টিকে পৌত্তলিক প্রলোভনের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে বর্ণনা করে লিখেছেন, দৃশ্যটি দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে সুরক্ষার জন্য হাতে তুলে নেন জপমালা বা রোজারি।

বইটিতে পোপ ফ্রান্সিসের ২০২১ ও ২০২২ সালের আধ্যাত্মিক সংকটের বিস্তারিত উঠে এসেছে। সে সময় নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবণতা, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং সবকিছু নিজে নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অস্বস্তিতে ছিলেন তিনি। ডায়েরি অনুযায়ী, গির্জার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, দায়িত্ব পরিচালনার চাপ এবং মানসিক ক্লান্তি তার সংকটকে আরও গভীর করেছিল। এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে বিনয় ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করেন তিনি।

DAS WINE & LIQUOR


UTTAM
347-885-2025


RATAN
646-361-5660


KRISHNA
646-363-3137



25-09 39th Avenue, Store # 1C, Long Island City, NY 11101

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪





নড়াইলের ঘটনায় প্রতিবাদ সমাবেশে নিউইয়র্কে

৫টায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি পাজায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ'র একজন বক্তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ এবং যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের (পূর্বাঞ্চল) মধ্যে হৈ-হট্টগোল-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরে দুই পক্ষের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এ সময় ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ তাদের সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষনা করে। আওয়ামী লীগ ড. ড. প্রদীপ রঞ্জন করের সভাপতিত্বে এবং আব্দুল হাসিব মামুনের সঞ্চালনায় তাদের সমাবেশ চালিয়ে যায়।

ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ'র সভাপতি ভজন সরকারের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রামদাশ ঘরামীর সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিতাংসু গুহ , স্বীকৃতি বড়ুয়া, ভজন সরকার, সুশিল সিনহা ,ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, মঞ্জুর চৌধুরী, বিদ্যুত সরকার ,সমীর রায়, নুরুজ্জামান সর্দার ,দীলিপ কে. নাথ, জয়দেব কুমার গাইন,জামাল হোসেন,দীনেশ মজুমদার, জাহিদুল হক, জামাল হোসেন,মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন, টি মোল্লা,শাহ বখতিয়ার হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ'র বক্তরা বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিষয়টিকে গুরত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করার করার জন্য ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী ও পশ্চীমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধীকারীর হস্তক্ষেপ কমনা করেন।

বক্তরা আরও বলেন,বাংলাদেশে যখন মৌলবাদ শক্তির উত্থান হয় এবং সংখ্যালঘুদের উপর নেমে আসে অত্যাচার নির্যাতন তখন কোন রাজনৈতিক দলই এগিয়ে আসে না। ৭৫ সালের পর সব সরকারের আমলেই সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়েছে।

বর্তমান বিএনপি সরকারকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক সরকার আখ্যায়িত করে সমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়,এর পর যদি সংখ্যালঘুদের উপর এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কোন রকম অত্যাচার-নির্যাতন নেমে আসে তবে বিদেশ থেকে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করা হবে। বক্তরা অবিলম্বে তত্ত্বধায়ক সরকার গঠন করে সংসদ নির্বাচনের দাবী করেন।

সমাবেশের মাঝপথে ইউনাইটেড হিন্দু কাউন্সিলের বক্তা জয়দেব কুমার গায়েনের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা ও হৈ-হট্টগোল। জয়দেব গাইন তার বক্তব্যে বলেন, আনেকের ধারনা যে,বাংলাদেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগের সমর্থক। সেই অবস্থায় এখানে আওয়ামী লীগের সাথে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ'র যৌথ সভা করার কারনে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন নেমে আসতে পারে। তাই আওয়ামী লীগের সাথে এই সমাবেশ না করলেই ভালো হতো। এই বক্তব্য দেয়ার পরেই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। আওয়ামী লীগের কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের দুই/একজন বক্তাকে বিএনপির দালাল বলে গালিগালাজ করেন। এবং তাকে জুতা দিয়ে পেটানো দরকার বলেও চিৎকার করেন। তা ছাড়াও জয়দেব গায়েনকে অশীল ভাষায় গালি দেন। এসময় দুই পক্ষের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার আওয়ামী লীগ তাদের সমাবেশ চালিয়ে যায়।

নিউইয়র্কে সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদ সমাবেশে হিন্দু নেতাকে হুমকি আ. লীগ নেতার। সিদ্দিকুর রহমান ও হিন্দু কমিউনিটির নিন্দা

গত ২২ নভেম্বর সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদ সমাবেশে নিউইয়র্কে হট্টগোল, ইউনাইটেড হিন্দুস্ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনার ঘটনা ঘটেছে। এক হিন্দু নেতাকে 'বিএনপির দালাল' ও 'জুতা দিয়ে পেটানোর' হুমকি দেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের (একাংশের) সাবেক সভাপতি। এই অবাঞ্ছিত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। এ ছাড়াও এই ঘটনায় নিউইয়র্কে অনেক সনাতন ধর্মাবলম্বী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

নড়াইলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, হামলা, অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের(পূর্বাঞ্চল)যৌথ বিক্ষোভ সমাবেশে এই অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়।

সমাবেশের মাঝপথে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ-সংশিষ্ট বক্তা জয়দেব কুমার গায়েনের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। একটি ভিডিও-তে দেখা যায়, এসময় হিন্দু নেতা জয়দেব গায়িনকে বিএনপির দালাল আখ্যা ও জুতা মারার হুমকি দেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের (একাংশের) সাবেক সভাপতি তরিকুল ইসলাম চৌধুরী। এছাড়াও যুবলীগ নেতা অশীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।

এই অনাকাঙ্খিত ঘটনার ব্যাপারে গত কাল রাত ১১টায় ফোনে সন্ধান২৪.কম'র পক্ষথেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের মন্তব্য জানতে চাইলে, তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সন্ধান২৪.কম'র প্রতিনিধিকে তিনি বলেন,আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতার এমন আচরণে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। যেখানে এই সংকটময় সময়ে সবাইকে সাথে নিয়ে আমাদের আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, সেখানে দলের নেতারা হটকারী ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছে যা মোটেই কাঙ্খিত নয়।

এ ছাড়াও ড. সিদ্দিকুর রহমান সন্ধান২৪.কম'র প্রকাশিত এ সংক্রান্ত নিউজ শেয়ার করে সেখানে মন্তব্য করেন, "যৌথ ভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন সঠিক হয়নি। আমাদের সতর্কতার সাথে অসাংবিধানিক পাতানো সাজানো নির্বাচনে নির্বাচিত সরকারের হত্যাকা-, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলনে সবার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে উভয় পক্ষেকে আহ্বান জানাচ্ছি।"

এদিকে সন্ধান ওয়েবসাইড থেকে এই ঘটনার সংবাদ ও ভিডিও প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ ও নিউইয়র্কের সনাতন কমিউনিটির অনেক নেতা এই প্রতিনিধিকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তারা আওয়ামী লীগের ওই নেতার ঔদ্ধত্যেকে ক্ষমার অযোগ্য হিসেবে মনে করছেন।

রোববার বিকেল ৫টায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি পাজায় অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ (পূর্বাঞ্চল) এবং প্রবাসী বাংলাদেশি আমেরিকান যৌথভাবে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে।

একপর্যায়ে একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তা হৈচৈ, পাল্টাপাল্টি বক্তব্য ও বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয়। পরে উভয় পক্ষের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

সুধীর বরণ মাঝি

বসবাসের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্ম ও মতের মানুষ সমান মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করবেন। মনে রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের একার প্রয়োজন নয়; এটি সমগ্র বাংলাদেশের প্রয়োজন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানে শুধু একটি জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা নয়; বরং দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিকে শক্তিশালী করা। আজ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—আমরা কি এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পেরেছি, যেখানে প্রত্যেক মানুষ নির্ভয়ে বলতে পারবেন, এই দেশ আমার, এই মাটি আমার, এই রাষ্ট্র আমাকে সমানভাবে আপন করে নিয়েছে? যদি উত্তর না হয়, তবে এখনই সময় আত্মসমালোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপের। স্বাধীনতার প্রকৃত সার্থকতা তখনই আসবে, যখন কোনো নাগরিককে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে দেশত্যাগ করতে হবে না; যখন অন্যের বিপদকে আমরা নিজেদের বিপদ বলে মনে করব; যখন রাষ্ট্র প্রত্যেক মানুষের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদার নিশ্চয়তা দেবে। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই, যেখানে ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার; যেখানে বৈচিত্র্য বিভেদের কারণ হবে না, বরং জাতীয় ঐক্যের শক্তি হয়ে উঠবে। কারণ একটি দেশের স্বাধীনতা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সেই দেশের প্রতিটি নাগরিক স্বাধীন, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার ভোগ করেন।

সুধীর বরণ মাঝি, শরীরচর্চা শিক্ষক
হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়,চাঁদপুর

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ওয়েবসাইটে

সংস্থার পরিচালকের দপ্তরের (ওডিএনআই) ওয়েবসাইটে সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সংস্থা দুটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনলাইনে ফাঁস হয়েছে।

তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ফাঁস হওয়া তথ্যগুলো জাতীয় নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত গোপনীয় তথ্যের আওতাভুক্ত নয়। অর্থাৎ, এগুলো যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা বা অতি গোপনীয় তথ্য হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ ছিল না।

ঘটনার পরপরই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। কীভাবে হ্যাকাররা সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেছে এবং তাদের অনুপ্রবেশের পরিধি কতটুকু, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।



বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী সাহস, আত্মত্যাগ ও বিশ্বশান্তির প্রতীক: আইরিন

পেশাদারত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী শুধু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী নয়, বরং জাতীয় উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও এক নির্ভরযোগ্য অংশীদার।

বাংলাদেশের ৫৬তম সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এ কথা বলেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রথম সমন্বিত অভিযানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত আইরিন খান বলেন, তিন বাহিনীর সেই সম্মিলিত অভিযান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে।

তিনি উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় সক্ষমতা ও সহনশীলতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলা, মানবিক সহায়তা এবং অবকাঠামো উন্নয়নেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদানের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁদের অবদান বাংলাদেশের শান্তি, মানবিকতা ও আন্তর্জাতিক সংহতির মূল্যবোধকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরছে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন। এতে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত, সামরিক উপদেষ্টা ও প্রতিরক্ষা অ্যাটাশেগণসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রদূত আইরিন খান জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।



যুদ্ধ বন্ধে ইরানের যেকোন শর্ত মানতেও রাজি ৫৫ শতাংশ মার্কিনি: জরিপ

হোক, এখনই সংঘাতের অবসান চান।

দলীয় সমর্থনের ভিত্তিতে এ প্রবণতায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন ডেমোক্র্যাটরা। জরিপে অংশ নেওয়া ডেমোক্র্যাট ভোটারদের ৮০ শতাংশ এবং স্বতন্ত্র ভোটারদের ৫৯ শতাংশ অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে মত দিয়েছেন। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের মধ্যে এ হার ২৫ শতাংশ।

যুদ্ধ বন্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর চাপ তৈরির বিষয়েও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমর্থন রয়েছে।

জরিপে ৫৩ শতাংশ ডেমোক্র্যাট সামরিক অভিযানের জন্য কংগ্রেসের অর্থায়ন বন্ধের পক্ষে মত দিয়েছেন। আর ৫১ শতাংশ মনে করেন, ডিসেম্বরের বাজেট আলোচনায় ইরান যুদ্ধের অর্থায়ন বন্ধের দাবি তোলা উচিত। প্রয়োজনে এ কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি থাকলেও তারা এতে রাজি।যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার ২২ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের অংশগ্রহণে পরিচালিত এ জরিপে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনটি বিকল্প দেওয়া হয়েছিল।

এগুলো হলো—অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা, সামরিক অভিযান আরও জোরদার করা এবং ইরানের কাছ থেকে ছাড় আদায়ে বর্তমান সামরিক অবস্থান বজায় রাখা।

জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ২১ শতাংশ ভোটার বর্তমান অবস্থান বজায় রাখার পক্ষে। আর যুদ্ধ আরও জোরদার করার পক্ষে মত দিয়েছেন ১৮ শতাংশ।

জরিপটির প্রধান গবেষক শিবলি তেলহামি আলজাজিরাকে বলেন, যুদ্ধের বিরোধিতা এবং সংঘাত বন্ধের পক্ষে জনমত আগে থেকেই স্পষ্ট ছিল। তবে অনুকূল শর্ত ছাড় দিয়েও যুদ্ধ বন্ধ করতে কত মানুষ রাজি হবেন, সেটি নিয়ে তাদের সংশয় ছিল। নতুন জরিপে সেই প্রবণতা আরও পরিষ্কার হয়েছে।ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধের যুক্তি দেখিয়ে যুদ্ধ চালানোর বিষয়েও মার্কিন ভোটারদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। জরিপে মাত্র ২৮ শতাংশ মনে করেন, যুদ্ধের কারণে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইরান দুর্বল অবস্থানে পড়েছে।

এদিকে যুদ্ধের কারণে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। সংঘাত শুরুর পর বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয় ইরান। জবাবে ওই এলাকায় নৌ অবরোধ আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ এ জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানির দামও বেড়েছে।

জরিপে অংশ নেওয়া ৩৫ শতাংশ মনে করেন, বর্তমানে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ইরানের হাতে। বিপরীতে মাত্র ১২ দশমিক ৭ শতাংশ মনে করেন, জলপথটির নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রয়েছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইরান যুদ্ধবিরোধী মনোভাব এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে জনসমর্থন বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে। নির্বাচনে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণও হারায় দলটি।

যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ডেমোক্র্যাটদের প্রগতিশীল অংশ আরও কঠোর অবস্থানের পক্ষে থাকলেও দলের মধ্যপন্থি নেতৃত্ব এখনো সামরিক অভিযানের অর্থায়ন বন্ধের মতো পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়নি। এ অবস্থায় সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমারের নেতৃত্ব নিয়েও দলের ভেতরে বিরোধ তৈরি হয়েছে।

www.jonmobhumi.com

Please Visit our YouTube Channels

Ratan Talukder Live NY

Jonmobhumi News TV

Alaap USA

Phone: (646) 327 7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Web: www.jonmobhumi.com

Ratan Talukder, Host

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪







কক্সবাজারের মাতামুহুরীতে সাগর ফাউন্ডেশন মেধা বৃত্তি

ফাউন্ডেশন মেধা বৃত্তি-২০২৬' সম্পন্ন হয়েছে। গত ২১ নভেম্বর শনিবার সকালে ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ বৃত্তির আয়োজন করা হয়। সকালে বৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়ে দুপুরে ফলাফল প্রকাশ এবং বিকেলে আয়োজন করা হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চকরিয়া ও মাতা-মুহুরী উপজেলা প্রথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলমগীর মোহাম্মদ মহিউদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আমান উল্লাহ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সম্পাদক ও রামুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এরফানুল কবির।

নিউইয়র্কের সাগর ফাউন্ডেশন এবং সাগর গ্রুপের কর্ণধার এবং সাগর ফাউন্ডেশন মেধা বৃত্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর ভার্চুয়ালি বৃত্তির উদ্বোধন করেন এবং বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের তার উপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল জব্বার, ভেওলা মানিকচর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আলী আহমদ, ঢেমুশিয়া মোহছেনিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার আবদুল মোমেন হেলালী, বেতুয়ারকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আবদুল মন্নান, সিনিয়র সাংবাদিক এম আর মাহমুদ।

বৃত্তি পরীক্ষায় হল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন ঢেমুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফরিদা নাছরিন। সহ হল সুপারের দায়িত্ব পালন করেন ঢেমুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকক রোকেয়া বেগম। পরিচালনা কমিটির সদস্যেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাবেক সদস্য উছমান গণি, উত্তর পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মোহাম্মদ কায়কোবাদ ও ঢেমুশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন।

বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সম্পাদক ও রামুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এরফানুল কবির জানান, ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই এবং পড়ালেখায় উৎসাহ প্রদানে এ মেধা বৃত্তি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। বৃত্তির সম্পূর্ণ খরচ বহন করেছে নিউইয়র্কেও সাগর গ্রুপ এবং সাগর ফাউন্ডেশন। বৃত্তির জন্য জনপ্রতি নামমাত্র ৫০ টাকা শুভেচ্ছা ফি নেয়া হয়। এই ফিসও অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলোর ৬ জন শিক্ষার্থীর মাঝে বিতরণ করা হয়।

বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ৯০ জন শিক্ষার্থী। তাদের সকলকেই সনদ এবং সাগর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্কুল ব্যাগ প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত ৩০জন শিক্ষার্থী উপহার হিসেবে পায় আর্থিক অনুদান, মেডেল, সনদ এবং স্কুল ব্যাগ। বেস্ট স্টুডেন্টকে দেয়া হয়েছে ক্রেস্ট। অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলোকেও দেয়া হয়েছে ক্রেস্ট।

বৃত্তি প্রদান কমিটির সভাপতি প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আমান উল্লাহ বলেন, বৃত্তি পরিচালনা কমিটির সম্মানি, বৃত্তির অর্থ, অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের আপ্যায়নসহ সব খরচ বহন করেছে সাগর ফাউন্ডেশন। বৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষক এবং খাতা দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল পাশ্ববর্তী ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের। যার কারণে স্বচ্ছতার মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরো জানান, সাগর ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি জনহিতৈষীমূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এটির কার্যালয় নিউইয়র্কে এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সাগর গ্রুপের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। সাগর ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শাহাব উদ্দিন সাগর একজন প্রতিথযশা সাংবাদিক, নিউইয়র্কের অগ্রবর্তী অংশের প্রতিনিধিত্বশীল কমিউনিটি নেতা এবং সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর গ্রামের বাড়ি কক্সবাজারের নবগঠিত মাতামুহুরী উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের বাজার পাড়া। তাঁর সাংবাদিকতার শেকড় এবং হাতেখড়ি চকরিয়া, কক্সবাজার তথা বাংলাদেশ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমালেও শেকড়ের কথা ভুলেননি। ফলে শাহাব উদ্দিন সাগর এলাকাবাসীর জন্য নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গরীবদের মাঝে নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। এবার তিনি বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন।

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ আরো জানান, এবারের বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্রে নির্ধারণ করা হয়েছিল মাতামুহুরী উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের উত্তর-পূর্ব ঢেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে। আগামী বছর পুরো উপজেলা নিয়ে বৃত্তি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভাপতিকেও ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

বক্তারা বলেন, সাগর ফাউন্ডেশন মেধাবৃত্তিকে এলাকার মডেল বৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করে যেতে পারে।

নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটি (এন-বিসি) কমিটির নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনবিসির প্রধান উপদেষ্টা অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, উপদেষ্টা নূর মোহাম্মদ ও ড. আসাদুর মিয়া, নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ।

পুরো অনুষ্ঠানটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক মো. সোহেল রানা। অনুষ্ঠান পরিচালনায় তাঁকে সহযোগিতা করেন নবনির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহনূর বেগম।

নির্বাচনী কার্যক্রম শুরুর আগে সংগঠনের নতুন ১৯ জন আজীবন সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা ও আজীবন সদস্যপদের সনদ প্রদান করা হয়। কমিউনিটির সেবা ও সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে তাঁদের সম্পৃক্ততা এবং সহযোগিতার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল একটি অসহায় পরিবারের হাতে ৫০ হাজার মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া। কমিউনিটির সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সম্মিলিত সহযোগিতায় সংগৃহীত এই অর্থ মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে এনবিসির অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আওকাত হোসেন খানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে। কমিশনের অন্য সদস্যরা ছিলেন মিজান রহমান, মীর মাহবুব, ফজলুল হক ও শাহ-জাহান মাহমুদ।

নির্বাচনী কার্যক্রম শেষে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৭-২০২৮ মেয়াদের জন্য ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নাম ঘোষণা করে।

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি মোতাসির মিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম, সহসভাপতি চৌধুরী ফারুকী, মোহাম্মদ হাবিব, আব্দুল আজিজ ও মো. আমিনুল হক; সাধারণ সম্পাদক মো. শামীবুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ ফারুক আহমেদ, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ মো. জিয়াউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ হাসিব হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক হোসেল বাপ্পী, প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক মো. সোহেল রানা, যুগ্ম প্রচার ও গণমাধ্যম সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহেনুর বেগম, যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাফিয়া খান নিশি, ক্রীড়া সম্পাদক মোমিন হুসাইন (মনির), যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক আজমল হোসেন, নারী বিষয়ক সমন্বয়ক রুমানা আখতার এবং কার্যনির্বাহী সদস্য মুহাম্মদ তালুকদার (নাঈম), এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. ফিরোজ আহমেদ ও মাকসুদা ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটি লং আইল্যান্ডের অন্যতম বৃহৎ বাংলাদেশি কমিউনিটি সংগঠন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠন বছরব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি কমিউনিটির কল্যাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।



দেশটাই আসল, এটাই আমাদের অস্তিত্ব: রাষ্ট্রপতি

নেতৃত্ব দেবে। তাদের মধ্য থেকেই কেউ চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী কিংবা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হবে; কেউ সরকারি দায়িত্ব পালন করবে, আবার কেউ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে।

বুধবার (২৫ নভেম্বর) বঙ্গভবন পরিদর্শন কর্মসূচির তৃতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজধানীর বঙ্গভবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবন পরিদর্শন করে। এতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরভী আক্তারের নেতৃত্বে ৩৫ জন শিক্ষার্থী ও চারজন শিক্ষক এ পরিদর্শনে অংশ নেন।

শিশুদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তোমরাই দেশটাকে গড়ে তুলবে। তোমরাই একদিন দেশ পরিচালনা করবে। তাই এখন থেকেই নিজেদের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে।

পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন রাষ্ট্রপতি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশটাকে ভালোবাসবে। আমাদের দেশটাই আসল, এটাই আমাদের অস্তিত্ব। এই দেশই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, আমাদের জীবিকা ও আশ্রয় দেয়। দেশকে ভালোবেসে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই এবং একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

তিনি বলেন, এখন থেকেই শিক্ষার্থীদের বড় স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। একই সঙ্গে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, বাবা-মা ও শিক্ষকদের সম্মান করা এবং দেশকে ভালোবাসার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি শিক্ষার্থীদের কাছে বঙ্গভবন ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা জানতে চান। এসময় শিক্ষার্থীরা তাদের পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে জানায়, বঙ্গভবনের ঐতিহাসিক নিদর্শন, তোশাখানা জাদুঘরে সংরক্ষিত মূল্যবান সামগ্রী, এয়ার রেইড শেল্টার ও হরিণ পার্ক ঘুরে দেখে তারা খুবই আনন্দিত। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পেরে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমানে অনেক শিশু বই পড়ার পরিবর্তে মোবাইল ফোনে বেশি সময় ব্যয় করে। মোবাইলের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি থেকে শিশুদের বই পড়ার দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সচিব ও প্রেস সচিবসহ বঙ্গভবনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। রাষ্ট্রপতির প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।



প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আওকাত হোসেন খান নবনির্বাচিত সকল কার্যনির্বাহী সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালনের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি ২০২৭-২০২৮ মেয়াদের নতুন নেতৃত্বের সফলতা কামনা করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি মোতাসির মিয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, "এনবিসি শুধু আনন্দ-উৎসবের সংগঠন নয়, মানুষের দুঃসময়েরও ভরসার জায়গা হয়ে উঠুক। এই ধরনের মানবিক কাজ আরও বেশি করে করার জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করি।"

সাধারণ সম্পাদক মো. শামীবুর রহমান নতুন প্রজন্মকে কমিউনিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "আমি সকল অভিভাবকদের অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের তরুণ ছেলেমেয়েদের এই গ্রুপে যুক্ত করুন, যাতে তারা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে এবং ভবিষ্যতে আমাদের কমিউনিটির নেতৃত্ব দিতে পারে।"

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি কমিউনিটির ঐক্য সুদৃঢ় করা, বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব বিকাশ, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

নির্বাচন ও অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করায় সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ, নির্বাচন কমিশন, সকল সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক, দাতা ও উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটি।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২





প্রোহেলথ হোমকেয়ার



দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।

মামুনুর রশীদ
ডিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914



প্রোহেলথ হোমকেয়ার

ProHealth Home Care, Inc.
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-633-1112
Fax: 718-633-1117



New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট



Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital

Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

J. K. GAIN MULTISERVICES
J. K. GAIN INSURANCE AGENCY



- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - TLC INCURANCE (YELLOW, BLACK & GREEN CAB)
  - Life Insurance
  - Auto • Home • Business
  - Medicare Health Insurance
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Pay your Bill here

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
Authorized e-file Provider
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

LOW COST
Notary Public
প্রতি রবিবার একঘন্টার ফ্রি কর্মশালা



Mita Chowdhury, MD.
Assistant Professor,
Mount Sinai School of Medicine
Attending Physician, Elmhurst Hospital Center
Board Certified in Internal Medicine.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশী ডাক্তার
ডাঃ মিতা চৌধুরী

অভিজ্ঞ চিকিৎসক
বন্ধুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী কর্মী
রোগীকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
আন্তরিক পরিবেশ

আমাদের সেবাসমূহ
সম্পূর্ণ প্রাইমারি কেয়ার
ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, এজমা,
থাইরয়েড, হৃদরোগের চিকিৎসা
বয়স অনুযায়ী ক্যানসার স্ক্রীনিং
সব ধরনের টিকা
চেম্বারে রক্ত, ইকেজি এবং প্রস্রাব পরীক্ষা
ওজন ব্যবস্থাপনা
মেডিকেল ফরম পূরণ

আমারা প্রায় সকল ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
** ইন্সুরেন্স বিহীন রোগী দেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা

MC MEDICAL CARE, PLLC
218-38 Hillside Ave. Queens Village NY 11427
ph.929-331-5702 Fax: 718-465-1199
চেম্বারে আসার আগে অনুগ্রহ করে ফোন করুন

NYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES
FULLY LICENSED & INSURED

GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERICAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি


Khagendra Gharti-Chettry, Esq.
Attorney at Law


Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LL.M, New York Law School, NY, USA.
646-359-3544
nasreenahmed2006@gmail.com



যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি

C&A CHHETRY & ASSOCIATES
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001.
Phone: 212-947-1079

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.
THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006
TAX
IMMIGRATION
e-file
IRS e-file PROVIDER


Tareq Hasan Khan
CEO

37-18, 74th Street, Suite - 202
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP



- ALL CHOICE ENERGY
- WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- BALAKA 3 STAR STAFFING
- MERCHANT SERVICES
- NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

www.jonmobhumi.com



NY HOME CARE SERVICE INC.

কর্মসংস্থানের সুযোগ

যোগ্য HHA ও PCA সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়

আমরা HHA ও PCA সার্টিফিকেটও প্রদান করছি

আমাদের সেবাসমূহ

- PCA
- OPWDD
- HHA



ফয়সাল আজিজ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্



এম. আজিজ
প্রেসিডেন্ট
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ

যোগাযোগ করুন

718-874-0047

ই-মেইল: info@nyhcs.org

ওয়েবসাইট: www.nyhcs.org

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা | বিশ্বস্ত সহযোগী | মানসিক শান্তি

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
Vol 26 No.38 Thursday 26 November 2026 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

যুদ্ধ বন্ধে ইরানের যেকোন শর্ত মানতেও রাজি ৫৫ শতাংশ মার্কিনি: জরিপ

নিউইর্য়কঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানবিরোধী যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধের পক্ষে মত দিয়েছেন দেশটির অধিকাংশ ভোটার। এমনকি যুদ্ধ বন্ধ করতে গিয়ে অনুকূল শর্ত ছাড় দিতে হলেও তাতে আপত্তি নেই তাদের। নতুন এক জনমত জরিপে এমন চিত্র উঠে এসেছে।
আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইপসোসের যৌথ জরিপে দেখা গেছে, ৫৫ শতাংশ মার্কিন ভোটার যুদ্ধের শর্ত যা-ই-**বাকী অংশ ৩৪ পাতায়**

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী সাহস, আত্মত্যাগ ও বিশ্বশান্তির প্রতীক: আইরিন খান

নিউইয়র্ক, ২৩ নভেম্বর ২০২৬: জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আইরিন জুবাইদা খান বলেছেন, সাহস, আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা ও-**বাকী অংশ ৩৪ পাতায়**



তিনবার শয়তান ও নরকের প্রবেশদ্বার দেখেছিলামঃপোপ ফ্রান্সিস

রোমঃ প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস দুই বছর ধরে গভীর আধ্যাত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে গেছেন। এ সময় তিনি শয়তান ও নরকের প্রবেশদ্বার দেখার অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখেছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তার ডায়েরিতে উঠে **-বাকী অংশ ৩৩ পাতায়**

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার ওয়েবসাইটে হ্যাকারদের হামলা

ঢাকা,যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) এবং জাতীয় গোয়েন্দা-**বাকী অংশ ৩৪ পাতায়**



নড়াইলের ঘটনায় প্রতিবাদ সমাবেশে নিউইয়র্কে ইউনাইটেড হিন্দুস ও আ.লীগের মধ্যে হট্টগোল

নিউইর্য়ক ডেস্ক ঃ নড়াইলসহ সারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘরে অগ্নীসংযোগ,অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদে ইউনাইটেড হিন্দুস্ অব ইউএসএ,যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগ (পূর্বাঞ্চল) ও প্রবাসী বাংলাদেশী আমেরিকান সংগঠন যৌথভাবে নিউইয়র্কে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। বৃষ্টি ও বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে আজ ২২ নভেম্বর বিকেল-**বাকী অংশ ৩৪ পাতায়**



মিস ইউনিভার্সের মুকুট জিতলেন জেনিফার

সান হুয়ান ঃ বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার মঞ্চে আবারও ঝলমলে আলো ছড়ালেন পুয়ের্তো রিকোর জেনিফার বারেত্তো। মিস ইউনিভার্সের ৭৫তম আসরের চূড়ান্ত মঞ্চে বাজিমাত করে বিশ্বসেরার মুকুট নিজের করে নিয়েছেন তিনি। আজ বুধবার (২৫ নভেম্বর) বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায় পুয়ের্তো রিকোর সান হুয়ানের হোসে মিগেল আগ্রেলট-**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

বর্নাঢ্য আয়োজনে স্টার ফার্নিচারের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

নিউইর্য়ক ঃ বর্নাঢ্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্টার ফার্নিচারের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। **-বাকী অংশ ১৯ পাতায়**



‘থ্যাঙ্কসগিভিং ডে’ শুরু হয়েছিল কীভাবে? রয়েছে দারুণ সব ইতিহাস

নিউইর্য়কঃ ‘থ্যাঙ্কসগিভিং ডে কীভাবে উদযাপন শুরু হয়েছিল এই দিনটির ? জেনে নিন দারুণ সব কাহিনি।
আমেরিকা-সহ অনেক দেশে প্রতি বছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার ‘থ্যাঙ্কসগিভিং ডে পালিত হয়। থ্যাঙ্কসগিভিং আনুষ্ঠানিকভাবে ছুটির মরসুমের সূচনাকে চিহ্নিত করে, যা জার্মানি, ব্রাজিল, কানাডা, জাপান এবং অন্যান্য দেশেও উদযাপিত হয়।-**বাকী অংশ ২৪ পাতায়**

লুইসভিল সিটি হলের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল ‘ডালাস বাংলা উৎসব-৫’

লুইসভিল, টেক্সস। ডালাস বাংলা উৎসবকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে লুইসভিল সিটি হল। এ উপলক্ষে লুইসভিল সিটি কাউন্সিল একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র জারি করে, যাতে স্বাক্ষর করেন মেয়র টি. জে. গিলমোর। বাংলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদ্যাপন, স্থানীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ-**বাকী অংশ ৩৩ পাতায়**

কক্সবাজারের মাতা-মুহুরীতে সাগর ফাউন্ডেশন মেধা বৃত্তি সম্পন্ন

নিউইয়র্ক: কক্সবাজার জেলার নবগঠিত মাতা-মুহুরী উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের ছয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘সাগর -**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটি (এনবিসি) কমিটির নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন

নিউইয়র্ক ঃ নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটির (এনবিসি) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২২ নভেম্বর ২০২৬, রবিবার, হিকসভিলের মেহফিল রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে ২০২৭-২০২৮ মেয়াদের জন্য ২৩ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের উপদেষ্টা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীসহ প্রায় ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।-**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

ধর্মীয় পরিচয়ে নিরাপত্তাহীনতা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

সুধীর বরণ মাঝি

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। প্রিয় স্বদেশ, প্রিয় মাতৃভূমি, আমার বাংলাদেশ! যে দেশের জন্ম হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক -**বাকী অংশ ০৯ পাতায়**

দেশটাই আসল, এটাই আমাদের অস্তিত্ব: রাষ্ট্রপতি

ঢাকা,রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের বাংলাদেশের-**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

www.jonmobhumi.com





















Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com